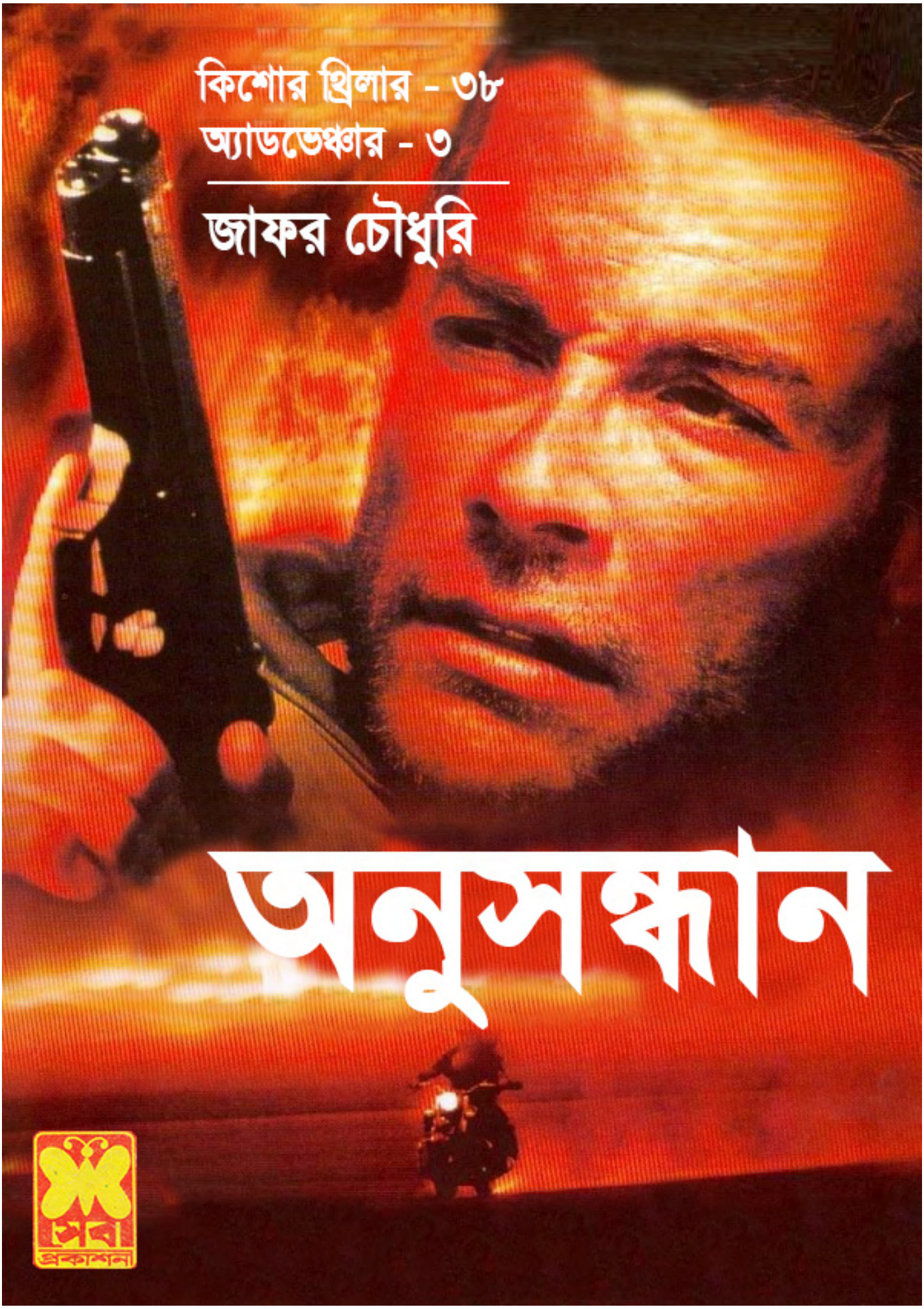

কিশোর থ্রিলার - ৩৮

অ্যাডভেঞ্চার - ৩

জাফর চৌধুরি

অনুসন্ধান

সেবা প্রকাশনী

কিশোর থ্রিলার-৩৮

অ্যাডভেঞ্চার-৩

অনুসন্ধান

জাফর চৌধুরী

দুর্গম যাত্রায় চলেছে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের স্পেশাল ব্রাঞ্চের দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা, বৈমানিক আলী নাসের। চলেছে এক রত্নচোরের সন্ধানে।

ইংল্যাণ্ড থেকে ছোট্ট বিমানে করে পাড়ি দিলো শত শত মাইল। পৌঁছলো আফ্রিকার ভয়ংকর কালাহারি মরুভূমিতে। পানি নেই ওখানে, আছে শুধু ধু-ধু বালির সাগর, হিংস্র জানোয়ার, আর তার চেয়েও হিংস্র বুশম্যান। আর আছে বুশম্যানদের যম, কুখ্যাত এক খুনী। নাসেরকে দেখে পাথুরে আস্তানা থেকে চিতাবাঘের মতো চুপিসারে বেরিয়ে এলো 'ক্যাট-ম্যান'।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

সেবা প্রকাশনী

কিশোর থ্রিলার-৩৮

অ্যাডভেঞ্চার-৩

অনুসন্ধান

জাফর চৌধুরী

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৮৯
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শরাফত খান
রচনা : বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে
মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপনী : ৮০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং-৮৫০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ONUSHANDHAN
By : Jafor Choudhury

অনুসন্ধান

জাফর চৌধুরী

সেবা প্রকাশনী

প্রিয় পাঠক

এই বইটিতে, অথবা সেবা প্রকাশনীর অন্য যে-কোন বইয়ে বাঁধাইয়ের ভুলে যদি কোনও ফর্মা বাদ পড়ে, কিংবা উল্টো-পাল্টা হয়, তাহলে দয়া করে সেটি সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০—এই ঠিকানায় পোস্ট করুন। আমরা নিজ খরচে একটি ভাল বই আপনার ঠিকানায় রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে পাঠিয়ে দেব।

ঢাকার পাঠক হাতে হাতে বদলে নিতে পারবেন।

বইয়ের ভেতর আপনার নাম লিখে থাকলেও ক্ষতি নেই, বরং নামের নিচে ঠিকানাটাও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখুন এবং ঠিকানা-ধার পাঠিয়ে দিন। —প্রকাশক।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি, বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।—লেখক।

এক

বেজে উঠলো ইনটারকম টেলিফোন। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নিলো সুঠামদেহী, সুদর্শন এক যুবক। 'নাসের বলছি, স্যার।' নিরবে শুনলো কিছুক্ষণ ওপাশের কথা। তারপর বললো, 'এখুনি আসছি।' উঠে দাঁড়ালো সে। পুরো ছয় ফুট লম্বা। অন্যান্য ডেস্কে বসা তার সহকারী স্টাফ পাইলটদের দিকে চেয়ে বললো, 'চীফ ডেকেছেন।' বেরিয়ে গেল অফিসার রুম থেকে।

বারান্দার শেষ মাথায় একটা দরজার সামনে এসে থামলো। চৌকাঠে লাগানো নেমপ্লেটে লেখা রয়েছে: অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার, এয়ার কমোডোর জেমস ব্র্যানডন। ইংল্যাণ্ডে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের স্পেশাল এয়ার সেকশনের প্রধান তিনি। দরজায় টোকা দিলো নাসের। তারপর পাল্লা ঠেলে ঢুকলো ভেতরে।

ডেস্কের ওপাশে বসে রয়েছেন এয়ার কমোডোর। বয়েস ষাট পেরিয়েছে অনেক আগেই। মাথার ঠিক মাঝখানে সিঁথি, সিঁথির কাছাকাছি দু'পাশের চুল শাদা, তারপর থেকে কালো। চওড়া কপাল,

মোটা নাক, দাঁতে কামড়ে রেখেছেন বিশাল পাইপ।

'হ্যাঙ্গার থেকে কোনো প্লেন চুরি যাওয়ার খবর পেয়েছো?' কোনো রকম ভূমিকা না করে জিজ্ঞেস করলেন কমোডোর। 'কিংবা নিখোঁজ?' চোখের ইশারায় বসতে বললেন নাসেরকে।

'না, স্যার। তেমন কোনো রিপোর্ট তো আসেনি।'

'হুঁ!'

'আপনি কি তেমন কোনো খবর পেয়েছেন, স্যার?'

'পাইনি, পাবো আশা করছিলাম। যাকগে। যে-জন্যে ডেকেছি। স্যার ওয়েসলি থারগ্রুডের নাম শুনেছো? শোনোনি। বেশ, তাহলে জেনে রাখো তিনি এখন ডিপলোম্যাটিক কোর-এ একটা জরুরী দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর বিশ্বাস, আমরা তাঁকে, অর্থাৎ তাঁর এক বন্ধুকে সাহায্য করতে পারবো। মানে বুঝতে পারছো তো?'

'পারছি, স্যার। তারমানে কাজটা করতেই হবে আমাদের। তা মিস্টার থারগ্রুডের এই বন্ধুটি কে?'

'ফারনডেলের লর্ড উইলিয়াম কলিনস।'

মৃদু হাসলো নাসের। 'বড় ঘরের লোক।'

'চেনো নাকি?'

'এই প্রথম নাম শুনলাম।'

'আমিও শুনেছি আজ সকালে। মিস্টার থারগ্রুডের মুখে।'

'কি কি জানলেন, স্যার?'

'বয়েস বাষট্টি। একটা মেয়ে রেখে বহুদিন আগেই গত হয়েছেন স্ত্রী। সারেতে কলিনস ম্যানরে থাকেন লর্ড। হবি: ভ্রমণ আর

শিকার—বিগ গেম হান্টিং। শিকারের ওপর গোটা দুই বইও লিখে-ছেন। খামখেয়ালি লোক, পাবলিসিটি পছন্দ করেন না, নিঃসঙ্গ।'

'তা ভদ্রলোকের অসুবিধেটা কি?'

'দামী জিনিস চুরি গেছে।'

'কি জিনিস?'

'কতগুলো গহনা আর চুনি পাথর। তার মধ্যে একটার আবার অতীত ইতিহাস রয়েছে।'

'বাড়ি থেকে?'

'সম্ভবত।'

'লোকাল পুলিশ কিছু করতে পারেনি?'

'জানানোই হয়নি ওদেরকে।'

'কেন?'

'খবরের কাগজওয়ালাদের ভয়ে। বললাম না, পাবলিসিটি চান না তিনি।'

'তা আমাদের কি করতে হবে?'

'পাথরগুলো খুঁজে বের করে দিতে হবে, বোধহয়। দেখা হলেই জানতে পারবো।'

'দেখা করতে যাচ্ছি নাকি?'

'হ্যাঁ, এখুনি। লর্ডকে ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাখা হয়ে-ছে। সাড়ে এগারোটায়।'

হাতঘড়ি দেখলো নাসের। 'আর বেশি সময় নেই।'

'ডরকিঙের কাছেই কলিনস ম্যানর। যেতে ঘণ্টাখানেকের বেশি লাগবে না আমাদের।'

'উনি নিজে এখানে এলেই তো পারতেন। এলেন না কেন?'

'কি জানি। হয়তো বাড়িতে এমন কিছু আছে, আমরা দেখলে চুরির কিনারা করতে সুবিধে হবে, সেজন্যেই যেতে বলেছেন। কিংবা হয়তো লর্ডগিরি দেখাতে চাইছেন। যেতাম না। কিন্তু মিস্টার থার-গ্রুড...'

'বুঝেছি। কিন্তু আমরা কেন?'

'মিস্টার থারগ্রুডের ধারণা, এ-কাজের জন্যে আমরাই উপযুক্ত লোক।' দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপটা বের করে সেটা দিয়ে টেবিলে আস্তে দু'বার বাড়ি দিলেন কমোডোর। 'লর্ড নাকি বলেছে, প্লেনে করে পালিয়েছে চোর। তাই ভাবলাম, তোমাকেও সংগে নিয়ে যাই।'

'আরিব্বাবা বেশ বড়লোক চোর! চুরিটা হয়েছে কবে? কাল?'

'সে, এক মাসও হতে পারে, বেশিও হতে পারে।'

'লর্ড জানালেন কবে?'

'তিন দিন আগে। আলমারি খুলে দেখেন পাথরগুলো নেই।'

'তারমানে বলতে পারবেন না ঠিক কখন চুরি হয়েছে?'

'না।'

'খুঁজে বের করা কঠিন হবে। তা তিন দিন আগে হঠাৎ দেখার শখ হলো কেন?'

'জানি না। গিয়ে জিজ্ঞেস করবো। চলো, বেরোই।'

'ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে আমার কাছে!' বিড়বিড় করলো নাসের। হাত বাড়ালো, 'স্যার, আপনার ফোনটা...জিমকে বলে

দিই, আমি বাইরে যাচ্ছি। ও অফিস সামলাক।'

কমোডোরের অফিশিয়াল গাড়িতে করে রওনা হলো দু'জনে। ঘণ্টাখানেক পরেই চওড়া সড়কের পাশে শুরু হলো ঘন গাছপালা।

-'নতুন লাগানো হয়নি,' দেখতে দেখতে বললো নাসের।

'না, অনেক পুরনো। কয়েক পুরুষ ধরে এখানে আছেন কলিনস-রা, সেই ষোল শো সাল থেকে।'

'কিন্তু এখানে প্লেন নামার জায়গা কোথায়? খোলা জায়গাই তো দেখছি না।'

পুরনো আমলের বিরাট এক বাড়ি দেখা গেল। 'আরিব্বাবা, অনেক বড় তো!' বললো নাসের। 'এখনও ভালোই রেখেছেন। খরচ আসে কোত্থেকে?' আনমনে বিড়বিড় করলো, 'এরকম বাড়ি আজকাল আর খুব একটা চোখে পড়ে না। বেশির ভাগই ধসে গেছে···

'কিংবা মেরামত করে ফ্ল্যাটবাড়ি অথবা অফিস বানিয়ে ফেলা হয়েছে,' কথাটা শেষ করলেন কমোডোর।

'লর্ড কলিনস চালাচ্ছেন কিভাবে?'

'ব্যবসা-ট্যবসা আছে হয়তো কিছু। অনেক সম্পত্তি আছে, হয়-তো ফার্ম করেছে,' আন্দাজ করলেন কমোডোর। 'বেশি জমি থাক-লে সুবিধে। কিছু বিক্রি করে দিলেই ব্যবসার পুঁজি জোগাড় হয়ে যায়।'

'পাথর বিক্রি করলেও টাকা আসে···' নিচু কণ্ঠে বললো নাসের।

ঝট করে তার দিকে ফিরলেন কমোডোর। 'কি বললে?'

'অ্যাঁ।...না, কিছু না, স্যার। বলছিলাম, পাথরেরও অনেক দাম, বিক্রি করে ব্যবসার পুঁজি জোগাড় করা যায়।'

ঘড়ি দেখলেন কমোডোর। 'একেবারে ঠিক সময়ে এসেছি। রাখো।'

নাসের ড্রাইভ করছে। বড় বড় থামওয়ালা গাড়িবারান্দার ছাউনির নিচে এনে গাড়ি থামালো।

ঘণ্টা বাজালে দরজা খুলে দিলো ইউনিফর্ম পরা এক বুড়ো চাকর। কমোডোর পরিচয় দিতে বললো সে, 'তিনি লাইব্রেরিতে আছেন।' বোঝা গেল, কমোডোর যে আসবেন একথা বলা আছে তাকে। 'আসুন, স্যার, আমার সংগে।'

করিডরের দেয়ালে শিকার করা জন্তুর মাথা আর চামড়া দিয়ে সাজানো। শেষ মাথার একটা দরজার কাছে মেহমানদের নিয়ে এলো বুড়ো। মৃদু টোকা দিতেই ভেতর থেকে সাড়া এলো, 'নিয়ে এসো।'

প্রাচীন ফায়ার প্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন লর্ড। পায়ের তলায় কার্পেটের ওপর বাঘের চামড়া বিছানো, মাথার ওপরে দেয়ালে বসানো আফ্রিকান মহিষের ছড়ানো শিংওয়ালা মাথা। পুরনো ধাঁচের সোফা দেখিয়ে মেহমানদের বললেন, 'বসুন।' ধারালো কণ্ঠস্বর।

'আমি কমোডোর...'

'জানি জানি,' হাত নাড়লেন লর্ড। 'ওয়েসলি বলেছে।' জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন নাসেরের দিকে।

'এয়ার ডিটেকটিভ ইনসপেক্টর আলী নাসের,' পরিচয় করিয়ে

দিলেন কমোডোর। 'আমাদের চীফ এভিয়েশন এক্সপার্ট।'

'বিদেশী?' খুশি হতে পারছেন না খাঁটি ইংরেজ লর্ড, ভুরু কুঁচকে রেখেছেন।

'কেন, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে কি বিদেশী নেই?' হেসে শান্তকণ্ঠে বললেন কমোডোর। 'নিগ্রো আছে, পলিনেশিয়ান আছে···বাংলাদেশীও আছে। ইনসপেক্টর নাসের বাংলাদেশী, এখন ইংল্যাণ্ডেরও নাগরিক। তার বাবা ইংল্যাণ্ডে সেটেল করেছিলেন। ভালো পাইলট ছিলেন।'

তবু খুশি হতে পারছেন না কলিনস।

'দেখুন, লর্ড, ওকে আমি বিশ্বাস করি বলেই নিয়ে এসেছি,' কিছুটা গম্ভীর হলেন কমোডোর। 'নিজের যোগ্যতায় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ঢুকেছে নাসের। ওর মতো পাইলট আর বুদ্ধিমান যুবক যে কোনো জাতির গর্ব। ও-যে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যোগ দিয়েছে, এটা আমাদের সৌভাগ্য···'

'না না, আমি সেকথা বলছি না,' তাড়াতাড়ি হাত নাড়লেন লর্ড। 'আপনি যখন এনেছেন, ভালো ছেলেই হবে। ডোণ্ট মাইণ্ড, ইয়াং ম্যান। আসলে ওই চুরির ব্যাপারটায় এতো উত্তেজিত হয়ে পড়েছি···তো, এক গ্লাস করে শেরি চলবে আপনাদের?'

'শুধু এক গেলাস,' হাত তুললো নাসের, 'আমি মদ খাই না।'

আর দশজন ইংরেজ লর্ডের মতো মনে হলো না কলিনসকে নাসেরের কাছে। তার চেয়ে অন্তত ইঞ্চি পাঁচেক বেশি লম্বা, চওড়া কাঁধ—যেন বুনো মোষ। আসল বয়েসের তুলনায় দেখতে কম বয়েস মনে হয়। চুলে পাক ধরেনি। শুধু কুচকুচে কালো দাড়ির

এখানে ওখানে কয়েকটা ধূসর হয়ে এসেছে। মুখের চামড়ায় ভাঁজ খুব কমই পড়েছে। লম্বা বাঁকা নাক, শকুনের ঠোঁটের কথা মনে করিয়ে দেয়। ঘন ভুরু, যেন ছোটখাটো দুটো ঝোপ।'

ঘরের পরিবেশের সংগে মানিয়ে গেছেন লর্ড। ঘরটা লাইব্রেরি, মিউজিয়াম আর আলমারির মিশ্রণ। কাচের পাল্লাওয়ালা প্রতিটি বুককেসের ওপরের দেয়ালে বসানো কোনো না কোনো ভয়ংকর জানোয়ারের মাথা; বিকট হাঁ করে রয়েছে। এক দিকের দেয়ালে লম্বালম্বি গেঁথে রাখা হয়েছে বিশ ফুট লম্বা এক অ্যানাকোণ্ডা সাপের চামড়া। বোঝা যায় সব ক'টা জানোয়ারের এই পরিণতির জন্যে ওই লর্ডই দায়ী। জীবনের বেশ বড় একটা সময় ব্যয় করেছেন ওই জানোয়ারগুলোকে খুন করার জন্যে।

আরেক দিকের দেয়ালে রয়েছে সারি সারি ব্র্যাকেট, সেগুলোতে সাজানো রয়েছে খুনের যন্ত্রপাতিগুলো। নানারকম আগ্নেয়াস্ত্র: শটগান, রাইফেল, পিস্তল, রিভলভার। ভয়ংকর সব জিনিসপত্রের মাঝে এক কোণে যেন জড়োসড়ো হয়ে রয়েছে পুরনো আমলের একটা সাধারণ আয়রন সেফ। তালা-চাবির ব্যাপারে মোটামুটি জ্ঞান আছে, ওরকম একজন ছিঁচকে চোরেরও বড়জোড় পাঁচ মিনিট লাগবে সেফটার তালা খুলতে।

ড্রিংক এলো। একটা গেলাস তুলে কমোডোরের দিকে বাড়িয়ে দিলেন লর্ড। কব্জি আর থাবার আকার দেখে নাসেরের মনে হলো, খুব সম্ভব কিল মেরে যে-কোন ধাড়ি মোষের মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখেন কলিনস।

'আপনাদেরও ডাকতাম না,' আসল কথায় এলেন লর্ড। 'কেন

ডেকেছি জানেন? ওয়েসলি পরামর্শ দিয়েছে। ওকে আমি খুব বিশ্বাস করি, আমার হাতে গোণা কয়েকজন বন্ধুর একজন। আমি পাবলিসিটি পছন্দ করি না। আশা করি, এই চুরির ব্যাপারটা যদ্দূর সম্ভব গোপন রাখবেন। কাগজওলা ব্যাটাদের কানে যেন কিছুতেই না যায়। পাথরগুলো শুধু ফেরত চাই আমি, চোরটাকে আমার দরকার নেই। তাকে নিয়ে কোনো মাথাব্যথাই নেই আমার। জাহান্নামে যাক সে।'

'কিন্তু ধরা পড়লে তো তাকে কোর্টে নিতেই হবে,' কমোডোর বললেন। 'আমরা ধরে দিতে পারবো, কিন্তু দোষপ্রমাণ করা কোর্টের কাজ। আর কোর্টে গেলে জানাজানি হবেই, পত্রিকাওয়ালারা জানবে।'

'সেটা পরে ভাববো। আগে আমার গল্পটা শুনুন। গোড়া থেকেই শুরু করি,' একটা সোফায় বসে পড়লেন লর্ড।

দুই

'বেশ কিছু গহনা আর পাথর ছিলো আমার কাছে,' বললেন কলিনস। 'পারিবারিক সূত্রে পেয়েছিলাম। আজকের বাজারে ওগুলোর দাম কতো লাখ ঠিক বলতে পারবো না। বরাবর ওই সেফটার থাকতো,' কোণের আলমারিটা দেখালেন তিনি। 'কবে চুরি হয়েছে জানি না। তবে কে চুরি করেছে, জানি।'

'কবে চুরি হয়েছে আন্দাজও করতে পারবেন না?' জিজ্ঞেস করলেন কমোডোর।

'কি ভাবে? ওই সেফ প্রায় খুলিই না আমি। একটা ঘটনা না ঘটলে এখনও জানতাম না।'

'লোকাল পুলিশকে জানানো উচিত ছিলো আপনার।'

'মাথা গরম করি না আমি। তাড়াহুড়ো করে কোনো কাজ করি না। কিছু করার আগে ভালোমতো ভেবে নিই।'

'ইনশিওরেন্স কোম্পানি কিন্তু আপত্তি তুলবে।'

'ইনশিওর করা ছিলো না ওগুলো।'

অবাক হলো নাসের। 'কেন ?'

'কে যায় ঝামেলা করতে ? করাতে গেলেই নানারকম নিয়ম-কানুন, এটা করো ওটা করো···আমার এতো সময় কোথায় ? বেশির ভাগ সময়ই তো বাড়ির বাইরে থাকি।'

'সেফের ভেতরে কিসে ছিলো জিনিসগুলো ?' জানতে চাইলেন কমোডোর। 'বাক্সে ?'

'না। একটা কালো মখমলের কাপড়ে পুঁটুলি বাঁধা। আমার স্ত্রী বেঁচে থাকতেও ওভাবেই রাখতো। কালেভদ্রে এক আধবার খুলে পরতো। আর আমার মেয়ে পরেইনি কখনও।'

'সেফে ছিলো জানতো আপনার মেয়ে ?' জিজ্ঞেস করলো নাসের।

'হ্যাঁ। আমিই একদিন দেখিয়েছিলাম।'

'আপনি বললেন, কে নিয়েছে জানেন ?'

'জানি। তবে প্রমাণ নেই।'

'কে ?'

'আমার এক কর্মচারী। জন বারনার। বছরখানেক আগে আমার পুরনো কর্মচারী হ্যারি বুড়ো হয়ে মারা যায়। আরেকজন লোক দরকার পড়লো। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলাম। কয়েকজনই এলো। বারনারকে পছন্দ হয়ে গেল আমার। নিয়ে নিলাম।'

'রেফারেন্স এনেছিলো নিশ্চয় ? কোথায় কোথায় কাজ করেছে, যোগ্যতা···'

টেবিল থেকে পিনে গাঁথা কয়েকটা কাগজ তুলে দেখালেন কলিনস। 'এই যে, এগুলো। সব জাল। প্রত্যেকটা নকল।'

'কখন জানলেন ?'

'দু'দিন আগে।'

'চাকরি দেয়ার আগে চেক করেননি কেন ?'

'তখন কি আর জানি নাকি চুরি করবে ? তবু, দোষটা আমারই। খোঁজখবর নিয়েই চাকরি দেয়া উচিত ছিলো।

'হ্যাঁ, ভুলই করেছেন,' বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন কমোডোর। 'তো, তিন দিন আগে কি করে জানলেন যে জিনিসগুলো সেফে নেই ?'

'সেটা আরেক কাকতালীয় ঘটনা। গত হপ্তায় লণ্ডনে গিয়েছিলাম কিছু বাজার-সদাই করতে। বণ্ড স্ট্রীটের এক জুয়েলারির দোকানের শো-কেসে দেখলাম একটা আঙটি। মস্ত এক চুনিকে ঘিরে হীরা বসানো। খুব চেনা লাগলো জিনিসটা।'

'দোকানদারকে জিজ্ঞেস করেছেন কোথায় পেয়েছে ?'

'না। শিওর ছিলাম না, যদি আমার না হয় ? তখনও জানি না যে চুরি গেছে। বাড়ি ফিরে সেফ খুলে দেখি শুধু আঙটিই নয়, সবই গেছে।'

'তারপর কি করলেন ?'

'ভাবতে বসলাম।'

'ওই দোকানে আর যাননি, জিজ্ঞেস করতে ?'

'না। গিয়ে কি করবো ? প্রমাণ তো করতে পারবো না আঙটিটা আমার।'

'বারনার চুরি করেছে, কি করে বুঝলেন ?'

'সে তখন নেই। চলে গেছে।'

'কোথায় ?'

'কিচ্ছু জানি না। মাসখানেক আগে ওর সংগে রাগারাগি করে-ছিলাম, কথা কাটাকাটি হয়েছিলো। তখনই চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। বোধহয় তখনই নিয়ে গেছে জিনিসগুলো।'

'কি জন্যে রাগ করলেন ?'

দ্বিধা করলেন লর্ড। 'ব্যাপারটা···কি বলবো···এ-কারণেই পুলিশ-কে জানাতে পারিনি, চাই না খবরের কাগজে উঠুক। কেলেঙ্কারী করে বসেছে আমার মেয়ে।'

'আরেকটু খুলে বলবেন ?'

'বারনারের সংগে গোপনে দেখা করতো নিনা, মানে আমার মেয়ে। টের পেয়ে চোখ রাখতে লাগলাম ওদের ওপর। সিঁড়িতে ফিসফিস করে কথা বলতো। একদিন পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ঝোপের ভেতরে গিয়ে ঢুকলো নিনা। পিছু নিলাম। গিয়ে দেখি বারনারেব সংগে কথা বলছে। বাড়ির চাকরের সাথে মালিকের মেয়ের বিয়ে হয় না, তা নয়, তবে শেষ পর্যন্ত টেকে না ওসব বিয়ে। তাছাড়া নিনার বিয়ের বয়েসই হয়নি, মাত্র সতেরো।'

'বারনারকে জিজ্ঞেস করেছেন কিছু ?'

'করেছি। সে বলেছে, আমি যা ভাবছি তা নাকি নয়।'

'আপনার মেয়ে কি খুব বেশি বাইরে-টাইরে যেতো ?' জিজ্ঞেস করলো নাসের।

'খুবই কম। কেন ?'

'না, ভাবছি বাড়িতে বসে থাকলে একা একা লাগে। হয়তো কথা বলার সঙ্গী বানিয়েছিলো বারনারকে।'

'শুধু সে-রকম কিছু হলে ভাবতাম না। কথা বলতে বলতেই অনেক দূর গড়িয়ে যায়।'

'কাজেই লোকটাকে তাড়িয়েছেন?'

'না। ওকে শুধু মনে করিয়ে দিয়েছিলাম, সে বাড়ির কাজের লোক। অনেক কিছুই তাকে মানায় না।'

'তারপর?'

'তারপর আর বোধহয় নিনার সংগে কথা বলেনি। একদিন সকালে উঠে দেখি চলে গেছে।'

'সেফে কি ছিলো জানতো?'

'জানার তো কথা নয়। আমি অন্তত বলিনি। ওর সামনে সেফ-টা কখনও খুলিওনি।'

'ক'টা চাবি আছে?'

'একটা।'

'কার কাছে থাকে?'

'ওটাতে,' ম্যানটলপীসের ওপর রাখা ছোট একটা হাতির দাঁতের বাক্স দেখালেন লর্ড।

'এখনও আছে?'

'আছে।'

'বারনার জানতো?'

'তা-ও জানার কথা না। এ-ঘরে প্রায় ঢুকতোই না। এখানে কোনো কাজ ছিলো না তার।'

'আপনার মেয়ে জানে চাবি কোথায় রাখেন?'

চোখের ওপরের 'ঝোপ-জোড়া' কুঁচকে গেল লর্ডের। 'মানে?

কি বলতে চাইছেন ? আমার মেয়ে চুরি করেছে ?'

'নিশ্চয়ই না, স্যার।'

'কেন করবে বলুন ? আমি মারা গেলে ওগুলো তো তারই হতো। নিজের জিনিস নিজে কেউ চুরি করে ? কিংবা অন্যকে দিয়ে চুরি করায় ?'

তা যে করায় না সে-ব্যাপারে কলিনসের সংগে একমত হলো নাসের। 'তাহলে শুধু আপনি আর আপনার মেয়েই জানতেন সেফে কি আছে ?'

'হ্যাঁ। আমার তো তাই বিশ্বাস ছিলো।'

'পেশাদার অন্য কোনো চোরের পক্ষে কি কোনোভাবে জানা সম্ভব ছিলো ?'

'জানলেও পাঁচ বছরের মধ্যে নয়। বছর পাঁচেক আগে একবার পরেছিলো আমার স্ত্রী। তারপর তো সে মারাই গেল।'

'হুঁ,' আনমনে বললো নাসের। মুখ তুললো। 'স্যার, শুনলাম, প্লেনে করে নাকি পালিয়েছে চোর ?'

'সন্দেহ করছি। বারনার পাইলট ছিলো তো

ওপরে উঠে গেল নাসেরের ভুরু। 'তাই নাকি ? ইনটারেসটিং ! এখানে থাকার সময়ও কি ফ্লাই করেছে ?'

'মনে হয় করেছে, ঠিক বলতে পারবো না। চাকরি দেয়ার আগে যখন ইন্টারভিউ নিচ্ছিলাম, তখন বলেছে এভিয়েশন তার হবি। চাকরিতে ঢোকার দু'চার দিন পরেই গিয়ে রোজার ফ্লাইং ক্লাবে যোগ দিয়েছিলো। ওটা একটা ফ্লাইং স্কুল, এখান থেকে বার মাইল মতো হবে। মোটর সাইকেল নিয়ে চলে যেতো ওখানে, ওর সাপ্তা-

ঠিক ছুটির দিনে। আমার খানসামা হেনরি বলেছে, বারনারের ঘরে যতো বই আছে সব এভিয়েশন, নেভিগেশন আর আদিবাসী মানুষের ওপর লেখা। মনে হয় বইগুলো এখনও ওর ঘরেই আছে। নিয়ে যাওয়ার দরকার মনে করেনি।'

'সময় করতে পারলে দেখবো। হয়তো কোনো সূত্র বেরিয়েও যেতে পারে।'

'যখন খুশি দেখতে পারেন। ব্যবস্থা করে দেবো। আর কিছু জানতে চান?'

'বারনারের চেহারার বর্ণনা।'

'ছবিই দেখাতে পারি ওর।' টেবিলের ড্রয়ার খুলে চার বাই তিন ইঞ্চি একটা ছবি বের করে দিলেন লর্ড।

অদক্ষ ফটোগ্রাফারের তোলা ছবি। দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল নাসেরের। লম্বা, ছিপছিপে, সুদর্শন এক তরুণের ছবি। পরনে বুশ শার্ট আর শর্টস। হাতের রাইফেলের বাঁট ঠেকে রয়েছে বালিতে। পায়ের কাছে লম্বা হয়ে পড়ে আছে একটা মরা চিতাবাঘ। লোকটার পাশে দাঁড়ানো আরেকজন মানুষ, বেঁটে, ঢোলের মতো ফোলা পেটটা দেহের সংগে বড় বেশি বেমানান, পরনে নেংটিও নেই, ছেঁড়া একটুকরো কাপড় দিয়ে কোনোমতে লজ্জা ঢেকেছে শুধু।

'এই তাহলে জন বারনার,' তরুণের ছবির ওপর আঙুল রেখে বিড়বিড় করলো নাসের

'নিঃসন্দেহে,' জবাব দিলেন কলিনস।

'ছবিটা ইদানীংয়ের?'

'দু'তিন বছর আগের।'

'চিতাবাঘটাকে মারার পরে তোলা।'

'দেখে তো তাই মনে হয়।'

'এরকম একজন লোক চাকরের চাকরি নিতে এসেছিলো!'

'আমারও অবাক লেগেছে।'

'এটা যখন দেখালো আপনাকে, কিছু জিজ্ঞেস করেননি?'

'সে আমাকে দেখায়নি। ও চলে যাওয়ার পর পেয়েছি। আমার মেয়ের একটা বইয়ের ভেতর। বইটা তুললাম, ভেতর থেকে পড়লো ছবিটা। কোন্ পর্যন্ত পড়েছে, ছবিটা দিয়ে তার চিহ্ন রেখেছিলো হয়তো।'

'তারপর আপনি এনে রেখে দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'মেয়েকে বলেননি?'

'না।'

'কেন?'

'আমি চাই, ও-ই এসে আমাকে জিজ্ঞেস করুক ছবিটা দেখেছি কিনা। তাহলে তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করার সুযোগ পাবো। কিন্তু নিনাও ওটার কথা তোলেনি, আমিও কিছু বলিনি।'

'ছবিটা নিশ্চয় বারনার আপনার মেয়েকে দিয়েছিলো?'

'বোধহয়। তো, ছবি দেখে কি মনে হচ্ছে?'

'চাকরের চাকরি যে কেন নিলো বারনার, সেটাই অবাক লাগছে। দুনিয়ার অনেক দুর্গম এলাকায় ঘুরেছি আমি, স্যার, ছোটবেলায় বাবার সংগে। বড় হয়ে একা একাও অনেক জায়গায় গেছি। ছবি দেখে আমার যা মনে হচ্ছে, এটা তোলা হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার

দুর্গম কোনো জায়গায়। সম্ভবত কালাহারি মরুভূমিতে।'

'কি করে বুঝলেন?'

'সংগের লোকটা একজন বুশম্যান। কালাহারি ছাড়া আর কোথাও দেখা যায়না ওদের।'

'গিয়েছিলেন নাকি ওখানেও?'

'হ্যাঁ। বহুদিন আগে, একবার।'

'ঠিকই ধরেছেন আপনি, মিস্টার নাসের। কালাহারিতেই তোলা হয়েছে ছবিটা। শুধু বুশম্যানই নয়, আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন? চিতাটার গায়ের ফুটকি। ওরকম দাগ শুধু কালাহারির চিতাবাঘেরই থাকে।'

'ওখানে তৃতীয় আরেকজন ছিলো তখন, যে ছবিটা তুলেছে। আচ্ছা, বারনার কি কখনও বলেছে আপনাকে, সে আফ্রিকায় গিয়েছিলো?'

'না।'

ছবিটা কমোডোরের দিকে বাড়িয়ে দিলো নাসের। 'এর সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে হবে।'

'দেখুন, আগেই বলেছি,' বললেন কলিনস, 'বারনারের ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই। মানে, চোরটার ব্যাপারে। আমি শুধু আমার অলংকারগুলো ফেরত চাই।'

'চোরাই মালের সংগে চোরের ব্যাপার জড়িত থাকবেই,' শুকনো কণ্ঠে জবাব দিলেন এয়ার কমোডোর। 'চোরকে ধরার চেষ্টা করবো আমরা। তবে কাগজে যাতে আপনার নাম না ওঠে, সেদিকে কড়া নজর রাখা হবে।'

'আপনার মেয়ের সংগে একটু কথা বলতে চাই, স্যার, আপনার আপত্তি না থাকলে,' নাসের বললো। কমোডোরের দিকে তাকিয়ে বললো, 'একা, শুধু আমি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালেন কমোডোর।

লর্ড বললেন, 'নিশ্চয়। আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু লাভ হবে না। আমাকেই কিছু বলেনি নিনা। কিছুই বের করতে পারবেন না ওর মুখ থেকে।'

'কি ঘটেছে নিশ্চয় জানে আপনার মেয়ে।'

'জানে।'

'কথা বলতেও পারে। মুখ ফসকে কোনো তথ্য···হয়তো বারনারের ছবিটার ব্যাপারে ইনটারেস্টেড হয়ে কিছু বলে ফেলতে পারে। বারনারের ব্যাপারে আপনার চেয়ে তার বেশি জানা থাকার কথা।'

'আমি আপনার সাথে একমত। তবে, জানলেও বলবে না, আমার মেয়েকে তো আমি চিনি। সিটিং রুমে পাবেন ওকে, ওখানেই বেশির ভাগ সময় কাটায়।'

'বারনার চলে যাওয়ায় কি মনে কষ্ট পেয়েছে?'

'দেখে মনে হয় না। অবাকই লাগে আমার!'

'কোনো রকম ডিপ্রেশনে ভুগছে না?'

'না।'

'খবর পাঠান তাকে, প্লীজ, আমি কথা বলতে চাই।'

'খবর পাঠালে সোজা না করে দেবে। তার চেয়ে ঢুকে পড়ুন, ভদ্রতার খাতিরেও তখন দু'একটা কথা না বলে পারবে না। আসুন আমার সংগে।'

তিন

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভেজানো দরজায় আলতো টোকা দিলো লর্ড। তারপর পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন নাসেরকে নিয়ে। 'এই যে, নিনা, এখানেই পাবো ভেবেছি। ইনি ইনসপেক্টর আলী নাসের, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে এসেছেন। তোমার সংগে কয়েকটা কথা বলতে চান,' বলেই আর দাঁড়ালেন না লর্ড। বেরিয়ে গিয়ে আবার ভেজিয়ে দিলেন দরজাটা।

ধীরে ধীরে সামনে এগোলো নাসের। সোফায় আধশোয়া হয়ে আছে নিনা কলিনস, হাতে একটা ম্যাগাজিন। বয়েসের তুলনায় শরীর তেমন বাড়েনি, বাবার স্বাস্থ্য পায়নি, পেয়েছে শুধু কালো চুল আর চোখ। সুন্দরী সন্দেহ নেই, তবে তাতে কেমন এক ধরনের রুক্ষতা পরনে টুইডের স্কার্ট আর গলাবন্ধ পুলওভার। বিন্দুমাত্র নড়লো না। চোখে বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে আগন্তুকের দিকে। নাসের কিছু বলার আগেই বলে উঠলো, 'কটু কথা বলে অপমান করতে চাই না আপনাকে, ইনসপেক্টর। তবে অযথা সময় নষ্ট করতে

এসেছেন। আমি আপনাকে কিছুই জানাতে পারবো না।'

'পারবেন না, নাকি জানাবেন না?'

'যা খুশি ভাবুন।'

'মিস নিনা, বাবার ওপর খুব রেগে আছেন মনে হচ্ছে?'

'বাবা আমার ওপর আরও বেশি রেগে আছে।'

'মানে?'

'আমাদের কারও জন্যে কারও কোনো দরদ নেই।·· দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? বসুন।'

'থ্যাংক ইউ। কেন এসেছি, নিশ্চয় বুঝতে পারছেন?'

'পারছি।'

'সিরিয়াস একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। একেবারে চুপ করে তো থাকতে পারেন না আপনার বাবা।'

'করতে বলেছে কে? যা খুশি করুক। আমার কোনো আগ্রহ নেই।'

'কিন্তু জিনিসগুলো তো এক অর্থে আপনারই।'

'ওসব গহনা-টহনা আমার দরকার নেই।'

হাসলো নাসের। 'তারমানে আর দশটা সাধারণ মেয়ের মতো নন আপনি। গহনার পাগল নন।'

'হয়তো বা। আপনার প্রশ্ন শেষ হয়েছে?'

'না। নিশ্চয় জানেন, জন বারনারকে চোর সন্দেহ করছে আপনার বাবা?'

'ও চুরি করেনি।'

'সেটা প্রমাণ করতে সাহায্য করুন আমাকে। নইলে সারাজীবন

চোর অপবাদ রয়ে যাবে তার ঘাড়ে। আমি ওকে দোষারোপ করতে আসিনি, সত্যটা জানতে চাই শুধু।'

'এমন কিছু আছে এই কেসে, ইনসপেক্টর, কল্পনাই করতে পারবেন না আপনি।'

'যেমন?'

'সেটা আমি বলতে যাবো কেন? আপনি তদন্ত করে জেনে নিন।'

'তথ্য গোপন রেখে বাবা এবং বারনার, দু'জনের ওপরই অবিচার করছেন, মিস কলিনস। বারনারকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন আপনি। কেন?'

জবাব নেই।

'একটা কথার জবাব অন্তত দিন। বারনার আর আপনার বন্ধুত্ব কতদুর এগিয়েছিলো?'

'অনেক।'

'প্রেম?'

ঠোঁটের কোণে সরু এক চিলতে হাসি অনেকখানি কোমল করে দিলো নিনার চেহারার রুক্ষতা। 'প্রেম? তা এক অর্থে বলতে পারেন। প্রেম, ভালোবাসা তো কতো রকমেরই হয়, তাই না? এই যেমন প্রেমিকের সংগে প্রেমিকার প্রেম, ভাইয়ের সংগে বোনের প্রেম, বাবার সংগে মেয়ের প্রেম, সবই তো প্রেম। কিন্তু সব প্রেম কি এক? শুধু একটা কথা জেনে রাখুন, বারনারের সংগে আমার বিয়ে কখনোই সম্ভব নয়।'

'ও কি বিবাহিত

'না।'

'আপনার বলার ঢঙে রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।'

'জীবনটাই তো রহস্যময়।'

'বড়দের মতো কথা বলছেন,' আবার হাসলো নাসের।

'বড় কি হচ্ছি না?'

'বারনার এখন কোথায়, জানেন?'

'না।'

'প্লীজ, মিস কলিনস। জানলে দয়া করে বলুন। ঝামেলা অনেক কমবে তাতে। আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন, আপনার জীবন থেকে পুরোপুরি সরে গেছে বারনার?'

'আপনাকে কিছুই বিশ্বাস করতে বলছি না আমি।'

'খুব বন্ধুত্ব ছিলো আপনাদের। ওর অতীত জীবন সম্পর্কে নিশ্চয় কিছু বলেছে?'

'অনেক, অনেক কিছু।'

'আফ্রিকায় যে ছিলো, সেসব কথাও?'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল নিনার। 'আফ্রিকার কথা তো কিছু বলিনি আমি!'

নাসের বুঝলো, জায়গামতোই টোকা দিয়েছে। 'না, আমিই বললাম।'

'কেন, আফ্রিকার কথা বললেন কেন?'

'কারণ, কোথাও না কোথাও সে নিশ্চয় ছিলো আগে, আর সেটা ইংল্যাণ্ডে নয়। চাকরি নিতে আসার সময় যেসব রেফারেন্স নিয়ে এসেছিলো, সব জাল, জানা আছে আপনার।'

'এখন জানলাম।'

'এখানে আসার নিশ্চয় কোনো বিশেষ কারণ ছিলো তার?'

'থাকতে পারে।'

'বোধহয় জানতো লাইব্রেরির সেফের মধ্যে কি আছে?'

'এইবার সত্যি বিরক্তি লাগছে, ইনসপেক্টর। আমি থট-রীডার নই যে লোকের মনের কথা জানবো। আমাকে ফাঁদে ফেলে কথা আদায়ের চেষ্টা করছেন?'

'সরি, মিস কলিনস। বোঝার চেষ্টা করুন, প্লীজ, আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি মাত্র। বুঝলাম, আপনি আমাকে সাহায্য করবেন না। তবে জেনে রাখুন, যেভাবেই হোক সত্যটা আমি খুঁজে বের করবোই। অপরাধ করা আর অপরাধীকে সাহায্য করা, দুটোই সমান অন্যায়। পরে আমাকে দোষ দিতে পারবেন না।'

'দেবো না।'

'গহনাগুলো কি আপনিই সরিয়েছেন?'

'না।'

উঠে দাঁড়ালো নাসের। 'বেশ, যাচ্ছি।' দ্বিধা করলো। 'তাহলে এই আপনার শেষ কথা?'

'কিসের শেষ কথা?'

'বারনারকে বাঁচানোর চেষ্টা করবেন?'

'বন্ধুর সাথে কেউ বেঈমানী করে, ইনসপেক্টর? আপনি করবেন?'

'বেঈমানী করলে যদি বন্ধুর ভালো হয়, তাহলে অবশ্যই করবো, দরজার দিকে রওনা হলো নাসের।

'এখন কি করবেন?' জিজ্ঞেস করলো নিনা।

ঘুরে তাকালো নাসের। 'বারনারকে খুঁজে বের করবো।'

'হয়তো নিরাশ হবেন।'

'কিংবা আপনি অবাক হবেন,' বলে আর দাঁড়ালো না নাসের, বেরিয়ে চলে এলো। লাইব্রেরিতে ফিরলো।

'লাভ কিছু হলো?' জানতে চাইলেন লর্ড।

'একেবারে হয়নি, একথা বলবো না, স্যার।'

'কি কি বললো?'

'প্রায় কিছুই না।'

'শয়তানটার প্রেমে পড়েছে তো?'

'আমার মনে হয় না।'

'তাহলে তার কথা কিছু বলতে চায় না কেন?'

'জানি না। নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। দু'জনের মাঝে হয়তো কোনো ধরনের চুক্তি হয়েছে, কথা দেয়া-টেয়া হয়েছে, যে জন্যে মুখ খুলছে না আপনার মেয়ে। তবে অনেক কিছু জানে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার কথা ভাবছে না তো?'

'কি ভাবছে সেটা আপনার মেয়েই জানে। তবে আমাকে বললো বারনারের সংগে তার বিয়ে নাকি কোনোমতেই সম্ভব নয়।'

'কেন নয়?'

'জানি না। হতে পারে, বারনার বিবাহিত। আপনার মেয়ে অবশ্য স্বীকার করলো না সেকথা।'

'কোথায় গেছে, জানে?'

'বোধহয়।'

'ছবিটার কথা বলেছেন ওকে ?'

'না।'

উঠে পায়চারি শুরু করলেন লর্ড। 'ভাবছি, চুপ হয়ে যাবো নাকি ? খোঁজা বাদ দিয়ে দেবো !'

উঠে গিয়ে কলিনসের মুখোমুখি দাঁড়ালেন কমোডোর। 'সেটা উচিত হবে না। আর করতে পারবেন বলেও মনে হয় না।'

'কেন নয় ?'

'এখন আর ব্যাপারটা শুধু আপনার হাতে নেই, লর্ড। অপরাধের কথাটা পুলিশকে জানিয়ে ফেলেছেন। অ্যাকশন নিতেই হবে এখন আমাদের।'

'আমি কোনো চার্জ না করলেও ?'

'হ্যাঁ।'

'কি অ্যাকশন নেবেন ?'

'তদন্ত চালিয়ে যাবো। আর তাতে অবশ্যই আপনার সহযোগিতা আশা করবো। প্রথমেই জানার চেষ্টা করবো, আপনার কোনো গহনা কারও কাছে বিক্রি হয়েছে কিনা। বারনার হয়তো এদেশ থেকে পালিয়ে গেছে। তাকে খুঁজে বের করাও হয়তো কঠিন হবে। কিন্তু যদি খুঁজে পাই, আর তার কাছে গহনাগুলো থাকে, ওগুলো তো ফেরত আনতে পারবো। আর আপনি তাই তো চান, নাকি ?'

'হ্যাঁ। আমি চাই আমার গহনা। বারনার জাহান্নামে যাক।'

'ধরে নিলাম সে-ই চোর,' পেছন থেকে বললো নাসের। 'অবশ্য না-ও হতে পারে, ধরে নিলাম আরকি। তবে, চোর হোক আর না হোক, ওর সংগে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করবে আপনার মেয়ে।

আপনার চিঠি আসে কিভাবে ?'

'গাঁয়ের পোস্টম্যান ডেলিভারি দিয়ে যায়।'

'কার হাতে ?'

'এসে ঘণ্টা বাজায়। যে খোলে তার হাতে দেয়। আমার চাকরানী, কিংবা খানসামা।'

'মিস কলিনস কখনও খোলে না ?'

'মনে হয় না।'

'আপনি ?'

'না।'

'কিছুদিনের জন্যে আপনি যদি খোলেন, ভালো হয়। সরাসরি যাতে চিঠিগুলো আপনার হাতে পড়ে।'

'নিনার কাছে বারনার চিঠি দেবে ভাবছেন ?'

'দিতেও পারে।'

'হুঁ, আপনার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি,' ধীরে ধীরে বললেন লর্ড। 'খামের ওপর স্ট্যাম্পের ছাপ দেখে...'

'হ্যাঁ। আরেকটা ব্যাপার, বারনার কোথায় আছে আপনার মেয়ের জানা থাকলে সে-ও হয়তো চিঠি লিখে এখানকার খবরাখবর জানানোর চেষ্টা করবে। সাবধান করে দেবে, পুলিশকে জানিয়েছেন আপনি। এর অর্থ বুঝতে পারছেন ? এই চুরির সংগে সরাসরি জড়িয়ে পড়ছে আপনার মেয়ে। আসামী হয়ে যাচ্ছে।'

'নাহ্, কি করবো বুঝতে পারছি না !' হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন লর্ড। 'তার নিজের জিনিস কেন একটা চোরকে চুরি করতে দিলো নিনা ?...বেশ, আমি খেয়াল রাখবো। চিঠি আমিই নেবো

পোস্টম্যানের কাছ থেকে।'

'বলা যায় না, আপনার মেয়েও সেই চেষ্টা করতে পারে। বয়েসের তুলনায় পাকা একটু বেশিই বলতে হবে, কিছু মনে করবেন না। এই ঠিকানায় বারনারকে চিঠি লিখতে বারণ করে দেয়াটাই স্বাভাবিক। তবু, বলা যায় না, সব দিকেই নজর রাখতে হবে।'

'আর কিছু জানার-আছে আমার কাছে?'

'লণ্ডনের দোকানটার নাম কি?'

'হ্যারিসন অ্যাণ্ড হ্যারিসন।'

'ওখানে আঙটিটা দেখেই বাড়ি চলে এলেন, এবং সেফ খুলে দেখলেন জিনিসগুলো নেই?'

'হ্যাঁ।'

'চাবিটা বাক্সেই ছিলো

'ছিলো। নাহলে আমিও সেফ খুলতে পারতাম না।'

'চাবিটা সরানো হয়েছে, এমন কোনো চিহ্ন নিশ্চয় দেখতে পাননি?'

'না।'

'আর কোনো প্রশ্ন নেই। ভালো কথা, ছবিটা নিয়ে যেতে পারি? কপি করেই আবার ফেরত দেবো।'

'নিয়ে যান।'

কমোডোরের দিকে ফিরলো নাসের। 'হয়েছে, স্যার। এবার যাওয়া যায়।'

'লর্ড কলিনস,' কমোডোর বললেন, 'নতুন আর কিছু ঘটলে সংগে সংগে জানাবেন আমাদের।'

'নিশ্চয়। সব সময় আমার সাহায্য পাবেন আপনারা। তবে আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি, খবরের কাগজওয়ালারা···

'ভাববেন না। জানবে না ওরা।'

দু'জনকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন লর্ড।

মেইনরোডে বেরিয়ে এলো পুলিশ কার। পথের ধারে একটা বড় পার্কমতো জায়গায় ওক গাছ কাটছে কয়েকজন লোক।

নাসেরের কৌতূহল লক্ষ্য করে কমোডোর জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার?'

'তেমন কিছু না, স্যার। বোধহয়, টাকার টান পড়েছে লর্ডের। নইলে গাছ বিক্রি শুরু করতেন না তাঁর পজিশনের একজন লোক।'

'হুমম!' একমত হলেন কমোডোর। 'তো, কি বুঝলে?'

'বেশি কিছু না। বাপ-মেয়ের কেউ একজন মিথ্যা বলছে। কিংবা দু'জনেই।'

অবাক হয়ে তাকালেন কমোডোর। 'মেয়ে নাহয় বললো, তার কারণ আছে। বাপ বলতে যাবেন কেন? জিনিসগুলো কি ফেরত চান না?'

'তা চান। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা কেমন ঢেকে রাখতে চাইছেন, দেখলেন না? কেন?'

'বলো।'

'কিছু একটা গোপন করেছেন আমাদের কাছেও। নোঙরা কিছু। জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয়ে।'

'মেয়ের নামে স্ক্যাণ্ডাল হোক, কোনও বাপ চায় সেটা?'

'তা চায় না।'

'তারপর, এখন কোথায় যাবে ?'

'খিদে পেয়েছে, স্যার। কোথাও থেমে লাঞ্চ সেরে নেবো। তার-পর আপনি অফিসে চলে যান, আমি যাবো রোজার ফ্লাইং ক্লাবে। ড্যানির কথা মনে আছে, স্যার, আপনার? ওই যে, আমার বন্ধু···? ও-ই রোজার ক্লাবের মালিক এখন।'

'খোঁজ নিতে যাবে তো ?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'তারপর ?'

'হ্যারিসন অ্যাণ্ড হ্যারিসন কোম্পানিতে যাবো একবার।'

'আঙটিটা বিক্রি করে ফেলেছে কিনা দেখবে তো ? বেশ, যেও। আরও কিছু বিক্রি করেছে কিনা জিজ্ঞেস করো। কি কি চুরি হয়েছে, আমাকে লিস্ট দিয়েছে লর্ড। তুমি যখন ওর মেয়ের সংগে কথা বলতে গিয়েছিলে। আচ্ছা, মেয়েটার সম্পর্কে কি ধারণা হয়েছে তোমার ?'

'বয়েসের তুলনায় বেশি পাকা, এছাড়া ভালোই। বাপের সংগে বনিবনা নেই। লর্ডকে মোটেও ভালো লাগলো না আমার। ওর জন্যে কাজ করতেই ইচ্ছে হচ্ছে না। মরা জানোয়ারের মাথা আর চামড়া দিয়ে সারা বাড়ি ভরে রেখেছে। যেন বোঝাতে চান, আমি খুব ভয়ংকর লোক। দেখেছো কি করেছি !'

'ওসব আমাদের মাথাব্যথা নয়। ওঁর চোরাই মাল বের করে দিতে পারলেই আমরা খালাস।'

'কাজটা এতো সহজ হবে না, স্যার। বারনারকে খুঁজে বের করাই হবে মুশকিল। যদি ইংল্যাণ্ডের বাইরে চলে গিয়ে থাকে কি করে

ফিরিয়ে আনবো ?'

'আগে ওর খোঁজ তো মিলুক, তারপর ভাববো।' গাঁয়ের বাইরে শপ-কাম-পোস্ট-অফিসের সামনে নাসেরকে গাড়ি থামাতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন কমোডোর, 'এখানে কি ?'

'দেরি হবে না, স্যার, আসছি। অফিসটা যে চালায় তার সংগে কথা বলে আসি।'

পাঁচ মিনিট পরেই ফিরে এলো নাসের। মুখে মৃদু হাসি। 'বার-নার আর নিনার মাঝে চিঠি বিনিময় হলে এই পোস্ট অফিসের মাধ্যমেই হবে। বলা তো যায় না, বাপের চেয়ে মেয়ে যদি বেশি চালাক হয়ে থাকে !'

চার

লাঞ্চ করার জন্যে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকলো দু'জনে। ঢুকেই অফিসে ফোন করলো নাসের, কমোডোরের জন্যে একটা গাড়ি পাঠাতে বললো জিমকে।

'পোস্ট অফিসে কি করে এসেছো তুমি, খুলে বলো তো?' জিজ্ঞেস করলেন কমোডোর। টেবিলে মুখোমুখি বসেছেন দু'জনে।

'বিদেশী পোস্ট অফিসের ছাপ মারা কোনো চিঠি ইদানীং নজরে পড়েছে কিনা জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলাম। ওটা সাব পোস্ট অফিস, ইনচার্জ এক মহিলা। লর্ড কিংবা তার মেয়ের কথা কিছু বলিনি তাকে। ম্যানরের কাছাকাছি যেতে সাহস করবে না বারনার, ফোনও করবে না। কারণ, কে রিসিভার তুলবে বলা যায় না। কিন্তু যোগাযোগ করবেই। চিরকালের জন্যে বিদায় জানায়নি ওরা একে অন্যকে।'

'কিভাবে বুঝলে?'

'মেয়েটার ব্যবহারে। এরকম একটা ঘটনার পর অস্থির হয়ে

থাকা উচিত ছিলো, অথচ একেবারে স্বাভাবিক। তারমানে তার জানা আছে বারনার যোগাযোগ করবে।'

'তা ঠিক।'

'কোনো খামে বিদেশী স্ট্যাম্প কিংবা ছাপ দেখেছে পোস্টমিস্ট্রেস?'

'একটা দেখেছে। গ্রামের কোন এক মিসেস মিলার-এর নামে এসেছে। কোন্ দেশী স্ট্যাম্প বলতে পারলো না। খেয়াল করেনি। করার দরকারও মনে করেনি। কতো চিঠিই তো আসে-যায়।'

'খেয়াল রাখার কথা বলে এসেছো?'

'না। বলেছি, আবার ফোন করবো।'

'এসব জানতে চাইছো কেন জিজ্ঞেস করেনি?'

'করেছে। বলেছি, আমি পুলিশ অফিসার। তবে কার ব্যাপারে কি তদন্ত করছি কিছু বলিনি।'

'তাহলে, তোমার বিশ্বাস, বারনার আর নিনা যোগাযোগ করবেই। আর এই সামান্য সূত্রের ওপর ভরসা করেই···

'এছাড়া আর কি করতে পারি? কি করে জানবো বারনার কোথায় আছে?'

খেতে খেতে আলোচনা চললো।

গাড়ি নিয়ে হাজির হলো জিম হল। উনিশ বছরের এক উচ্ছল তরুণ, স্টাফ পাইলট। বিল চুকিয়ে দিয়ে জিমের আনা গাড়িতে করে অফিসে রওনা হয়ে গেলেন কমোডোর।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' জিজ্ঞেস করলো জিম।

'মীলিং অ্যারোড্রোম।'

'ঘটনাটা কি, বস?'

গাড়ি চালাতে চালাতে সহকারীকে সব জানালো নাসের।

'বড় বেশি সহজ লাগছে না?' নাসেরের কথা শেষ হলে মন্তব্য করলো জিম। 'সব কিছুই কেমন যেন সাজানো। মেয়ের সংগে চাকরের প্রেম, চাকরকে ধমকানো, তারপর গহনা নিয়ে পালানো...'

'ঠিকই ধরেছো,' বললো নাসের। 'কোথায় যেন একটা খটকা রয়েছে। বাপ-মেয়ে দু'জনেই কিছু একটা গোপন রাখার চেষ্টা করছে।'

'তারমানে বারনারকে ছাড়া হবে না। তাকে দরকারই?'

'হ্যাঁ।'

'মীলিঙে পাবেন ভাবছেন?'

'না। হয়তো ওর সম্পর্কে কিছু জানতে পারবো। ওখান থেকে প্লেনটেন নিয়ে পালিয়েছে কিনা কে জানে? কলিনস ম্যানরের সবচে কাছের অ্যারোড্রোম ওটাই।

'পালায়নি। তাহলে আমাদের কাছে খবর আসতো।'

'আমিও সেকথা ভেবেছি। তবু, গিয়ে দেখি।'

মোড় নিয়ে আরও খানিকদূর এগোলো সরু পথটা। শেষ মাথায় বিশাল খোলা জায়গা। কয়েকটা বিল্ডিং আছে, আর দুটো হ্যাঙ্গার। একটা টাইগার মথ বিমান মেরামত করছে দু'জন লোক। একজন নিগ্রো, মাঝারি উচ্চতা, মস্ত গোঁফ। গাড়ির আওয়াজে ফিরে তাকালো। নাসেরকে নামতে দেখে চওড়া হাসি ফুটলো মুখে। 'আরি, আমাদের নাসের আলী! পথ ভুল করে নাকি রে?'

'কতোবার না বলেছি আমার নাম আলী নাসের...

'ওই হলো। হঠাৎ উদয় হলি কেন? হারিয়েছিস নাকি কিছু?'

'না। তুই?'

'না, কিছু হারাইনি তো!'

'গুড। এটাই জানতে এসেছিলাম।...ও হ্যাঁ, এ-হলো আমাদের স্টাফ পাইলট, জিম হল। জিম, ও আমার শত্রু, ড্যানি রোজার। হারামীর একশেষ।'

হা হা করে প্রাণখোলা হাসি হাসলো নিগ্রো। 'সময় মতোই এসেছিস, দোস্ত। কাজ করতে করতে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি। চল এক গেলাস না না, তুই তো আবার খাস না। ঠিক আছে, তোর জন্যে কোক। এই মিয়া জিম, তুমিও কি নিরামিষ নাকি?'

'না ভাই,' হেসে মাথা নাড়লো জিম, 'আমি আমিষ।'

'বলে ফেল্ তো এবার, কি জন্যে এসেছিস?' ক্যান্টিনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করলো ড্যানি। 'আমি কি হারিয়েছি, ভেবেছিলি?'

'একটা অ্যারোপ্লেন।'

'না। আছেই মোটে দুটো। একটা হারালেই হার্টফেল করতাম। দিনকাল ভালো না। এতো খাটি, তা-ও টাকা আসে না।'

ক্যান্টিনে ঢুকলো ওরা। কোণের দিকের একটা টেবিলে বসলো। ড্রিংকের অর্ডার দিলো ড্যানি। নাসেরের দিকে ফিরলো, 'চোরটা কে?'

'তোর ক্লাবের একজন মেম্বার। জন বারনার।'

'ছিলো। এখন নেই।'

'কোথায় গেছে?'

'জানি না।'

'কিচ্ছু জানিস না?'

'নাহ্।'

'ওকে উড়তে শিখিয়েছিস নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন শিখেছে?'

'আমার ওস্তাদ হয়ে গেছে। বর্ন পাইলট। একেবারে জাত-বৈমানিক।'

'গেছে কোথায় কিছুই বলতে পারবি না?'

এক মুহূর্ত ভাবলো ড্যানি। 'অনেক দূরে কোথাও। যাওয়ার পর আর কোনো খোঁজ পাইনি।'

ভুরু তুললো নাসের। 'তবে যে বললি প্লেন হারাসনি?'

'না, হারাইনি।'

'তাহলে কি নিয়ে গেল?'

'ওর নিজের প্লেন।'

ভুরু আরও কুঁচকে গেল নাসেরের। 'নিজের!'

'হ্যাঁ। চমকে উঠলি যে?'

'অ্যাঁ! না, ও কিছু না। খুলে বলবি?'

'বলার তেমন কিছু নেই। কিছু দিন আগে একটা নতুন টুইন এঞ্জিনড মারটিন বিমান কিনেছিলাম। ভাড়া দেয়ার জন্যে। দিন কয়েক ওটা ওড়ালো বারনার। পছন্দ হয়ে গেল। তারপর ওটা নিয়ে রওনা হয়ে গেল দূরে কোথাও।'

'সেই কোথাওটা কোথায়?'

'মনে হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়, আমি শিওর না। ও একবার বলেছিলো, হালকা প্লেন নিয়ে কেপ টাউনে পাড়ি জমাতে চায়। কাগজপত্র জোগাড় করতে লাগলো, ওকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম, রাজি হলো না। বললো নিজেই সব করে নিতে পারবে। প্লেনটায় বাড়তি একটা ট্যাংক লাগিয়ে নিলো। তারপর এক সকালে তার মোটর বাইক নিয়ে হাজির। বাইকটা ফেলে রেখে প্লেন নিয়ে চলে গেল। ব্যস, গেল তো গেল, আর কোনো খবর নেই। বাইকটা ফেলে গেছে তো, সে-জন্যে ভাবছি আবার ফিরে আসবে।'

'সাথে মালপত্র কি নিয়েছে?'

'একটা সাধারণ ক্যানভাসের ব্যাগ। প্লেনে করে যাওয়ার সময় লোকে যা নেয়।'

'টাকাটুকা পাবি ওর কাছে?'

'একটা পয়সাও না। যাওয়ার আগে সব বিল চুকিয়ে দিয়ে গেছে। অনেক টাকা আছে মনে হলো।'

'মারটিনটার দাম দিয়েছে নিশ্চয়?'

'নগদ। কড়কড়ে নোট।'

'অবাক হোসনি?'

'কেন?'

ড্যানির প্রশ্নের জবাব দিলো না নাসের। 'প্লেনটার জন্যে কতো দিয়েছে?'

'দশ হাজার। বাড়তি ট্যাংক লাগানো, তেল, সব কিছু সহ। ঘটনাটা কি, বলতো?'

একথারও জবাব দিলো না নাসের 'ও কোথায় থাকতো,

জানিস ?'

'জানবো না কেন ? ভর্তি হওয়ার সময়ই নাম-ঠিকানা দিয়েছে। কাছেই এক লর্ডের বাড়িতে থাকতো, কলিনস ম্যানর।'

'ম্যানরটার ব্যাপারে কিছু জানিস ?'

'নাহ্,' মাথা নাড়লো ড্যানি। 'এতো প্রশ্ন করছিস কেন ? বারনার খারাপ কিছু করেছে ?'

'এখনও শিওর না। শুধু এটুকু বলতে পারি, হঠাৎ করে ম্যানর ছেড়ে চলে গেছে সে। বাড়ির লোকেরা ভাবনায় পড়ে গেছে।'

সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো ড্যানি। 'বাড়ির লোক মানে কি ? ওর গার্ল ফ্রেণ্ডটা তো ? পড়বেই। হয়তো ভাবছে অ্যাক্সিডেন্ট করে কোথাও মরে পড়ে আছে তার প্রেমিক।'

'গার্ল ফ্রেণ্ড ?'

'মোটর বাইকের পেছনে বসিয়ে প্রায়ই একটা মেয়েকে নিয়ে আসতো এখানে।'

'রোগাটে মেয়েটা। বয়েস সতেরো মতো, তাই না ?'

'হ্যাঁ। চিনিস নাকি ?'

'খানিক আগে পরিচয় হলো। মেয়েটাও কি উড়তো ?'

'একবার কি দু'বার প্লেনে তুলে নিয়েছিলো বারনার। কেন, দোষ করেছে ?'

'না, বান্ধবীকে প্লেনে তুলেছে, দোষ আর কি ?' ড্রিংক শেষ, উঠে দাঁড়ালো নাসের। 'যাই, সময় পেলে আবার দেখা করবো। ও, আরেকটা কথা, বারনার তোকে অনুরোধ করেনি, কেউ তদন্ত করতে এলে যেন তার সম্পর্কে কিছু না বলিস ?'

প্রশ্নটায় রীতিমতো অবাক হলো ড্যানি। 'না তো! [illegible] কেন বলবে?'

'ভাবলাম, হয়তো বলে থাকতে পারে। চালাক ছোকরা। পিছু নেয়ার উপায় রাখেনি। ওর কোনো খোঁজ পেলে সংগে সংগে আমাকে জানাবি। ঠিকানা জানিস তো?'

'আরি শালা, ইয়ার্কি মারছিস নাকি? জানাবো। তুই কিন্তু কিছুই বললি না। বারনার কোনো অঘটন ঘটিয়েছে?'

'বললাম না, শিওর না। কিছু করেথাকলে শীঘ্রি জানতে পারবি। চলি। গুড বাই।'

'বারনার প্লেন কিনেছে শুনে খুব চমকে গিয়েছিলেন মনে হলো?' গাড়িতে জিজ্ঞেস করলো জিম।

'যাওয়ার কথাই,' স্টিয়ারিং হুইল ধরে সামনে তাকিয়ে রয়েছে নাসের। 'এটা আশা করিনি। এরকম কিছু ঘটেছে, কল্পনাও করিনি। চাকরি নিয়েছে চাকরের, প্লেন কেনার টাকা পেলো কোথায়?'

চুপ করে রইলো জিম।

'গহনার দোকানে গেলেই বোঝা যাবে,' বিড়বিড় করলো নাসের।

ঘণ্টাখানেক পর বণ্ড স্ট্রীটের সেই গহনার দোকানটার কাছে পৌঁছলো গাড়ি। পার্ক করার জায়গা নেই সামনের দিকে। সে-ভার জিমের ওপর ছেড়ে দিয়ে হ্যারিসন অ্যাণ্ড হ্যারিসন কোম্পানির দোকানের শো-কেসের সামনে এসে দাঁড়ালো নাসের। আগে কখনও দেখেনি, তবু আঙটিটা দেখেই চিনতে পারলো। বড় একটা চুনি পাথরকে ঘিরে বসানো ছোট ছোট চকচকে হীরা। দোকানে ঢুকলো সে।

এগিয়ে এলো সেলসম্যান।

আইডেনটিটি কার্ড বের করে দেখিয়ে বললো নাসের, 'আমি পুলিশের লোক। আপনার মালিক আছেন দোকানে? ম্যানেজার থাকলেও চলবে।'

'মিস্টার হ্যারিসনই আছেন, স্যার। আসুন।'

চমকে গেল হ্যারিসন। 'কোনো গণ্ডগোল হয়েছে, ইনসপেক্টর? বসুন, প্লীজ।'

'থ্যাংক ইউ,' বসতে বসতে বললো নাসের। 'আপনার শো-কেসে একটা আঙটি দেখলাম। পুরনো আমলের। চুনি ঘিরে হীরা...

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন?'

'কোথায় পেলেন ওটা?'

'এক লোক বিক্রি করে দিয়ে গেছে।'

'তাকে চেনেন?'

'না। আগে কখনও দেখিনি।'

'তারপরেও কিনলেন?'

'কিনলাম। ইনসপেক্টর, অনেক দিন ধরে এই ব্যবসা আমাদের। পুরনো মালেই লাভ বেশি। কেন কিনবো না? তবে কেনার আগে খোঁজখবর অবশ্যই করি। জানি তো, ঘাপলা থাকে।'

'এটার ব্যাপারেও করেছেন?'

'করেছি। লোকটাকে বললাম, আঙটি রেখে যেতে। এক হপ্তা পরে এসে দাম নিয়ে যেতে। সে চলে গেল। চুরি যাওয়া গহনার লিস্ট আপনারাই দিয়ে যান আমাদের কাছে। ওরকম লিস্ট কয়েকটা আছে আমার কাছে। সবগুলো মিলিয়ে দেখলাম। কোনো-

টাতে আঙটিটার উল্লেখ নেই। ধরে নিলাম, চোরাই মাল নয়। তারপরেও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ফোন করে আরও শিওর হয়ে নিলাম। ওরা জানালো, ওরকম কোনো আঙটি চুরির রিপোর্ট ওদের ফাইলে নেই।'

'কাকে ফোন করেছিলেন?'

'ইনসপেক্টর হ্যামলিন। এর বেশি আর কিছু করার ছিলো কি আমার?'

'না, আপনি ঠিকই করেছেন। তারপর, সাত দিন পর লোকটা এলো?'

'হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করলাম, কেন বিক্রি করতে চায়। সে জানালো, আঙটিটা তার নয়। এক ভদ্রমহিলার। টাকার টান পড়েছে। লজ্জায় বিক্রি করতে আসতে পারছে না, তাই তাকে দিয়ে পাঠিয়েছে। এরকম ঘটনা হরহামেশাই ঘটে।'

'মহিলার নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন?'

'না। সেটা অভদ্রতা। আর জানাতে চায় না বলেই তো নিজে আসেনি।'

'লোকটার নাম?'

'করেছি। নাম-ঠিকানা লিখে না রেখে কি আর পুরনো মাল কিনবো?'

'কি বললো?'

'ওর নাম জন বারনার। ঠিকানা জানতে চান? তাহলে ফাইলটা আনাতে হবে। ঠিক মনে নেই...'

'কলিনস ম্যানর?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, কলিনস ম্যানর।'

'দাম কতো চাইলো ?'

'চায়নি। আমাকেই বলতে বললো। যা বললাম তাতেই রাজি হয়ে দিয়ে চলে গেল।'

'কতো দিলেন ?'

'পনেরো হাজার পাউণ্ড।'

'নগদ ?'

'না না, এতো টাকা আজকাল দোকানে রাখি না। ছিনতাই-কারীরা কখন ঢুকে পড়ে···চেক দিয়েছি। সেদিনই ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিয়েছে। চেক দেখে ব্যাংকের ম্যানেজার আবার আমাকে ফোন করে শিওর হয়ে নিয়েছিলো।'

'এরপর আর বারনারকে দেখেছেন ?'

'না।'

'আর কিছু বিক্রি করতে আনেনি ?'

'না।'

'আরও আছে তার কাছে, এরকম কোনো আভাস দিয়েছে ?'

'না। বোধহয় ওই একটাই ছিলো।'

'দেখলে চিনতে পারবেন ?'

'নিশ্চয় পারবো।'

পকেট থেকে ছবিটা বের করে ঠেলে দিলো নাসের। 'দেখুন তো, এই লোক কিনা ?'

এক নজর দেখেই বলে উঠলো জুয়েলার, 'হ্যাঁ, এই লোক।'

'শিওর ?'

'শিওর। ইনসপেক্টর, এখন আমার ভয় লাগছে। কোনো গোল-মাল হয়েছে?'

'হয়েছে। আঙটিটা চোরাই মাল।'

ফ্যাকাশে হয়ে গেল হ্যারিসনের চেহারা। 'সর্বনাশ! পনেরো হাজার যাবে আমার! শেষ হয়ে যাবো, মরে যাবো···সত্যি বলছি, ইনসপেক্টর, লোকটাকে দেখে চোর বলে মনেই হয়নি। তার পরেও সব রকম খোঁজখবর করেছি আমি। আমার কোনো দোষ আছে, বলুন?'

'মনে তো হচ্ছে না।'

'আঙটিটা কি নিয়ে যাবেন? তাহলে মরেছি!'

'না, আপাতত আপনার কাছেই থাক। তবে শো-কেস থেকে সরিয়ে ফেলুন। নিরাপদ কোনো জায়গায় ভরে রাখুন। চোরাই জিনিস, বুঝতেই পারছেন।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়!'

'ওটা কেউ কিনতে এসেছিলো?'

'এসেছিলো কয়েকজন। তবে দাম শুনেই চুপ হয়ে গেছে। এক-জন শুধু রাজি হয়েছে, কাল আসবে বলেছে।'

'যা হোক কিছু একটা বলে ফিরিয়ে দেবেন তাকে। বুঝতে পার-ছেন আমার কথা?'

'পারছি। আচ্ছা, একটা কথার জবাব দেবেন? কি করে জান-লেন আঙটিটা আমার কাছে আছে?'

হাসলো নাসের। 'কপাল খারাপ আপনার। আঙটির মালিক বাজার করতে এসেছিলো এদিকে, শো-কেসে দেখে গেছে আঙ-

টিটা। বাড়ি ফিরে গিয়ে আলমারি খুলে দেখে তার আঙটি নেই। খবর দিয়েছে আমাদেরকে। তো, মিস্টার হ্যারিসন, বারনারের কোনো খোঁজ পেলে জানাবেন।'

'তা তো নিশ্চয়ই।'

দোকান থেকে বেরিয়ে এলো নাসের। চিন্তিত। বারনারই কি চোর? নাকি নিনার হয়ে কাজ করেছে? কিন্তু তার আসল নাম বলতে গেল কেন? ফ্লাইং ক্লাবেও সঠিক নাম-ঠিকানা দিয়েছে, জুয়েলারের দোকানেও। ইচ্ছে করলেই তো ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারতো? পেশাদার চোর হলে তা-ই করতো। আচ্ছা, হঠাৎ এতো টাকার দরকার হলো কেন তার? ধরা যাক, প্লেন কেনার জন্যে। কিন্তু প্লেন কিনলো কেন? চোরাই মাল নিয়ে পালানোর জন্যে? গেল কোথায়? একটা ব্যাপারে এখন নিশ্চিত হয়ে গেছে নাসের, এটা সাধারণ কোনো চুরি নয়। এসবের পেছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে। সেই কারণটাই জানতে হবে এখন। তবে তার জন্যে বারনারকে দরকার।

পাঁচ

তিন হপ্তা পেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যে অনেক খোঁজখবর করেছে নাসের। যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে জন বারনার। প্লেনে করেই গিয়েছে সে। পথে পথে তেল নেয়ার জন্যে নেমেছে। ক্যাসাব্লাঙ্কা, ডাকার, ব্র্যাজাভিল। তারমানে দক্ষিণ আফ্রিকাতেই গেছে। ব্র্যাজাভিলের পরে নিখোঁজ হয়েছে মারটিন বিমানটা। আর কোনো খোঁজ নেই। বিমানটার কি হলো, আর বারনারেরই বা কি হলো, কিছুই জানা গেল না।

অফিসে কমোডোরের সংগে কথা হচ্ছে নাসেরের। যা যা জেনেছে, জানিয়ে বললো, 'ব্যস, এইই, স্যার। আর কিছু জানি না।'

'তো এখন কি করতে চাও?' জিজ্ঞেস করলেন কমোডোর।

'করার একটাই আছে। পিছু নেয়া। প্লেনটা খুঁজে বের করা।'

'পারবে?'

'চেষ্টা করতে দোষ কি? একটা বিমান হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না। কোনো না কোনো চিহ্ন পাওয়া যাবেই। ঠিকমতো

খোঁজ করতে পারলে।'

'তা ঠিক। তাহলে যেতেই চাও?'

'আপনি বললে।'

'বেশ, যাও। তোমার কাগজপত্র রেডি করতে বলে দিচ্ছি। একা যেও না, সংগে কাউকে নিয়ে যাও।'

'ও কে, স্যার।'

উঠতে যাচ্ছিলো নাসের, হাত তুললেন কমোডোর। 'ও হ্যাঁ, একটা কথা। লর্ড ফোন করেছিলেন। তোমাকে একবার দেখা করতে অনুরোধ করেছেন। আমাকেই যেতে বলেছিলেন, মানা করে দিয়েছি। আমার জরুরী মিটিং আছে। তুমি পারলে এখুনি চলে যাও।'

'আচ্ছা, স্যার।'

ঘণ্টাখানেক পর। ফারনডেল গাঁয়ের মেইন রোড ধরে ধীর গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে নাসের। পথেই পড়বে পোস্ট অফিসটা। ভাবলো, পোস্টমিস্ট্রেসের সংগে একবার দেখা করেই যাবে। থামলো। মহিলাকে জিজ্ঞেস করলো, কলিনস ম্যানরের নামে বিদেশ থেকে কোনো চিঠি এসেছে কিনা।

মহিলা জানালো, আসেনি। তবে সেদিনই সকালে এয়ার মেইলে একটা চিঠি এসেছে, বিদেশ থেকে, সেই মিসেস মিলারের নামেই।

মহিলাকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এলো নাসের। সোজা চলে এলো কলিনস ম্যানরে।

আবার যে এসেছে সে-জন্যে নাসেরকে ধন্যবাদ দিয়ে শুরু করলেন লর্ড, 'ব্যাপারটা হয়তো কিছুই না। তবু ফোনে বলতে সাহস হলো না। যদি নিনা শুনে ফেলে? তার ঘরেও রিসিভার আছে।

তাই আপনাকে কষ্ট দিতে হলো।'

মাথা ঝাঁকালো শুধু নাসের।

'ইদানীং নিনা এমন কিছু কাজ করছে, যা আগে করতো না,' বললেন লর্ড। 'রোজ সকালে উঠে নিয়মিত হাঁটতে যায়। ঘণ্টা দুয়েক পর ফেরে। নতুন নিয়ম ধরেছে যখন, আমার ধারণা, নিশ্চয় কোনো কারণ আছে।'

'যায় কোথায়?'

'জানি না।'

'পিছু নেননি?'

'না।'

'কাউকে দেখতে পাঠাননি?'

'চাকর-বাকরকে মেয়ের পেছনে পাঠাবো! ভাবতেই পারি না।' দীর্ঘ এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন লর্ড। বললেন, 'বনের ভেতরে, কিংবা অন্য কোথাও বারনারের সংগে দেখা করতে যায় না তো?'

'মনে হয় না। ফারনডেল তো দূরের কথা, বারনার ইংল্যাণ্ডে আছে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। তো, মেয়ে কোথায় যায় কি করে বোঝার কোনো চেষ্টাই করেননি?'

'একেবারে করিনি তা নয়। কাল লুকিয়ে চোখ রাখছিলাম। পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।'

'চুপি চুপি? যাতে কেউ না দেখে?'

'তাই তো মনে হলো। তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এমন-ভাবে, যেন হঠাৎ করেই সামনে পড়ে গেছি। কথার কথা বলছি, এভাবে জিজ্ঞেস করলাম কোথায় যাচ্ছে? বললো, দোকানে। দু'-

একটা জিনিস কিনবে।'

'স্বাভাবিক।'

'আমার কাছে স্বাভাবিক লাগছে না। পারতপক্ষে দোকানে কিছু কিনতে যায় না সে। আর গেলেও গাড়ি নিয়ে যায়, হেঁটে নয়। তাছাড়া কোনো কিছুর দরকার হলে চাকরকে পাঠায়, কিংবা দোকানে ফোন করে দেয়। ওরাই লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেয়।'

'হুঁ!' মাথা ঝাঁকালো নাসের।

'আজও বেরিয়েছিলো।'

'এমনও তো হতে পারে দোকান নয়, পোস্ট অফিসটাই তার আগ্রহের কারণ। চিঠি আনতে যায়।'

'ভেবেছি সে-কথাও। ওখানে যায় না।'

'কি করে জানলেন?'

'পোস্টমিস্ট্রেসকে ফোন করেছিলাম।'

'চিঠি এলে কি আপনি নিজ হাতে নেন এখন?'

'হ্যাঁ। একটা চিঠিও আসেনি নিনার নামে, আপনার যাওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত।'

উঠলো নাসের। 'বলে ভালোই করেছেন, স্যার। খোঁজ নেবো।'

'পিছু নেবেন নাকি?'

'না, আমি না। আমাকে চেনে। অন্য ব্যবস্থা করবো। ও-নিয়ে আপনি ভাববেন না, আমার ওপর ছেড়ে দিন সব।'

ম্যানর থেকে বেরিয়ে এলো নাসের।

কয়েক মিনিট পর। ড্রাইভওয়ে থেকে মোড় নিয়ে গাঁয়ের পথে উঠেই দেখা হয়ে গেল নিনার সংগে। দেখা হলো মানে নাসের

দেখলো, মেয়েটা তাকে দেখতে পায়নি। পুরনো আমলের সুন্দর একটা কটেজের সামনের বাগানের গেট দিয়ে বেরিয়ে হাত নাড়লো মাঝবয়েসী, ধূসর-চুল এক মহিলার দিকে চেয়ে। মহিলা দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটার দরজায়। গাড়ি থামালো না নাসের, গতি কমিয়ে খুব ধীরে এগিয়ে চললো। চোখ রিয়ারভিউ মিররে। নিনাকে দেখছে।

গাড়িটার দিকে একবার চোখ তুলেও তাকালো না নিনা। সোজা ম্যানরের দিকে রওনা হলো।

নিনা চোখের আড়াল হতেই গাড়ি থামালো নাসের। ভাবতে লাগলো, এরপর কি করবে? যাবে নাকি, গিয়ে মহিলার সংগে কথা বলবে? এই সময় একটা ছেলেকে আসতে দেখলো। আট-নয় বছরের একটা ছেলে, একটা টেনিস বলকে লাথি মারতে মারতে নিয়ে এগোচ্ছে। কাছে আসতেই ডাকলো তাকে নাসের, 'এই খোকা, শোনো?'

নিখুঁতভাবে পা দিয়ে বলটা আটকালো ছেলেটা। জানালার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'কি?'

'ওই বাড়িটা কার, জানো?'

'মিসেস মিলার।'

'অনেক দিন ধরে আছে?'

'আমার জন্মের পর থেকেই দেখছি। কেন?'

সরল প্রশ্ন, কিন্তু ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধায় পড়ে গেল নাসের। আমতা আমতা করে বললো, 'না, ইয়ে, মানে ওরকম একটা বাড়ি কেনার কথা ভাবছি। ওটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে।'

'তাহলে ফিরে যান। কিনতে পারবেন না।'

'কেন ?'

'মিসেস মিলার থাকেন বটে, বাড়িটা আসলে লর্ড কলিনসের। তিনি বেচবেন বলে মনে হয় না।' দাঁড়ালো না আর ছেলেটা। বল তুলে নিয়ে শিস দিতে দিতে চলে গেল।

আরও এক মিনিট বসে রইলো নাসের। ভাবলো। আবার রওনা হলো পোস্ট অফিসের দিকে। দোকানে খরিদ্দার আছে। ওরা বেরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করলো সে। তারপর গিয়ে দাঁড়ালো পোস্টমিস্ট্রেসের সামনে। 'সরি, ম্যাডাম, আবার বিরক্ত করতে এলাম। আপনি বলেছেন, মিসেস মিলারের নামে বিদেশ থেকে চিঠি এসেছে।'

'হ্যাঁ।'

'ওই যে, যিনি লর্ডের কটেজে থাকেন, তিনি তো ?'

'হ্যাঁ।'

'স্ট্যাম্পটা কোন দেশী বলতে পারবেন ? কিংবা পোস্ট অফিসের ছাপ ? আজ সকালে যেটা এসেছিলো ?'

'না, ঠিক···স্ট্যাম্পটা ভালোমতো খেয়াল করিনি। পোস্টমার্ক লেপটে গিয়েছিলো। তবে প্রথম চারটে অক্ষর বোধহয় উইণ্ড না কি ছিলো। ডব্লিও আই এন ডি।'

'মাঝে মাঝেই কি বিদেশ থেকে চিঠি পান মিসেস মিলার ?'

'না। আগে তো কখনও পেতো না। ইদানীং পাওয়া শুরু করেছে।'

'নিশ্চয় চেনেন তাকে ?'

'হ্যাঁ। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই কাজ করতো ম্যানরে। কয়েক বছর আগে মারা গেছে মিস্টার মিলার, মালীর কাজ করতো। তার মিসেস ছিলো লর্ডের মেয়ে নিনার নার্সমেইড। মিলার মরে গেছে, তার স্ত্রীও আর কাজ করে না লর্ডের ওখানে। তবু লর্ড কটেজটা ছেড়ে দিয়েছেন মহিলাকে থাকার জন্যে।'

'আচ্ছা, আজ সকালে মিস কলিনস এসেছিলো এখানে?'

'না। কি জানি, এলেও দেখিনি।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। পুলিশকে অনেক সাহায্য করেছেন। আরেকটা কথা, আমি যে এসব প্রশ্ন করেছি আপনাকে, কাউকে বলবেন না। একেবারে চুপ থাকবেন। বুঝেছেন?'

'বুঝেছি।'

'থ্যাংক ইউ এগেন। চলি। গুড মরনিং।'

গাড়িতে এসে উঠলো নাসের। মুখে সন্তুষ্টির মৃদু হাসি। মিসেস মিলারের মাধ্যমেই যোগাযোগ রাখছে বারনার আর নিনা, এটা এখন পরিষ্কার। সেকথা কি গিয়ে এখনি বলবে লর্ডকে? ভাবতে ভাবতেই গাড়ির মুখ ঘোরালো সে। ফিরে চললো ম্যানরে।

ড্রাইভওয়েতে আবার দেখা হয়ে গেল নিনার সংগে। দ্রুত বাড়ির দিকে হাঁটছে মেয়েটা। পাশে এসে গাড়ি থামালো নাসের। 'ঘরে যাচ্ছেন? গাড়িতে উঠুন। আমি আপনাদের বাড়িতেই যাবো।'

থামলো না নিনা। সামনের দিকে চেয়ে হাঁটছে। 'না, লাগবে না। হেঁটেই যেতে পারবো।'

'মত বদলাননি তাহলে?' তার পাশে গাড়ি চালাতে চালাতে বললো নাসের।

'কোন ব্যাপারে ?'

'খুলে বলতে হবে আবার ? পুলিশকে বিশ্বাস করাই ভালো।'

'পুলিশ তাদের নিজেদের চরকায় তেল দিলে সবার জন্যেই ভালো।'

'বেশ, চলুন নিজের খেয়াল-খুশি মতো। পরে বুঝবেন…'

নিনার আগেই ম্যানরের সদর দরজায় পৌঁছলো নাসের। বেল বাজাতে দরজা খুলে দিলো খানসামা। তাকে বললো নাসের, 'লর্ডকে গিয়ে বলো, আমি এসেছি।'

মিনিট খানেক পর ফিরে এসে নাসেরকে লাইব্রেরিতে নিয়ে চললো খানসামা।

ঢুকেই বললো নাসের, 'কোথায় যায় জেনে এলাম, স্যার। বারনারের সংগে দেখা করে না নিনা।'

'এতো তাড়াতাড়ি জেনে ফেললেন! কি করে শিওর হলেন ?'

'বারনার এদেশে নেই।'

'আমাকে কি করতে হবে এখন ?'

'আমার পরামর্শ শুনবেন আপনি, স্যার ? কিছুই করবেন না। তাহলে আমার কাজ অনেকখানি সহজ হবে।'

'নিনা যে হঠাৎ হাঁটায় আগ্রহী হয়েছে, ইগনর করে যাবো ?'

'হ্যাঁ। দেখেও না দেখার ভান করবেন।'

'ও কি করে, জানতে পেরেছেন ?'

'বোধহয়।'

'কি করে ?'

'একেবারে শিওর না হয়ে এ-প্রশ্নের জবাব দেবো না। তবে,

জানতে দেরি হবে না। এটুকু শুধু জেনে রাখুন, ক্ষতিকর কিছু করছে না এখন নিনা। এই সময় আপনি চুপচাপ থাকলে আমার কাজ সহজ হবে।'

'রহস্য করে কথা বলছেন!'

'সরি, স্যার, কিছু মনে করবেন না। আপনার ভালোর জন্যেই করছি। আপনার গহনাগুলো বের করে দেবোই, একথা জোর দিয়ে বলতে পারছি না। তবে ওগুলো কোথায় গেছে হয়তো জানাতে পারবো।'

'বেশ, তাই করুন আগে,' কেমন যেন ভোঁতা শোনালো লর্ডের কণ্ঠ।

অফিসে ফিরে সোজা গিয়ে কমোডোরের রুমে ঢুকলো নাসের। কোনো রকম ভূমিকা না করে বললো, 'সকালে মেয়ে হাঁটতে বেরোয় দেখে উদ্বিগ্ন হয়েছেন মহামান্য লর্ড। তাঁকে বুঝিয়ে এলাম, এতো চিন্তা করার কিছু নেই।'

'করছে কি মেয়েটা, জেনেছো?'

'চিঠিতে যোগাযোগ রেখেছে বারনারের সংগে। চিঠি আসে গাঁয়ের সেই মহিলা মিসেস মিলারের নামে, নিনার নার্সমেইড ছিলো এক সময়। একথা অবশ্য মেয়ের বাপকে জানাইনি।'

'আর কিছু?'

'হ্যাঁ। চিঠি আসে আফ্রিকা থেকে। পোস্টমিস্ট্রেস ঠিক করে বলতে পারলো না। তবে পোস্টমার্কের চারটে অক্ষরের কথা মনে আছে, খেয়াল করেছে বলেছে। ডব্লিও আই এন ডি। আমার ধারণা, উইণ্ডহোয়াক। যদ্দূর জানি দক্ষিণ আফ্রিকায় ওরকম নাম একটাই

আছে।'

'হ্যাঁ, কালাহারি মরুভূমির ধারে। বেশি কাকতালীয় হয়ে যাচ্ছে না?'

'হয়তো, হয়তো বা না। আমি ওই লাইনে চিন্তা করছি না।'

'ওখান থেকেই তদন্ত শুরু করতে চাইছো তো?'

'সেরকমই ইচ্ছে। আপনি কি বলেন, স্যার?'

'যাও, গিয়ে দেখো। মিস্টার থারগ্রুডের আদেশ যখন, যেতে তো হবেই। সাধারণ কয়েকটা গহনার জন্যে প্লেন নিয়ে একেবারে আফ্রিকায়...,' ক্ষোভ ঢাকতে পারলেন না কমোডোর। 'যাও। একা যেও না। কাউকে সংগে নিও।'

'জিমকেই নিই। ওর হাতে এখন তেমন কাজ নেই। তাছাড়া যাওয়ার জন্যে আগ্রহও দেখাচ্ছে।'

'তোমার ইচ্ছে। সব দায়িত্ব যখন তোমার।'

'একটা ব্যাপার, স্যার। বারনারকে খুঁজে পেলে কি করবো? জোর করে ধরে আনা তো সম্ভব না।'

কথাটা ভেবে দেখলেন কমোডোর। 'না, সেটা বোধহয় উচিতও হবে না। দেখো, কি করতে পারো। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবে। লর্ডের বাকি জুয়েলারিগুলো কি করেছে, জেনে নেবে। পারলে ওগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করবে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ওখানকার পুলিশের সাহায্য চাইতে পারো। তবে তুমি একা সামলাতে পারলেই ভালো, জটিলতা কমবে। সবই নির্ভর করবে বারনার কি করে তার ওপর। ওখানে গিয়েও বেআইনী কিছু করছে কিনা কে জানে? আগে খুঁজে বের করো ওকে, তারপর দেখা যাবে।'

ছয়

আরও দশ দিন পর। টুইন-এঞ্জিনড এইট-সীটার একটা বিমানে করে উড়ে চলেছে নাসের আর জিম। বারনার যে যে পথে গেছে, সেই পথেই এসেছে ওরা। সে যেখানে যেখানে নেমেছে, ওরাও সেখানে নেমে খোঁজখবর নিয়েছে। এগোচ্ছে সঠিক পথেই।

সামনের মরু অঞ্চল দেখিয়ে নাসের বললো, 'ওই যে, জায়গার চেহারা দেখো। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার এই অঞ্চলটার ভারি বদ-নাম। কতো লোক যে এখানে এসে পানির অভাবে মরেছে!'

'কালাহারি!' বিড়বিড় করলো জিম।

'না, এখনও আসিনি ওখানে। ওটা আরও পুবে। আর ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই উইণ্ডহোয়াকে পৌঁছবো।'

'ওখানে বারনারকে পাবেন আশা করছেন?'

'আল্লাহই জানে কোথায় পাবো! যা বিশাল অঞ্চল, লুকিয়ে থাকলে খুঁজে বের করা মুশকিল। ভরসা একটাই, প্লেন নিয়ে এসে-ছে সে। আর প্লেন চালু রাখার জন্যে তেল দরকার। তেলের জন্যে

এয়ারপোর্টে নামতেই হবে তাকে।'

উইণ্ডহোয়াক এয়ারপোর্টের ওপরে বিশ মিনিট চক্কর দিতে হলো ওদের, তারপর পেলো নামার অনুমতি। ল্যাণ্ড করলো নাসের। মোট চারটে বিমান দেখা গেল। একটা বড়, দক্ষিণ আফ্রিকান এয়ার-ওয়েজের বোইং বিমান। অন্য তিনটে ছোট, তবে ওগুলোর মাঝে একটাও মারটিন নয়।

এয়ারপোর্ট ম্যানেজারের সংগে দেখা করলো নাসের। ওখানে আরও একজনকে বসে থাকতে দেখলো, উইণ্ডহোয়াকের ট্র্যাফিক সুপারিনটেনডেন্ট।

নিজের আর জিমের পরিচয় দিলো নাসের, আইডেনটিটি কার্ড বের করে দেখালো।

লণ্ডন থেকে এতোদূরে ওরা কেন এসেছে জানতে চাইলেন সুপা-রিনটেনডেন্ট।

নাসের বললো, 'একটা লোকের খোঁজ করছি। মারটিন প্লেন নিয়ে এসেছে, একা। ওরকম কোনো প্লেন কিছুদিনের মধ্যে ল্যাণ্ড করেছিলো এখানে?'

'এসেছিলো,' ম্যানেজার জানালো। 'খুব সুন্দর একটা প্লেন, নতুন। টুইন-এঞ্জিনড।'

'এসেছিলো। তার মানে এখন নেই?'

'না,' জবাব দিলেন সুপারিনটেনডেন্ট। 'দিন দুই ছিলো এখানে। তারপর চলে গেছে।'

'কোথায়, বলতে পারবেন?'

'না। তবে মনে হয় কেপ টাউনে।'

'জানার কোনো উপায় আছে ?'

'খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি।'

'তাহলে বড় উপকার হয়। অনেক সময় আর ঝামেলা বাঁচবে আমার।'

'বেশ, এখুনি খোঁজ নিচ্ছি,' উঠে বেরিয়ে গেলেন সুপারিনটেনডেন্ট।

ম্যানেজারের সংগে আলোচনা চালিয়ে গেল নাসের। 'পাইলটের নামটা বলতে পারবেন ?'

'পারবো। জন বারনার।'

'চেনেন ওকে ? মানে আগে থেকেই চিনতেন ?'

'ঠিক চিনি বলতে পারবো না। তবে এ-শহরে দু'একবার দেখেছি। সেটা অনেক দিন আগে, প্রায় বছরখানেক। ইংল্যাণ্ডে কিভাবে যাওয়া যায় সেকথা জানতে এসেছিলো আমার কাছে। তা ব্যাপারটা কি ? কোনো শয়তানী করে এসেছে ?'

'সেটাই জানার চেষ্টা করছি। ধরতে পারলে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবো।'

সুপারিনটেনডেন্ট ফিরে এলেন। 'কেপ টাউনের ওরা কিছু বলতে পারলো না।'

'তার মানে কি যায়নি ওখানে ?' ভুরু কোঁচকালো নাসের।

'তাই তো মনে হচ্ছে। নাম কি লোকটার ?'

'জন বারনার।'

'জন বা···বা !' তুড়ি বাজালেন সুপারিনটেনডেন্ট। 'ড্রেক ডোভারের সংগীটা নয় তো ?'

'ড্রেক ডোভার ?'

'এখানকার লোকে ওকে ক্যাট ম্যান বলে চেনে।'

'ক্যাট ম্যান ? মানে বেড়াল-মানব !' আনমনে বিড়বিড় করলো নাসের। বারনারের ছবিটা বের করে ঠেলে দিলো, 'দেখুন তো এই লোক কিনা ?'

ভালো করে ছবিটা দেখলেন সুপারিনেটেনডেন্ট। 'না, এ-তো আপনার জন বারনার। ডোভার অন্য লোক।'

নাসেরের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন সুপারিনটেনডেন্ট। 'বহু দিন আগে এদেশে এসেছে ড্রেক ডোভার, সেই তখন, কালাহারিতে যখন হীরা খোঁজার ধুম পড়ে গিয়েছিলো। আরও অনেকের সংগে সে-ও খুঁজেছে, পায়নি। তার সঙ্গীরা কেউ মারা গেছে, কেউ চলে গেছে, কিন্তু সে রয়ে গেছে। বেছে নিয়েছে অন্য পেশা। জানোয়ার মেরে তার চামড়া বিক্রি করে। বিশেষ করে চিতাবাঘ। কাজটা এখন বেআইনী। কিন্তু ওকে ঘুমাল কখনও ধরা যায়নি। ভীষণ চালাক। আর শরীরও একখানা, ঝাড়া সাড়ে ছয় ফুট। গালে একটা কাটা দাগ, চিতাবাঘে আঁচড়ে দিয়েছিলো। বয়েস সত্তরের কাছাকাছি, কিন্তু দেখলে তা মনে হয় না। ওর সাথে আপনার এই বারনারের পরিচয় আছে, উইণ্ডহোয়াকে একসংগে দেখা গেছে দু'জনকে। মাঝে মাঝে আসতো, কেনাকাটা করতো, তারপর আবার গায়েব হয়ে যেতো।'

'কালাহারিতে ?'

'আমার তা-ই মনে হয়।'

'তাহলে মরুভূমিতে নিশ্চয় কোনো ঘাঁটি আছে ডোভারের।'

'থাকতে পারে

'কোথায়, অনুমান করতে পারেন ?'

'এতো বড় এলাকা, কোন জায়গার কথা বলি, বলুন ? ইটোশা প্যান-এর কাছাকাছি হতে পারে, কারণ, ওটা একটা গেম রিজার্ভ। জন্তুজানোয়ারের ভিড় বেশি। তবে ডোভারের কথা কিছুই বলা যায় না। আরও অনেক দূরেও থাকতে পারে সে, এমন কোনো জায়গায়, যেখানে চিতাবাঘের ছড়াছড়ি। আমরা জানি না, হয়তো ও জানে। এখনও হীরা খোঁজে কিনা তাই বা কে বলতে পারে ?'

'বারনার তার সংগে কাজ করে ?'

'করে বলিনি। বলেছি, উইণ্ডহোয়াকে একত্রে দেখা গেছে দু'-জনকে। এটা অবশ্য বারনার ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার আগের কথা।'

'ইংল্যাণ্ড থেকে নতুন বিমান নিয়ে আসতে দেখে অবাক হননি ?'

'মিথ্যে বলবো না, হয়েছি। এটাও ভেবেছি, হয়তো সত্যি সত্যি হীরার খনি খুঁজে পেয়েছে ডোভার। ওই পাথরই নিয়ে গিয়ে ইংল্যাণ্ডে বিক্রি করে প্লেন কিনে এনেছে বারনার।'

'তাহলে তাকে ধরলেন না কেন ?'

'কাগজপত্র চেক করেছি, পরিষ্কার। কোন্ দোষে আটক করবো ?'

'হুঁ আচ্ছা, তার অতীত সম্পর্কে কিছু জানেন ?'

'যা যা জানি, সব বলেছি।'

'ও! থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত নিরবতা। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন সুপারিনটেন-ডেন্ট, 'কালাহারিতে খুঁজতে যাবেন নাকি ওকে

'এতোদূর যখন এসেছি, একবার অন্তত না দেখে ফিরে যাই কি

করে ? হ্যাঁ, দেখবো। বারনারকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবোই।'

'খুব কঠিন কাজ। এতোবড় মরুভূমি···

'তবু চেষ্টা করবো।'

'ডোভারের ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকবেন। মানুষ খুন করে বসলেও অবাক হবো না। ওই আইরিশগুলোকে কোনো ব্যাপারেই বিশ্বাস নেই।'

'সাবধানেই থাকবো।'

সাত

অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে। বিমানটাকে পুরো ওভারহলিঙের জন্যে এয়ারপোর্টে রেখে একটা হোটেলে এসে উঠলো নাসের আর জিম।

পরদিন সকালে হোটেল থেকে বেরোনোর মুখে দেখা হয়ে গেল একটা লোকের সংগে। রোদে পোড়া চামড়া, গায়ে গাঢ় নীল জ্যাকেট, পরনে হালকা নীল প্যাণ্ট—দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশের পোশাক। এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনিই নিশ্চয় মিস্টার নাসের ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার সংগে কয়েকটা কথা আছে।'

'বলুন।'

'এখানেই ? চলুন, ভেতরে বসি।'

'আসুন।'

'আপনার কথা শুনলাম কাল,' চেয়ারে হেলান দিয়ে বললো

পুলিশ অফিসার। 'অপরিচিত কেউ এলেই তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর করি আমরা, চোখ রাখি। বুঝতেই পারছেন, দুনিয়ার সব জায়গা থেকেই লোক আসে এখানে, সবাই কোনো না কোনো কারণ দেখায়।...না না, আপনাকে ক্রিমিন্যাল ভাবছি না...

'আমরা এসেছি কি করে জানলেন?'

'মিস্টার ক্রেইগের কাছে।'

'কে?'

'এয়ারপোর্ট ম্যানেজার। নতুন কেউ এলেই থানায় লিস্ট পাঠায়, এটা তার দায়িত্ব। শুনলাম, লণ্ডন থেকে এসেছেন আপনারা, ডিটেকটিভ, ড্রেক ডোভারের ব্যাপারে ইনটারেস্টেড।'

চালাক লোক, বুঝতে পারলো নাসের। সরাসরি না চেয়ে, ঘুরিয়ে বলছে কাগজপত্র দেখানোর কথা।

বের করে দেখালো নাসের আর জিম।

'আসলে,' কার্ড আর কাগজ ফেরত নিতে নিতে বললো নাসের, 'ডোভারের কথা এখানে এসে শুনলাম। আমরা এসেছি জন বারনার নামে একটা লোকের খোঁজে। আপনাদের ট্র্যাফিক সুপারিনটেনডেন্টের মুখে শুনলাম ডোভারের কথা।'

'বারনারকে কেন খুঁজছেন জানতে পারি? ওর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ?'

'সরি, সেটা বলা যাবে না। গোপন সূত্রে আমরা জেনেছি, একটা মারটিন প্লেন নিয়ে সে কালাহারিতে এসেছে। তাকে খুঁজে বের করে জিজ্ঞেস করবো, সে কি করছে।'

'তাকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'জানলে তো এতোক্ষণে ধরেই ফেলতাম। আপনার কি মনে হয়? বেআইনী কিছু করছে?'

'ডোভারের সংগী যখন, করছে তো কিছু নিশ্চয়। আবার নতুন প্লেন কিনে এনেছে। প্লেন থেকে উটপাখি শিকার করা খুব সহজ।'

বিস্ময় চাপতে পারলো না নাসের। 'মানে? উটপাখি শিকারের জন্যে এতোসব করতে যাবে কেন?'

'হীরার জন্যে।'

'হীরা! বুঝলাম না।'

'বছর কয়েক আগে একজন শিকারী কালাহারিতে একটা উটপাখি গুলি করে মেরেছিলো। সে শুনেছে, খাবার হজম করার জন্যে খাবারের সংগে ছোট ছোট পাথরও গিলে ফেলে উটপাখি। সত্যি কিনা জানার জন্যে পাখিটার পেট কাটলো শিকারী। সাধারণ পাথর তো পেলোই, সংগে বেরোলো কিছু দামী পাথর। অনেকগুলো হীরা। ছড়িয়ে পড়লো এই খবর। দলে দলে ছুটে এলো শিকারীরা। পাইকারী হারে উটপাখি মারতে শুরু করলো। অনেক কষ্টে তাদের ঠেকানো হলো। তবে কিছু শিকারী সরে গেল কালাহারির ভেতরে, দূরে। তাদের বিশ্বাস, একমাত্র কালাহারির উটপাখির পেটেই হীরা মিলবে। মার খেয়ে খেয়ে পাখিগুলোও গেল চালাক হয়ে। শিকারী দেখলেই ভাগে। পায়ে হেঁটে গিয়ে এখন ওদের গুলি করা প্রায় অসম্ভব। সে-জন্যেই বলছিলাম, প্লেন থেকে খুব সহজ।'

'আই সী!' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালো নাসের।

'সাথে বন্দুক এনেছেন?' আচমকা প্রশ্নটা যেন ছুঁড়ে দিলো অফিসার।

'শুধু পিস্তল। আত্মরক্ষার খাতিরে।'

'লাইসেন্স আছে?'

'আছে। দেখবেন?'

এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে নাসেরের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো ধড়িবাজ অফিসার। তারপর হাসলো। মাথা নাড়লো। 'না, দরকার নেই।...আচ্ছা, বারনারকে কিভাবে খুঁজে বের করবেন ভাবছেন?'

'ওর প্লেন। খোলা মরুভূমিতে নামলে লুকাতে পারবে না। আকাশ থেকে চোখে পড়বেই।'

'খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার চেয়েও কঠিন। যাকগে, সেটা আপনার ব্যাপার। আরেক কাজ করলেও তো পারেন? ডোভারের জীপ আছে। জিনিসপত্র কিনতে শহরে আসে মাঝে মাঝেই। ও এলে ওর ওপর চোখ রাখুন।'

'কবে আসবে তার কোনো ঠিক আছে? কতোদিন বসে থাকবো? ওর জীপ থাকায় বরং আরেকটা সুবিধে হলো। আকাশ থেকে জীপটাও চোখে পড়বে।'

'বলছি আপনাদের ভালোর জন্যেই। ডোভার ডেঞ্জারাস লোক। তবে তার চেয়ে ডেঞ্জারাস ওর বুশম্যান বন্ধুরা। বন্দুকের গুলি খেলে বাঁচার আশা আছে, বুশম্যানদের তীরে মাখানো বিষের কোনো প্রতিষেধক নেই।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'থ্যাংক ইউ, অফিসার। হু শিয়ার থাকবো আমরা।'

'ডোভার কিংবা বারনারকে ধরতে পারলে, সোজা ধরে নিয়ে

আসবেন থানায়। তারপর যতো রকম সাহায্য লাগে আপনাদের, আমরা করবো।'

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়। আচ্ছা, এখানে পুলিশের প্লেন নেই?'

'দরকার করে না। সড়ক, রেল আর বিমান যোগাযোগ রয়েছে প্রতিটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গার সংগে। ইচ্ছে করলেই চলে যাওয়া যায়। আর মরুভূমিতে গেলে সাধারণত জীপ ব্যবহার করি আমরা।'

'অনেক তথ্য জানা গেল আপনার কাছে। তা পুলিশ হেডকোয়ার্টারে আপনাকে ফোন করতে হলে কি নাম বলবো?'

'জোনস। ডিলার জোনস।'

বিদায় নিয়ে উঠে চলে গেল পুলিশ অফিসার।

বিমান বন্দরে যাওয়ার পথে জিম বললো, 'ব্যাটা ভালো ভালো কথা বলে গেল বটে, আমাদের ওপর থেকে সন্দেহ যায়নি।'

'না যাক। হাজার হোক, পুলিশ। কারও ওপর থেকে আমাদের সন্দেহও কি সহজে যায়?'

আরও আধ ঘণ্টা পর, বিমান নিয়ে আকাশে উড়লো ওরা। রওনা হলো পুব দিকে। শুরুতে কিছু ফসলের খেত, তারপর থেকে শুরু হয়েছে খোলা প্রান্তর। ধীরে ধীরে পেছনে পড়তে লাগলো রাস্তা, রেললাইন, বাড়িঘর। মুছে গেল বসতির চিহ্ন। মাঠে এখন আর ঘাসও নেই। শুধু রুক্ষ, ঊষর মাটি, তারই মাঝে কদাচিৎ কিছু কাঁটাঝোপ।

'এই তাহলে মরুভূমি?' বললো জিম।

'আসল মরুভূমি নয়। সেমি-ডেজার্ট বলা যায় এটাকে। এখা-

নেই এই অবস্থা, সামনে কি আছে বোঝো! ওখানে গিয়ে যদি হঠাৎ এঞ্জিন বিকল হয়ে যায় অবস্থাটা কি দাঁড়াবে?'

পাঁচ হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ছে প্লেন। এই উচ্চতা থেকে চারপাশে অনেক দূর দেখা যায়। আবার এতো বেশি ওপরেও নয়, যে এখান থেকে মাটিতে থাকা প্লেন কিংবা জীপ চেনা যাবে না। মাঝে মাঝে ম্যাপের দিকে তাকাচ্ছে নাসের, ইংল্যাণ্ড থেকে আসার সময়ই এটা নিয়ে এসেছে। ম্যাপ যেমন শূন্য, সামনে আর আশ-পাশের জমিও তেমনি শূন্য। কোথাও কিছু নেই।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত জীবনের কোনো চিহ্ন চোখে পড়লো না। কো-থাও কোনো নড়াচড়া নেই। শুধু খাঁ খাঁ করছে যেন বিষণ্ণ শূন্যতা। মানুষ তো দূরের কথা, অন্য কোনো জানোয়ারও নেই। পুরো অঞ্চলটাই মৃত। জিমের মতে 'কেকের চ্যাপ্টা পেটের মতো খালি'!

প্রথম উটপাখিটাকে দেখে যেন চমকে উঠলো ওরা। তারপর থেকে শুরু হলো পালের পর পাল। বিমানটার দিকে কোনো নজরই দিলো না পাখিগুলো। আরও কিছু দূর এগিয়ে অন্যান্য জানো-য়ার দেখা গেল। রোদে পোড়া কিছু কিছু ঘাস আছে এখানে, আর আছে এক ধরনের কাঁটাগাছ। জেব্রা আর ওয়াইল্ডবীস্টের খাদ্য। ওই দু'জাতের জানোয়ারই রয়েছে ওখানে বেশি, গরু-মোষের পালের মতো চরছে। ওগুলোর মাঝে রয়েছে অ্যানটিলোপ আর জেমসবক হরিণ। বাঘ-সিংহ চোখে পড়লো না। দূরে একবার একটা জানোয়ারকে দেখে নাসের মনে করলো বুঝি সিংহ, কিন্তু কাছে গিয়ে দেখা গেল ওটা হায়েনা। ওটার কিছু দূরে শুকনো কতগুলো হাড় চাটছে একটা শেয়াল।

ওই এলাকায় অনেকক্ষণ ঘোরাফেরা করে অবশেষে হতাশ ভঙ্গি-তে মাথা নাড়লো নাসের। 'নাহ্, একটা চিতাবাঘও দেখলাম না। চিতার চামড়ার ব্যবসা করলে এখানে থাকে না ডোভার। আমার মাথায় ঢুকছে না, এতোগুলো দামী গহনা চুরি করে এই মরুভূমিতে মরতে এসেছে কেন বারনার।'

জবাব দিতে পারলো না জিম।

'যা দেখলাম আজ,' আবার বললো নাসের, 'এর চেয়ে খারাপ জায়গাও আছে। ভালো জায়গাও আছে। সব মিলিয়ে প্রায় পঁচিশ হাজার বর্গমাইল।'

'এতো বড় এলাকায় এভাবে খুঁজে লাভ হবে না,' বললো জিম।

'তাই তো মনে হচ্ছে। জন্তুজানোয়ারেরা পানির কাছাকাছি থাকে। কারণ, পানি ওদের দরকার। আর জানোয়ারের মাংস দর-কার বুশম্যানদের। কাজেই ওরা থাকবে জানোয়ারের কাছাকাছি। আর, ভিন্ন কারণে ডোভারও থাকবে ওদের কাছাকাছি। তাছাড়া, যা দেখলাম, এসব এলাকায় প্লেন কিংবা জীপ লুকানোর জায়গা নেই জীপের চাকার দাগও দেখলাম না। না, এদিকে নেই ওরা।'

ধীরে প্লেনের নাক উত্তরে ঘোরালো নাসের। ফিরে যাবে শহরে। 'প্রায় দুশো মাইল দেখলাম। আজকের জন্যে যথেষ্ট।'

ওপরে খোলা আকাশের দিকে তাকানো যায় না, চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। বাতাস এতো গরম, সাংঘাতিক হালকা হয়ে গেছে। ফলে বাষ্প করছে প্লেন। গোঙাতে গোঙাতে চলেছে যেন একটা আহত জানোয়ার।

এয়ারপোর্টে ফিরে এলো ওরা।

ওখানে ওদের জন্যে একটা খবর রয়েছে। ডিলার জোনসের কাছ থেকে। আশেপাশে যতগুলো এয়ারপোর্ট আছে, সবগুলোতে খোঁজ নিয়েছে সে। উইণ্ডহোয়াক, কীটম্যানশপ, ইউপিংটন, ম্যাফেকিং, মাহালাপাই, জোহ্যান্সবার্গ, সব জায়গায়। কোনোটাতেই বারনারের ল্যাণ্ড করার কোনো রেকর্ড নেই।

'আরও শিওর হলাম,' মেসেজটা পড়ে বিড়বিড় করলো নাসের, 'কালাহারিতেই কোথাও রয়েছে বারনার! মরুভূমির মাঝে!'

আট

পরের তিনটে দিন প্রায় একনাগাড়ে খুঁজলো ওরা। সকালে উঠে বেরোয়, তেল ফুরিয়ে এলে ফেরে। তার পরেও দিনের আলো থাকলে আবার বেরোয়। কিন্তু বারনারের প্লেন কিংবা ডোভারের জীপের কোনো চিহ্নই দেখতে পেলো না।

চারদিনের দিন সকালে বেরোনোর আগে নাসের বললো, 'বোধ-হয় পণ্ডশ্রম করছি আমরা।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' জবাব দিলো জিম। 'এই অঞ্চলে নেই ওরা।'

'তাহলে গেল কোথায়?···এক কাজ করি, চলো। জোনসের সংগে গিয়ে আলাপ করে দেখি নতুন কোনো তথ্য পেয়েছে কিনা।'

পুলিশ স্টেশনে চলে এলো ওরা। জোনসের ডিউটি আছে তখন, পাওয়া গেল ওকে অফিসেই। নিজেদের ব্যর্থতার কথা তাকে জানা-লো নাসের।

ইটোশা প্যানে অনুসন্ধান চালিয়েছে কিনা জানতে চাইলো

জোনস।

নাসের জানালো, ওদিকে যায়নি। ওরা মরুভূমির উত্তর প্রান্ত থেকে শুরু করেছে, এবং উত্তরাঞ্চলেই খুঁজেছে আগের দিন পর্যন্ত।

'আপনার কিমনে হয়,' জিজ্ঞেস করলো নাসের, 'ডোভার ওদিকে আছে?'

'ওর সম্পর্কে শিওর হয়ে কিছুই বলা যায় না।'

'থাকতেও তো পারে। বললেন না সেদিন, ওখানে জন্তুজানোয়ার বেশি।'

'থাকলে ড্যাম হারবারটের সংগে দেখা হয়ে যেতো। কড়া নজর রাখে ড্যাম।'

'লোকটা কে?'

'ইটোশারগেন ওয়ারডেন। কমিশনারও। বিশেষ দরকার না হলে শহরে বড় একটা আসে না। মরু-পাগল কিছু লোক আছে না, ড্যাম তাদের একজন।'

'তাহলে গেল কোথায় বারনার আর ডোভার? আমরা যখন ওদের খোঁজায় ব্যস্ত, ওই সুযোগে পালিয়ে চলে গেছে অন্য কোনো-খানে? হয়তো এই শহরের ভেতর দিয়েই গেছে।'

'অসম্ভব। কড়া নজর রাখছি আমরা।'

'একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে গেছি, মিস্টার জোনস, চিঠি পোস্ট করার জন্যে এখানে আসবেই বারনার। ইংল্যাণ্ডে একটা মেয়ের কাছে পাঠায়। আরও পাঠাবে, যোগাযোগ রাখবে।' নাক চুলকালো নাসের। 'একটা ব্যাপার ভারি অদ্ভুত লাগছে, এভাবে খোলাখুলি এলো কেন বারনার? লুকোছাপার চেষ্টাও করলো না।'

'প্লেন চালাতে তেল দরকার। লুকাবে কিভাবে?'

'ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারতো।'

'কাগজপত্র?'

'জাল করা যায়, ভালো করেই জানেন।'

'তাহলে পাসপোর্ট? পাসপোর্টও জাল করা যায়, তবে সেটা বড় বড় চোরডাকাতদের কাজ। বারনারও কি তেমন কেউ?'

'অসম্ভব কি?' এক মুহূর্ত দ্বিধা করলো নাসের। 'তবে, একথাটা কিন্তু তলিয়ে ভাবিনি। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, ব্রিটিশ পাসপোর্ট নিয়ে এসেছে। আসার আগে লণ্ডনে পাসপোর্ট অফিসে খোঁজ নেয়ার কথা একবারও মনে হয়নি

'অসুবিধে নেই, বসুন, জেনে নিচ্ছি,' ফোনের দিকে হাত বাড়ালো জোনস।

এয়ারপোর্টে ফোন করলো সে। রিসিভার রেখে তাকালো নাসেরের দিকে। 'যা সন্দেহ করেছিলাম। ব্রিটিশ পাসপোর্ট নিয়ে আসেনি। সাউথ আফ্রিকান। তারমানে দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিকত্ব রয়েছে তার।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেছে নাসেরের। বিশ্বাস করতে পারছে না। মাথা নাড়লো অনিশ্চিত ভঙ্গিতে। 'আমি একটা গর্দভ। লণ্ডনে খোঁজ নিলেই···

'ভুল আমরা সবাই করি, মিস্টার নাসের,' ধীরে ধীরে বললো জোনস। 'একটা কথা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এখন, ইচ্ছে করেই আসার চিহ্ন গোপন করেনি বারনার। সে চেয়েছে তাকে অনুসরণ করা হোক।'

'কিন্তু কেন ?' নিজেকেই প্রশ্নটা করলো নাসের।

'সেটা আপনিই ভালো বুঝবেন। ও আপনাকে এখানে টেনে আনতে চেয়েছে, তার বেশি না। আপনিও এসেছেন, সে-ও বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে।'

'ঠিক বলেছেন আপনি, মিস্টার জোনস। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, অনেক সাহায্য করেছেন।' কঠোর হলো নাসেরের চেহারা। 'তবে পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। আমি তাকে খুঁজে বের করবোই!'

'উইশ ইউ গুড লাক।'

পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলো জিম আর নাসের।

'গরু ভাবছে আমাদেরকে জোনস,' বাইরে বেরিয়েই বললো জিম।

'বলদের মতো কাজ করেছি, আর কি ভাববে? শুরু থেকেই সন্দেহ হচ্ছিলো আমার, সব কিছু বড় বেশি সহজ ভাবে ঘটে যাচ্ছে। গুরুত্ব দেইনি···

'কিন্তু এসব কেন করছে বারনার?'

'হয়তো কাউকে বাঁচানোর জন্যে।'

'কাকে?'

'নাম তো একটাই মনে আসছে। মিস নিনা কলিনস।'

'কেন? কেন নিজের বাপের জিনিস, এক অর্থে নিজের জিনিস চুরি করে আরেকজনের হাতে তুলে দেবে?'

'এই প্রশ্নের জবাব জানলে তো আরও অনেক কিছুই জেনে যেতাম।'

সেদিন অবস্থার পরিবর্তন হলো।

ওড়াটা শুরু হলো অন্যান্য দিনের মতোই। উত্তরে এগোলো

ওরা। অনেকখানি এগিয়ে বাঁয়ে ঘুরে লম্বা চক্কর নিয়ে ফিরে আসতে লাগলো এয়ারপোর্টে। প্রথম চোখে পড়লো জিমের। চেঁচিয়ে উঠলো, 'আরি দেখুন দেখুন ! ওটা কি ?'

প্লেন ঘোরালো নাসের। দুর থেকে জিম যা দেখেছে, সেটাকে আরও কাছে থেকে দেখতে চললো। একটা ধ্বংসস্তূপ। বাড়িঘর ছিলো ওখানে একসময়।

'ম্যাপে তো কিছুই দেখছি না।' নাসের বললো। বলতে বলতে আরও নিচে নামালো প্লেন, স্তূপটার একশো ফুট ওপরে নিয়ে এলো। ধীর গতিতে চক্কর মারতে লাগলো জায়গাটার ওপর।

'নেমে দেখবেন নাকি ?'

'এখান থেকেই তো দেখা যাচ্ছে, নেমে আর কি হবে ? প্লেন, জীপ কোনো কিছুর চিহ্নই নেই। ফিরে গিয়ে জোনসকে জিজ্ঞেস করতে হবে জায়গাটার কথা।'

আবার ওপরে উঠিয়ে আনলো প্লেন। মাটির কাছাকাছি গরম বেশি, অনেক বেশি বাষ্প করছিলো বিমান। হাজার ফুট ওপরে উঠে শান্ত হলো অনেক, কমে গেল ঝাঁকুনি। আর ওপরে উঠলো না। নিচে নজর রেখে এগিয়ে চললো সোজাসুজি, ধ্বংসস্তূপ পেছনে ফেলে উইণ্ডহোয়াক এয়ারপোর্টের দিকে। যতো দুর চোখ যায়, জীবনের কোনো চিহ্নই দেখা গেল না।

মিনিট পনেরো পরে, পঞ্চাশ-ষাট মাইল পেরিয়ে এসে আবার চেঁচিয়ে উঠলো জিম। হাত তুলে দেখালো। অনেকখানি জায়গা জুড়ে জন্মে রয়েছে ঝোপঝাড়। জীবজন্তু অনেক আছে। গত কয়েক দিনে এক জায়গায় এত জানোয়ার আর দেখেনি কোনোখানে।

তারমানে, কাছাকাছিই কোথাও রয়েছে পানির উৎস।

'ওটা কি?' হাত তুলে দেখালো জিম। 'দুর্গ না মন্দির?'

কাছাকাছি প্লেন নিয়ে গেল নাসের। প্রায় এক একর জায়গার ওপর তৈরি হয়েছে দালানটা। হু হু বাতাস আর বালির সাগরের মাঝে কেমন যেন নগ্ন, বিষণ্ণ, নির্জন। 'এটাও তো নেই ম্যাপে দাগ দিয়ে রাখো।'

'কিন্তু এখানে এই বাড়ি কারা বানিয়েছিলো? কেন?'

'পুরনো কোনো দুর্গ-টুর্গ হবে। বাবারে বাবা, কতো বড়!'

'কারা বানিয়েছিলো? প্রাচীন মিশরীয়রা?'

'মনে হয় না। মিশরীয়রা এদিকে এসেছে বলে শুনিনি। তাছাড়া বাড়িটা ততো পুরনো লাগছে না। দেখছো না, সিমেন্ট আর কংক্রীটে তৈরি?' আরও নিচে নেমে এসে বাড়িটার ওপরে চক্কর দিতে লাগলো নাসের। 'আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছো? জানোয়ারগুলো এটার কাছে ঘেঁষছে না। মনে হয়, যেন ভয় করে।'

'নামবেন?'

আশপাশের মাটি দেখলো নাসের। 'চেষ্টা করলে ল্যাণ্ড করানো যায়। কিন্তু দেখছি না তো কিছু। নেমে কি হবে? জোনসকে জিজ্ঞেস করবো। নিশ্চয় ওর জানা আছে।'

মিনিট পাঁচেক পর। ঝোপঝাড়ের মাঝে এক জায়গায় জটলা বেঁধে রয়েছে চ্যাপ্টা-মাথা কয়েকটা বড় বড় গাছ। তার ওপর দিয়ে চলেছে বিমান, হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা শব্দ হলো। কি যেন আঘাত করলো বিমানের গায়ে। দ্রুত কন্ট্রোলে চোখ বুলিয়ে নিলো নাসের। দু'পাশের ডানা দেখলো। না, যন্ত্রপাতিতে তো কোনো অসঙ্গতি

নেই ডানাও ঠিক আছে, কোনো গোলমাল হয়েছে বলে মনে হয় না। তাহলে ?

'কি ব্যাপার ?' জিমও সতর্ক হয়ে উঠেছে।

জবাব দিলো না নাসের। আরেকবার চোখ বোলাচ্ছে কণ্ট্রোল প্যানেলের ওপর।

'আওয়াজটা কিসের ?' আবার প্রশ্ন করলো জিম।

'মনে হলো রাইফেল !'

'বুলেট ! আমাদেরকে সই করে গুলি করেছে? কোত্থেকে করেছে ? কেন ?'

'একটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো। করেছে ওই গাছগুলোর আড়াল থেকে। কোথায় লেগেছে গুলি কে জানে ! জলদি ফিরে যেতে হবে। তেলের ট্যাংকে...' কথাটা শেষ করলো না নাসের। গতি বাড়িয়ে দিলো। বিমানের নাক তুলে শাঁ করে উঠে এলো ওপরে।

পথে আর কোনো বিপত্তি ঘটলো না। নিরাপদেই এয়ারপোর্টে ফিরে এলো ওরা। ল্যাণ্ড করেই ককপিট থেকে নেমে এলো নাসের। জিমও নামলো।

গুলির ছিদ্রটা খুঁজে বের করলো নাসের। বাঁয়ের ডানায় গোল ছোট একটা ছিদ্র। গম্ভীর হয়ে বললো সে, 'বুলেটই। ক্ষতি কিছুই হয়নি '

'তারমানে, সত্যি ছিলো কেউ ওখানে।'

'গাছের আড়ালে এমনভাবে লুকিয়েছিলো, যাতে ওপর থেকে দেখা না যায়। আর ব্যাটার নিশানা বড় সাংঘাতিক। উড়ন্ত প্লেন

সই করে একটা গুলি ছুঁড়লো, আর সেটাই লাগিয়ে দিলো।

'তারমানে ইচ্ছে করলে আমাদেরকে খতম করে দিতে পারতো?'

'পারতো। হুঁশিয়ার করে দিলো আমাদের। বুঝিয়ে দিলো, নাক গলাতে গেলে ভালো হবে না।'

'কে? বারনার?'

'হতে পারে। কিংবা তার দোস্ত ডোভার। বুশম্যানেরা নয়, এটা শিওর। ওরা রাইফেল ব্যবহার করে না। চলো, জোনসের সংগে কথা বলে আসি।'

নয়

এবারও অফিসেই পাওয়া গেল জোনসকে।

'আবার এলাম বিরক্ত করতে,' বললো নাসের।

'করুন।'

'কিছু জিনিস দেখে এলাম আজ। কালাহারিতে।'

'কি এমন দেখলেন?'

'প্রথমত, একটা শহর। মানে শহরের ধ্বংসাবশেষ। ম্যাপে ওটা দেখানো থাকলে অবাক হতাম না।'

মৃদু হাসি ফুটলো জোনসের মুখে। 'হুঁ'। আপনারাও তাহলে সেই হারানো নগরী দেখে এসেছেন।'

'হারানো নগরী!' জিম বললো। 'কারা হারালো? কবে?'

'জানা যায়নি। ইয়ে, কফি চলবে?'

মাথা কাত করলো নাসের আর জিম দু'জনেই।

'আফ্রিকায়, হারানো শহর, হারানো গোত্রের অনেক কাহিনী চালু আছে,' বলতে শুরু করলো জোনস। 'আপনারা যেটা দেখে-

ছেন, ওটা আরও কয়েকজনে দেখেছে বলে দাবী করেছে। বছর কয়েক আগে দু'জন দুঃসাহসী প্রসপেক্টর গরুর গাড়িতে করে কালাহারি পারি দেয়ার চেষ্টা করেছিলো। আসলে ওরা গিয়েছিলো হীরা আর সোনার খোঁজে। পারি দেয়ার কথাটা পুরো ফাঁকিবাজি। ওরা রওনা হয়েছিলো বৃষ্টির পরে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি এখানেও হয়, খুবই কম। কিছু কিছু গর্তে পানি জমে ছিলো। ফলে অনেক দূর এগোতে পেরেছিলো ওরা। চলে গিয়েছিলো একটা শুকনো নদীর কিনার পর্যন্ত, সম্ভবত ওটা কোনো মরা নদী। ফিরে এসে জানালো ওই নদীর পাড়ে একটা শহরের ধ্বংসস্তূপ দেখে এসেছে। দেখে নাকি ওদের মনে হয়েছে, অনেক প্রাচীন শহর ওটা, ধ্বংস হয়েছে ভূমিকম্পে। কেউ বিশ্বাস করেনি তাদের কথা।'

'কেন?' প্রশ্ন করলো জিম। 'করলো না কেন? মিথ্যে বলে ওদের কি লাভ?'

'আমি কি জানি। লোকের ইচ্ছে হয়েছে, বিশ্বাস করেনি। দু'জনের একজনের কাছে একটা ক্যামেরা ছিলো। ছবি তুলে এনেছে স্তূপটার। ক্যামেরাটা পুরনো আমলের, গরমও ছিলো ভীষণ, ফলে প্লেট গিয়েছিলো নষ্ট হয়ে। ছবি যা এসেছিলো, দেখে কিছুই বোঝার উপায় ছিলো না। লোকে একনজর দেখেই বলে দিলো: শহর না কচু, আসলে পাথরের স্তূপ।'

'আপনার কি ধারণা?'

'বিশ্বাস হয়, আবার হয়ও না। তবে থাকতে পারে ওরকম স্তূপ। বালি-ঝড়ের ঠিক-ঠিকানা নেই মরুভূমিতে। যখন ঝড় বয়, ঢেকে যায় স্তূপ। ঝড়ের পরে আবার কয়েক দিনের বাতাস উড়িয়ে নিয়ে

যায় বালি, বেরিয়ে পড়ে স্তূপ। এ-জন্যেই কেউ দেখে, কেউ দেখে না। ঝড়ের পর পরই যারা যায়, তারা দেখে না, অনেক দিন পর যারা যায় তারা দেখে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপারটাও বোধহয় সে-কারণেই।'

'পুলিশ না হয়ে আর্কিওলজিস্ট হওয়া উচিত ছিলো আপনার,' হেসে বললো নাসের। 'তো, আমরা যে দেখে এসেছি সেকথা বিশ্বাস করছেন তো?'

'করছি এ-কারণে, আপনারাও আমার মতোই পুলিশ। কিন্তু গেছেন চোর ধরতে, পুরনো শহরের ব্যাপারে আগ্রহ কেন?'

'প্লেন কিংবা জীপ লুকানো থাকতে পারে ওসবের আড়ালে।'

'কোনো চিহ্ন দেখেছেন?'

'না।' কাপের অবশিষ্ট কফিটুকু দুই চুমুকে শেষ করলো নাসের। 'ফেরার পথে আরও একটা জিনিস দেখলাম। একটা বাড়ি।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলালো জোনস, 'এইটাতে কোনো রহস্য নেই। পুরনো দুর্গ। জার্মান দুর্গ। বিশ্বযুদ্ধের আগে, যুদ্ধের সময়, অনেক দুর্গ বানিয়েছে জার্মানরা। মরুভূমিতে মাঝে মাঝেই দেখতে পাবেন ওরকম দুর্গ। ঠিক কোথায় দেখেছেন, বলুন তো?'

ম্যাপ খুলে দেখালো জিম।

'হুঁ, বুঝতে পারছি,' বললো জোনস। 'ফোর্ট শুয়ার্জ। দেখিনি কখনও, এতো দূরে যাইইনি। জার্মানদের বানানো দুর্গগুলো প্রায় সবই একরকম তেমন কিছু দেখার নেই। চারকোণা বাড়ি, ভেতরে কুয়া কেটে পানির ব্যবস্থা। এখন আর কোনো দুর্গেই মানুষ থাকে না, সব পোড়ো।'

'আমার তা মনে হলো না,' শুকনো গলায় বললো নাসের।

'মানে? দেখেছেন নাকি কিছু?'

'দেখিনি, তবে আমাদের দেখেছে। দুর্গের খানিক দূরে গাছের আড়াল থেকে। গুলিও করেছে।'

হাসি মুছে গেল জোনসের মুখ থেকে। 'কি বলছেন?'

'ঠিকই বলছি। গুলির আওয়াজ শুনেছি, প্লেনের গায়ে যে লেগেছে সেটা টের পেয়েছি। তারপর এয়ারপোর্টে ফিরে ছিদ্রটাও দেখেছি।'

গম্ভীর হয়ে গেছে জোনস। 'শ্বেতাঙ্গ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কে?'

'বারনার আর ডোভার ছাড়া আর কেউ আছে?'

'হতে পারে পুব থেকে আসা কোনো শিকারী। কিংবা উত্তরের পর্তুগীজ এলাকা থেকে আসা কেউ।'

'বুশম্যান নয়, এটা শিওর তো?'

'হ্যাঁ। বুশম্যানরা বন্দুক পছন্দ করে না। আদি ও অকৃত্রিম তীর-ধনুকই তাদের প্রিয়। আধুনিক অস্ত্রের ওপর ভরসা করতে পারে না। যা-ই হোক, ওই ফোর্টের কাছে আর না যাওয়াই উচিত।'

'কেন? আমার তো মনে হয় যাওয়াই উচিত। এতো দিন তো খালি খালি ঘুরেছি, এই প্রথম একটা ঘটনা ঘটলো।'

'কি, আবার যেতে চান ওখানে?'

'চাই।'

'দেখুন, যাওয়ার আগে ভালো করে ভেবে দেখবেন। আমাদের প্লেন নেই। যদি কোনো বিপদে পড়ে যান, আমাদের কাছ থেকে

সাহায্য পাওয়ার আশা করবেন না।'

'এর আগেও অনেকবার ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছি আমরা, মিস্টার জোনস। এর চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক কাজ।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো জোনস। 'কখন রওনা হতে চান?'

'কাল।'

'নামবেন ওখানে?'

'নামবো।'

'বেশ। ফিরে না এলে এটুকু অন্তত জানা থাকলো আমার, কোথায় মিলবে আপনাদের লাশ!'

দশ

পরদিন সকাল সকালই আকাশে উড়লো দুই বৈমানিক। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে নাসের। অনেক সময় ব্যয় করে ফেলেছে ছোট্ট একটা কাজের জন্যে। যে-কোনো দিন ডেকে পাঠাতে পারেন এয়ার কমোডোর। কাজ শেষ না করেই ফিরে যেতে হবে তখন। আর এটা নাসেরের স্বভাব-বিরুদ্ধ। কোনো কাজে হাত দিলে সেটা শেষ না করা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই।

সোজা ফোর্ট শুয়ার্জের দিকে চললো ওরা। এই সকাল বেলায়ই ভীষণ কড়া হয়ে উঠেছে রোদ মেঘ-শূন্য নীল আকাশ থেকে নিচের পাথুরে মাটিতে যেন আগুন ঢালছে সূর্য।

বুনো জায়গাটার ওপর চলে এলো বিমান। ঝোপঝাড়ের মাঝে খাটো জাতের গাছই বেশি। আর বড় যা আছে, সব অ্যাকেইশা। অ্যাকেইশার একটা জটলা থেকেই গুলি ছোঁড়া হয়েছিলো আগের দিন। আজ জন্তুজানোয়ার বিশেষ চোখে পড়লো না, সব যেন কোনো মাতর ছোঁয়াযগায়েব হয়ে গেছে ছড়ানো ছিটানো কয়েক-

টা উটপাখি পরিবারকে শুধু দেখা গেল। বিমানের শব্দ শুনেই ভয় পেয়ে দিলো দৌড়।

গাছপালাগুলোর ওপর সাবধানে চক্কর দিতে লাগলো নাসের। নিচে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। রাইফেলের নিশানা হতে চায় না। 'কিছু দেখছো?'

মাথা নাড়লো পাশে বসা জিম। 'কিচ্ছু না। প্লেন বা জীপ থেকে থাকলে ঢেকেঢুকে রাখা হয়েছে। ওপর থেকে চোখে পড়বে না।'

ঘুরে ঘুরে একশো ফুটের মধ্যে বিমান নামিয়ে আনলো নাসের। মস্ত ঝুঁকি নিয়েছে। রাইফেল নিয়ে কেউ অপেক্ষা করে থাকলে সহজেই এখন শেষ করে দিতে পারে তাকে। লোকটার যা নিশানা!

কিন্তু কিছুই ঘটলো না। কিছু নড়লো না।

'এখানে নামবেন?'

'না,' জবাব দিলো নাসের। 'দেখি, সামনে কোথাও। বাড়িটার কাছে। নিশ্চয় বনের ভেতরে বাস করে না বারনার বা ডোভার। থাকলে ওই ফোর্টেই থাকবে।'

বাড়িটার কাছে এসে ঘুরতে লাগলো নাসের। ল্যাণ্ড করার জন্যে সুবিধেমতো জায়গা খুঁজছে খোলা অঞ্চল। কিন্তু শুধু খোলা হলেই চলবে না, প্লেন নামাতে হলে ভূমি সমতল হতে হবে। একধারে গভীর একটা খালমতো দেখা গেল, পানি নেই। হয় মরা নদী, নয়তো শুকনোর সময় বলে এখন পানি নেই ওটাতে। বৃষ্টি এলে ভরে যাবে, তীব্র স্রোত বইবে, দু'পাশের মাটিকে ভিজিয়ে দিয়ে আবার শুকিয়ে যাবে দেখতে দেখতে। ভেজা মাটিতে কিছু উদ্ভিদ জন্মাবে, তারপর ধুঁকতে থাকবে আরেকটা বর্ষা আসার অপেক্ষায়।

বাড়িটা আগের দিনের মতোই নির্জন। জীবনের চিহ্ন নেই। প্লেন কিংবা জীপের চাকার দাগও চোখে পড়লো না। দ্বিধা দেখা দিলো নাসেরের চোখে। অযথাই কষ্ট করছে না তো? ভাবলো অনেক। শেষে ঠিক করলো, এসেই যখন পড়েছে, না দেখে যাবে না। কিছু পেলে পেলো, না পেলে নেই, শিওর তো হওয়া যাবে।

দুর্গের এক ধারে, বাড়িটা থেকে খানিক দূরে সমতল জায়গা রয়েছে, পাথর নেই, বালি বেশি। ল্যাণ্ড করা সম্ভব। সহজেই নামিয়ে ফেললো দক্ষ পাইলট নাসের। এঞ্জিন বন্ধ করলো না, সীটে বসে রইলো চুপচাপ। চোখ ফোর্টের সদর দরজার দিকে। কোনো রকম বিপদ দেখলেই আবার উড়াল দেবে।

এক মিনিট কাটলো। দুই···তিন···না, কেউ বেরোলো না। এঞ্জিন বন্ধ করে দিলো নাসের। জিমকে বললো, 'বসে থাকো। আমি নামছি। না বললে নামবে না।'

লাফ দিয়ে নামলো নাসের। গেটের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে। অপেক্ষা করলো আরও কয়েক মিনিট। তারপর ডাকলো জিমকে, 'নেমে এসো।'

গেটের দিকে এগোলো দু'জনে। কোনো নড়াচড়া নেই, নেই কোনো শব্দ। শুধু হু হু করে বয়ে যাচ্ছে মরুর মাতাল হাওয়া, দুর্গের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে আর ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বিচিত্র আওয়াজ তুলছে। গেটটা এতো চওড়া, ইচ্ছে করলে ট্যাক্সিইং করে ওটার ভেতরে বিমান ঢুকিয়ে নেয়া যায়; নাসেররা যে-রকম বিমানে করে এসেছে, ওই সাইজের বিমান।

শক্ত মাটি, যেন পাথর। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে নাসের, ওরা

যে বিমান নামিয়েছে, চাকার তেমন কোনো দাগ পড়েনি খুব সামান্য। সেটাও দ্রুত মুছে যাচ্ছে, ঢেকে দিচ্ছে বালি। কাজেই জীপ বা প্লেন যদি এখানে নেমেই থাকে, চিহ্ন থাকার কথা নয়।

ভেতরে ঢুকলো ওরা। বিরাট এক চত্বর। প্যারেড গ্রাউণ্ড, এক-কালে প্যারেড করা হতো ওখানে। এখন নিরব। যেন এক মৃত্যু-পুরী

জোনস সত্যিই বলেছে, দেখার কিছু নেই। মূল বাড়িটা, দুর্গের হেডকোয়ার্টার ছিলো যেটা, সেটা শুধু দোতলা। অনেকটা মধ্য-যুগীয় দুর্গের মতো দেখতে। ঢোকার একটি মাত্র দরজা, হাঁ হয়ে খুলে রয়েছে। দুই তলায় দুই সারি জানালা, ওগুলোতে মোটা লোহার গরাদ। নিচ তলায় জানালা থেকে কিছু গরাদ খুলে নেয়া হয়েছে। নিশ্চয় বুশম্যানদের কাজ, অনুমান করলো নাসের। ছুরি আর তীরের ফলা বানানোর জন্যে খুলে নিয়েছে।

প্যারেড গ্রাউণ্ডের এক প্রান্তে সারি সারি ঘর; স্টোর রুম, আস্তা-বল, এসব। একটা ঘরের সামনে বড় একটা লোহার পাত্র পড়ে আছে, পাশে রয়েছে মরচে ধরা পাম্প। পানি তোলার ব্যবস্থা ছিলো ওটা। এখন শুকনো। পাত্রটায় এখন পানির বদলে জমে রয়েছে বালি।

আরেক ধারে আরও কিছু বড় বড় ঘর। কোনো কোনোটার দরজা এতো বড়, সহজেই জীপ ঢোকানো যাবে। তবে প্লেন ঢোকা-নো সম্ভব না, যতো ছোটই হোক।

এক দিকের শেষ মাথায় দেয়ালের গায়ে কালো একটা দাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করলো নাসেরের। 'ওটা কী?'

'আগুন। পোড়ানো হয়েছে কিছু,' বললো জিম। 'চলুন না গিয়ে দেখি।'

পোড়া দাগের পাশে একটা স্তূপ। ইঁট, পাথর, দালানের ভাঙা রাবিশ। বিড়বিড় করলো নাসের, 'স্তূপটা নতুন মনে হচ্ছে!'

কাছে এসে নিশ্চিত হলো ওরা, আগুনই লেগেছিলো। স্তূপের পাশ দিয়ে আধ পাক ঘুরে এসেই চমকে গেল দু'জনে। আগুন কিসে লেগেছিলো বুঝতে পেরে। একটা পোড়া বিমানের ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে। ফ্রেমের সব চেয়ে কঠিন ধাতব অংশগুলো পোড়েনি, এঞ্জিন দুটোও মোটামুটি আস্তই আছে। বাকি সব শেষ। অ্যালুমিনিয়ামের বডি গলে পড়ে রয়েছে মাটিতে।

পরস্পরের দিকে তাকালো ওরা। কারও মুখে কথা নেই।

চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা অবশেষে ফোঁস করে ছাড়লো নাসের। 'কি করে পুড়লো

'বারনারের মারটিন।'

'তাই তো মনে হয়। টুইন এঞ্জিন···যাক, পেলাম শেষে

'এটা আশা করিনি কি করে কি হলো?'

'জানি না,' মাথা নাড়লো নাসের।

'দেয়ালে ধাক্কা লাগিয়েছিলো

জবাব দিলো না নাসের। ভাবছে।

'কিংবা,' আবার বললো জিম, 'এখানে পার্ক করে রেখেছিলো। বের করার সময় লাগিয়েছে ধাক্কা।'

পোড়া বিমানটার কাছে এগিয়ে গেল নাসের। 'লাশটা কই? যদি ধাক্কাই লাগিয়ে থাকে? ···অবশ্য কেউ বের করে নিয়ে গিয়ে

কবর দিয়ে ফেললে···

'ডোভার ?'

'হতে পারে।'

'তাহলে আর এখানে থাকার কোনো মানে হয় না আমাদের,' বললো জিম। 'বারনার মরে গিয়ে থাকলে গহনাগুলোও গেল। আর পাওয়া যাবে না। বাড়ি ফিরে যেতে পারি আমরা।'

'বারনার যে সত্যি মরেছে, তার প্রমাণ কই ? আর অ্যাক্সি-ডেন্টেই যে প্লেনটা পুড়েছে, একথাও শিওর করে বলা যাচ্ছে না।'

'তাহলে কিভাবে পুড়েছে ? আর বারনারই বা কই ?'

'এসো,আরও খুঁজে দেখি। কোনো সূত্র পাওয়া যেতে পারে।'

কাছের ঘরগুলোর দিকে এগোলো নাসের। হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়ালো, একটা দেয়ালের ধারে দালান ভাঙা রাবিশের আয়তাকার আরেকটা স্তূপ দেখে। চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো, কি ওটা ?'

'পুরনো রাবিশের স্তূপ, আর কি ?' বললো জিম।

ভ্রূকুটি করলো নাসের। 'আকারটা দেখেছো ?'

'দেখছি তো।' মাথা নাড়লো জিম, 'কিছু বুঝতে পারছি না। কী ?'

জবাব না দিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলো নাসের।

একটা ঘরের দরজার সামনে এসে ভেতরে উঁকি দিলো। পাল্লা নেই এখন দরজায়, খসে পড়েছে। প্রচুর আলো ঢুকছে ভেতরে খড় রাখার তাক দেখা গেল। বোঝা গেল ওটা আস্তাবল ছিলো। তার পাশের ঘরের দরজায় গিয়ে উঁকি দিলো। ওটাতেও কিছু নেই।

'কি খুঁজছি আমরা ?' জানতে চাইলো জিম।

তৃতীয় আরেকটা দরজার কাছে এসে থামলো নাসের। হাত তুলে দেখালো, 'বোধহয় ওরকম কিছু।'

জিমও দেখলো, দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে একটা গাঁইতি আর একটা বেলচা।

পরের দরজাটার দিকে এগোলো নাসের। কাছে এসে ভেতরে উঁকি দিয়ে থমকে দাঁড়ালো আবার। ধাতুর একটা পাত্রের দিকে তাকিয়ে আছে। 'বুঝতে পারছো কিছু?'

'গাঁইতি দেখলাম, বেলচা দেখলাম। এখন এই প্যান। প্রসপেক-টরদের জিনিস। সোনা আর হীরা ধোয়া হয় ওসব প্যানে, না?'

'হ্যাঁ। আরও কাজ হয়। ভালো করে দেখো।'

'আর তো কিছু বুঝতে পারছি না।

'কিছুই অদ্ভুত লাগছে না?'

'না তো!'

'পানি রয়েছে ওটাতে। এই গরমে [illegible] ার দু'ঘণ্টা লাগবে ওই প্যান থেকে বাষ্প হয়ে পানি উড়ে [illegible]

'তারমানে একটু আগে কেউ [illegible] গেছে!' কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেললো জিম। সাবধানে তাকালো এদিক ওদিক। নাক কুঁচকালো। একটা বোঁটকা গন্ধ নাকে আসছে।

গন্ধটা নাসেরও পেয়েছে।

হঠাৎ ঝনঝন করে উঠলো শেকল। দরজার পাশে ঘরের আবছা অন্ধকার কোণ থেকে শোনা গেল চাপা গর্জন। লাফিয়ে বেরিয়ে এলো জানোয়ারটা।

চিতাবাঘ!

এগারো

কে যে কার আগে দৌড় দিয়েছে বলতে পারবে না। পিস্তল বেরিয়ে এসেছে নাসেরের হাতে। ওরকম একটা জানোয়ারের বিরুদ্ধে এই অস্ত্র কিছুই না। দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ। ফিরে তাকালো। দরজার বাইরে এসে থেমে গেছে বাঘটা। গলায় শেকল বাঁধা, আর এগোতে পারছে না।

মাটিতে পেট ঠেকিয়ে শুয়ে পড়েছে চিতাবাঘ। লাফ দেয়ার ভঙ্গিতে। ঘাড়ের রোম দাঁড়িয়ে গেছে। লেজ দিয়ে বাড়ি মারছে মাটিতে। গলার গভীর থেকে বেরিয়ে আসছে চাপা ঘড়ঘড়। আটকে যাওয়ায় রাগ অনেক বেড়ে গেছে ওটার।

নাসেরের দিকে চেয়ে নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসলো জিম। 'এই রোদ আর গরম মাথা খারাপ করে দিয়েছে!'

'আমারও! সামান্যতেই চমকে উঠছি। মগজ গরম হয়ে গেছে।' চিতাবাঘটার দিকে তাকালো। 'বয়েস হয়নি। বাচ্চা।'

'বাচ্চা হলেও বাঘের বাচ্চা। তেজ দেখেছেন!'

'তা তো দেখছি। কিন্তু কে এনে বাঁধলো? ওই পানি ওটার খাবার জন্যেই রেখে যাওয়া হয়েছে।'

'আর কে? নিশ্চয় ডোভার।'

ঘুরলো দু'জনেই। আবার আয়তাকার স্তূপটার ওপর চোখ পড়লো জিমের। 'ওটা কি, বললেন না কিন্তু? কি আছে ওটার তলায়?'

'তুমি যা ভাবছো, আমিও সে-কথাই ভাবছি।'

'লাশ!...মা-মানে...বারনারের...'

ঘুরিয়ে জবাব দিলো নাসের, 'এদিকে মাত্র দু'জন লোক এসেছে, আন্দাজ করছি আমরা। ডোভার আর বারনার। প্লেনটা বারনারের। কাজেই.... কথাটা শেষ করলো না সে। 'আর ওই প্যানে দেখো পানি রয়েছে। দিয়ে গেছে কেউ। চিতাবাঘের সংগে কার সম্পর্ক বেশি?'

'ডোভার! তা নাহয় বুঝলাম। কিন্তু কবরের ওপর রাবিশ ফেলার কি অর্থ?'

'বোধহয় হায়েনা। বন্ধুর লাশ কবর দিয়েছে ডোভার। হায়েনারা যাতে তুলে নিয়ে যেতে না পারে সে-জন্যেই ওই ব্যবস্থা করেছে।'

'সত্যি তাহলে ভাবছেন ওটার নিচে লাশ আছে?'

'ভাবছি।'

'এখন কি করবেন?'

'দেখবো, আমার অনুমান ঠিক কিনা। গাঁইতি আছে, বেলচাও আছে, খুঁড়তে অসুবিধে হবে না।'

'এতো কষ্টের দরকাটা কি? চুপ করে বসে থাকি। ডোভার এলে

তাকে জিজ্ঞেস করলেই সব জানা যাবে। চিতাবাঘটাকে যখন ফেলে গেছে, ফিরে আসবেই।'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে জিমের দিকে তাকালো নাসের। 'তা-ই ভাবছো, না? প্লেনটা কি করে পুড়েছে জানি আমরা? বারনার যদি মরেই থাকে, কিভাবে মরেছে সেটা জানি? তার সংগে দামী জিনিস ছিলো। ওগুলোর জন্যে খুন হয়ে যাওয়াটা অসম্ভব নয়···

'মানে···মানে, আপনি বলতে চাইছেন···ডোভার···'

'অসম্ভব নয়,' আবার একই কথা বললো নাসের।

'কিন্তু পোড়ার সময় যা গরম হয়েছিলো, পাথর আর অলংকার সবই পুড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা···

'এমনও তো হতে পারে, আগে পাথরগুলো কেড়ে নেয়া হয়েছে। তারপর প্লেনের মধ্যে বারনারকেভরে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। পুড়ে যাওয়ার পর লাশটাবের করে কবর দেয়া হয়েছে।' জিমকে চুপ করে থাকতে দেখে বললো সে, 'একটা কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না আমি, বারনারের মতো দক্ষ পাইলট আর যা-ই করুক, বের করার সময় ধাক্কা লাগিয়ে প্লেনে আগুন লাগাবে না।···চলো, জলদি করা দরকার। বলা যায় না, ফিরেও আসতে পারে ডোভার। আমাদেরকে কবর খুঁড়তে দেখে ফেললে বিপদে পড়ে যাবো।'

আস্তাবলের দিকে হাঁটতে শুরু করলো নাসের।

'বস্!' পেছন থেকে ডাকলো জিম।

ফিরে তাকালো নাসের। 'কি?'

'শুনছেন?' কান পেতে রয়েছে জিম।

নাসেরও শুনতে পেলো। এঞ্জিনের শব্দ। দ্রুত এগিয়ে আসছে, এদিকেই।'

'চলুন, লুকিয়ে পড়ি!'

'না। দাঁড়িয়ে থাকো। এমন ভাব দেখাবে, যেন কিছুই জানি না আমরা।'

মিনিট খানেক পরে গেট দিয়ে চত্বরে ঢুকলো একটা জীপ। দু'-জনের খানিক দূরে থামলো। পুরো আধ মিনিট চুপ করে বসে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলো ড্রাইভার। তার পাশের সীটটা খালি। জীপের পেছনের অর্ধেকটা বালি-রঙের ক্যানভাসের হুড দিয়ে ঢাকা, ভেতরে কি আছে দেখা যায় না।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে নাসের। জিমও। চেয়ে রয়েছে জীপে বসা লোকটার দিকে।

অবশেষে নামলো লোকটা। সাড়ে ছয় ফুট লম্বা বিশালদেহী এক দানব যেন। ডোভার ছাড়া আর কেউ না, ভাবলো নাসের।

ওদের সংগে কোনো কথা না বলে ঘুরে গিয়ে জীপের পেছন থেকে একটা মরা হরিণ টেনে বের করলো ডোভার। ধড়াস করে ফেললো মাটিতে। ড্রাইভিং সীটের পাশের সীটে ফেলে রাখা রাইফেলটা হাতে নিয়ে এগিয়ে এলো। কোমরের বেল্টে ঝুলছে আরেকটা জিনিস, একটা জ্যামবক—গণ্ডারের চামড়ায় তৈরি খাটো এক ধরনের ভয়ঙ্কর চাবুক।

দরজার বাইরে বেড়ালের মতো বসে আছে চিতাবাঘটা। কোমর থেকে চাবুক খুলে ওটার দিকে তুললো শুধু ডোভার। সংগে সংগে লাফিয়ে গিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকলো জানোয়ারটা। বোঝা গেল,

জামবকের স্বাদ জানা আছে তার।

লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে এলো ডোভার। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া, সুন্দর চেহারাটায় খুঁত করে দিয়েছে গালের কাটা দাগ রোদে পোড়া চামড়ার রঙ সেগুন কাঠের মতো। মাথায় হ্যাট নেই, লম্বা কালো চুল এসে পড়েছে কপালের ওপর, হ্যাটের কাজ চালিয়ে নিচ্ছে অনেকখানি। ঘন ভুরুজোড়া নাকের ওপরে মিশে এক হয়ে গেছে। বয়েস অনুমান করা মুশকিল। জোনস বলে না দিলে নাসের ভাবতো, চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। আসলে ওরকমই দেখায়। গলা-খোলা খাকি শার্ট আর ধুলোয় ধূসর প্যান্ট। শার্টের নিচের অংশ গুঁজে দিয়েছে প্যান্টের মধ্যে। কোমরে গুলির বেল্ট। পায়ে পুরনো রোপ-সোল ক্যানভাসের জুতো। 'কে আপনারা?' খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন।

'আমার নাম আলী নাসের।'

নামটা কোনো রেখাপাত করলো না ডোভারের মনে। 'এখানে কি? কথার আইরিশ টান পুরোপুরি মুছে যায়নি এখনও।

হাসলো নাসের। 'আমিও আপনাকে এই প্রশ্নটা করতে পারি।'

'টুরিস্ট মনে হচ্ছে না আপনাদেরকে।'

'আমরা নইও।'

'প্রেসপেক্টরস?'

'না।'

'তাহলে নিশ্চয়ই সারভেয়ার?'

'না, তা-ও না।'

'বেশ, যা খুশি হোন, আরও সাবধানে প্লেন পার্ক করা উচিত

ছিলো আপনাদের। আরেকটু হলেই ধাক্কা লাগিয়ে আমার জীপের সর্বনাশ করেছিলাম।'

'আমিও সেই কথাই বলতে পারি। আপনি আমার প্লেনের সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলেন।'

ভুরু কোঁচকালো ডোভার। 'কি করে জানবো ওখানে প্লেন নামানো হয়েছে?'

'আমিই বা কি করে জানবো জীপ নিয়ে আসবে কেউ? যাকগে, ওসব তর্ক থাক। আপনি কি মিস্টার ডোভার?'

'হলাম। তাতে কি?'

'আপনার সংগেই দেখা করতে এসেছি। সাহায্যের আশায়। আমি একটা লোককে খুঁজছি, নাম জন বারনার। কিছু দিন আগে কালাহারিতে উড়ে এসেছিলো, তারপর থেকে আর কোনো খোঁজ নেই।'

'আমি সাহায্য করতে পারবো ভাবলেন কেন?'

'আমাকে বলা হয়েছে, বারনার আপনার বন্ধু।'

'কে বলেছে?'

'উইণ্ডহোয়াকের পুলিশ।'

'পুলিশকেও মানুষ বিশ্বাস করে নাকি!' মুখ ভেঙচালো ডোভার।

'আমরাও কিন্তু পুলিশ,' হেসে বললো নাসের। 'ইংল্যাণ্ড থেকে এসেছি।'

'আমি কিছু জানি না,' বদলে গেল ডোভারের কণ্ঠস্বর, কাটা কাটা জবাব। 'বারনার কে চিনি না। নিজের কাজ করেই কূল পাই না, অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোর সময় কোথায়?'

'তাই নাকি ? তাহলে পুলিশকে ভুল ইনফরমেশন দেয়া হয়েছে। তো, আপনি আমাকে সাহায্য করবেন না ?'

'না। অন্য কোথাও গিয়ে খুঁজুন।'

'কোথায়, কোনো পরামর্শ ?'

'না।'

'এখানে কি খুব বেশি আসেন আপনি ?'

'এলে ?'

'বারনার এলে আপনার জানার কথা।'

'প্রায়ই আসি। ওই চিতাবাঘটাকে খাওয়াতে। কাউকে দেখিনি।'

'ওটাকে বেঁধে রেখেছেন কেন ?' এই প্রথম মুখ খুললো জিম।

'আমার খুশি।' কি ভাবলো ডোভার। 'ওর মাকে গুলি করে মেরেছি আমি। ইচ্ছে করে মারিনি, আমাকে মারতে এসেছিলো, তাই। বাচ্চাটাকে তো আর মরার জন্যে ফেলে আসতে পারি না। নিয়ে এসেছি।'

'নিশ্চয় চামড়ার জন্যে মা-টাকে মেরেছেন ?'

'কি বললেন ?' কঠোর হলো ডোভারের দৃষ্টি।

'বাদ দিন চিতাবাঘের কথা,' তাড়াতাড়ি হাত নাড়লো নাসের। 'বারনারের কথা বলুন। সে এখানে আসেনি ?'

'এক কথা ক'বার বলবো ?'

'আশ্চর্য

'কী আশ্চর্য ?'

'বারনার এখানে এসেছিলো। অথচ আপনি যে কেন দেখতে পেলেন না

'এতো শিওর হলেন কি করে, বারনার এসেছিলো ?'

'ওই যে ওখানে,' ধসে পড়া ঘরটার দিকে দেখালো নাসের, 'ওর বিমানটা পুড়ে পড়ে আছে।'

'তাই নাকি ? আপনি শিওর ?'

'নাহলে আর বলছি নাকি ?'

'আশ্চর্য ! আমি তো কই, খেয়াল করিনি। নিশ্চয় তাহলে আমি যখন বাইরে ছিলাম তখন ঢুকেছিলো। শিকার করতে বেরোই···না না, অন্য কিছু না, খাবারের জন্যে।'

'আপনি এই মরুভূমিতে একলা কি করেন ?'

'এটা একটা প্রশ্ন হলো নাকি ? ভালো লাগে, তাই থাকি। কতোজনেরই তো কতো কিছু ভাল্লাগে।'

'আর কেউ আসে এখানে ?'

'আমার কাছে আসে না।'

'বারনারের কি হলো বুঝতে পারছি না। প্লেনের ভেতরে ওর লাশ নেই। কেউ সরিয়ে ফেলেছে।'

'সরাতে পারে। তবে আমি নই। এমনও হতে পারে, প্লেন নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর হেঁটে উইণ্ডহোয়াকে রওনা হয়ে গেছে বেচারা বারনার।'

মাথা ঝাঁকালো নাসের। 'তা হতে পারে। তাহলে আপনি কিছুই জানেন না ?'

'না।'

'জিম, এখানে আর কোনো আশা নেই,' বললো নাসের। 'চলো, যাই। উইণ্ডহোয়াকেই ফিরে যাবো।' ডোভারকে ধন্যবাদ দিলো না,

'গুড বাই' জানালো না। গেটের দিকে রওনা হলো সে।

বাইরে বেরিয়ে জিম বললো, 'ব্যাটার কথা বিশ্বাস করেছেন?'

'তুমি করেছো?'

'একটা কথাও না। লোকটা জাত-মিথ্যুক। অনর্গল বলে গেল থেমে গেল জিম। ফিরে তাকালো দুর্গের দিকে। 'কি যেন শুনলাম!'

'কী?'

জবাব দিলো না জিম। তাকিয়ে রয়েছে দোতলা বাড়িটার একটা জানালার দিকে। আস্তে করে বললো, 'কাকে যেন দেখলামও ওখানে। দাড়ি আছে। চেঁচানোর জন্যে মুখ খুলেছিলো, যেন কিছু বলতে চেয়েছে!'

বার

'ঠিক দেখেছো ?' প্লেনে উঠে জিজ্ঞেস করলো নাসের।

'তাই তো মনে হলো।'

'ডোভার কি কাউকে বন্দি করে রাখলো !'

'কেন করবে ? কাকে করবে ?'

'বারনারকে ?'

'নাকি আহত বারনারের সেবাযত্ন করছে ডোভার ?'

'কি জানি ! করতেও পারে। তবে ডোভার কিছু একটা করছে। চিতাবাঘ মারা ছাড়াও অন্য কিছু

'জানার উপায় কি ?'

'বন্দি লোকটা। ওকে বের করে আনতে পারলে, কিংবা জিজ্ঞেস করতে পারলে··

'কিভাবে ?'

'সে-কথাই ভাবছি। তাড়াহুড়ো করা উচিত হবে না। এখান থেকে গিয়ে কোথাও আগে প্লেনটাকে লুকাতে হবে। তারপর ফিরে

এসে চোখ রাখতে হবে দুর্গের ওপর। এখন ডোভারকে বোঝাতে হবে, যে আমরা উইণ্ডহোয়াকে ফিরে যাচ্ছি।'

আকাশে উড়লো বিমান। জানালা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে জিম। বললো, 'ব্যাটা আমাদের দিকেই চেয়ে আছে। চত্বরেই দাঁড়িয়ে আছে। এখনও।'

ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগলো নাসের। সরে এলো দুর্গের কাছ থেকে। সেই জঙ্গলটার কাছে, যেখানে জন্মে রয়েছে ঝোপঝাড়, বেঁটে গাছের বন আর অ্যাকেইশার জটলা। দুর্গ থেকে নিশ্চয় এখন আর বিমানটাকে দেখতে পাচ্ছে না ডোভার, এঞ্জিনের শব্দও শুনতে পাচ্ছে না।

এই জায়গাটার ওপর দিয়ে কয়েকবার উড়ে গেছে ওরা। কোথায় নামা যায়, আগেই দেখেছে নাসের। ল্যাণ্ড করলো। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগলো বটে, তবে প্লেনের কোনো ক্ষতি হলো না। ট্যাক্সিইং করে এনে ওটাকে ঢুকিয়ে ফেললো বেঁটে গাছপালার আড়ালে। তারপর এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে নেমে এলো।

কাছেই একটা চ্যাপ্টা-মাথা মিমোসা গাছ। তার ছায়ায় বসলো দু'জনে। আবার ডোভার আর বারনারের আলোচনা শুরু করলো।

পেছনে শোনা গেল ভারি পায়ের আওয়াজ।

ফিরে তাকালো জিম। 'হাতিটাতি নাকি?'

'মনে হয় না। হাতির এলাকা নয় এটা। আর হাতিরা থাকে দল বেঁধে, একলা নয়। তবে একআধটা পাগলা হাতি···না, তা-ও মনে হয় না।'

'কিন্তু শব্দ কিসের? কোনো একটা বড় জানোয়ার নিশ্চয় আছে।

মোষটোষ…' পেছনে মট করে শুকনো ডাল ভাঙতে থেমে গেল জিম। হঠাৎ বড় বড় হয়ে গেল চোখ। ফিসফিস করে বললো, 'দেখুন!'

ওদের কাছ থেকে বড়জোর পঞ্চাশ গজ দূরে, গাছের জটলার কিনারে বেরিয়ে এসেছে বিশাল এক গণ্ডার। ভাবসাব সুবিধের ঠেকছে না। রেগে আছে বোঝা যায়। বয়স্ক পুরুষ গণ্ডার, মস্ত তার শিং। পিঠে বসে আছে তিনটে পাখি, টিক-বার্ড বলে ওগুলোকে, গণ্ডারের গা থেকে পরজীবী পোকা খুঁটে খায়।

'একদম চুপ!' ফিসফিসিয়ে বললো নাসের। 'পিস্তল বের করেছো কেন? খবরদার, গুলি করবে না!'

সাংঘাতিক সতর্ক পাখিগুলো। ফিসফিসানি শুনেছে, নাকি লোক দু'জনকে দেখে ফেলেছে বোঝা গেল না। কিন্তু চিৎকার করে হুঁশিয়ারি জানিয়ে উড়াল দিলো আকাশে। গণ্ডারটার ওপরে উড়ে উড়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করতে লাগলো।

সতর্ক-বাণী পেয়ে গেল গণ্ডার। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো। মাথা তুলে কুতকুতে চোখ মেলে তাকালো মরুভূমির দিকে। বাঁয়ে তাকালো, ডানে তাকালো, বিচিত্র ভঙ্গিতে নাড়লো তার খাটো লেজটা। দুশমনকে চোখে পড়লেই হয় একবার…

'নড়বে না!' হুঁশিয়ার করলো নাসের। 'চোখে ভালো দেখে না ওরা। গন্ধ না পেলে বুঝবে না আমরা কোথায় আছি।'

'প্লেনটা যদি দেখে ফেলে…

'চুপ!'

খোলা জায়গার দিকে কয়েক গজ দৌড়ে গেল গণ্ডারটা। ফোঁস

ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলছে। যেন চোখে কম দেখে, চোখ মিটমিট করলো বার কয়েক। জোরে বাতাস টানলো নাক উঁচু করে, শত্রুর গন্ধ খুঁজছে।

মূর্তি হয়ে গেছে যেন নাসের আর জিম।

পুরো এক মিনিট ধরে সন্দেহ প্রকাশ করলো গণ্ডারটা। তারপর শান্ত হয়ে এলো। ফিরে এসে তার পিঠে বসলো পাখিগুলো। আর কিছু ঘটতো না, যদি ক্ষুদে একটা মাছি না ঢুকতো জিমের নাকে। কোনোমতেই সামলাতে পারলো না সে। 'হ্যাচচো!' করে উঠলো। ওই মুহূর্তে অতি সাধারণ হাঁচির শব্দকেই মনে হলো যেন হাজারটা ডিনামাইটের বিস্ফোরণ।

মহা কলরব করে আকাশে উড়লো টিক-বার্ডগুলো। আর কি রোখা যায় গণ্ডারকে? দেখে মনে হলো বোলতায় হুল ফুটিয়েছে তাকে। তেড়ে এলো ভীষণ বেগে, ঝোপঝাড় দলিত মথিত করে।

লাফিয়ে উঠে দৌড় দিলো জিম। দৌড় আর গাছে চড়ার সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করে গিয়ে একটা উঁচু গাছের ডালে উঠে বসলো। এখানে তার নাগাল পাবে না গণ্ডার। কিন্তু নাসের কোথায়?

দেখে চমকে গেল জিম। বিমানটার দিকে দৌড় দিয়েছে নাসের। গণ্ডারটাও ছুটে যাচ্ছে সেদিকে।

আক্রমণ করার সময় সোজা ছুটে যায় গণ্ডার। নিশানা ব্যর্থ হলে কিছু দূর গিয়ে থামে, তারপর আবার মুখ ঘুরিয়ে ফিরে আসে।

কোন অলৌকিক কারণে কয়েক ইঞ্চির জন্যে প্লেনের লেজটা মিস করলো ওটা। ততোক্ষণে ককপিটে উঠে বসেছে নাসের।

সোজা ছুটে গেল গণ্ডার। কয়েক গজ গিয়ে থমকে দাঁড়ালো।

ভারি শরীরটাকে এমনভাবে এতো দ্রুত ঘোরালো, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

স্টার্ট নিলো প্লেনের এঞ্জিন। ছুটে আসছে গণ্ডার। সোজা এখন প্লেনের পেট সই করে।

জিমের মনে হলো, যুগের পর যুগ পেরিয়ে যাচ্ছে, তবু চালু হচ্ছে না প্লেনের চাকা। হলো অবশেষে। নড়তে শুরু করলো প্লেন।

আবার কয়েক ইঞ্চির জন্যে মিস করলো গণ্ডারটা, তার শিঙের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল প্লেনের লেজ।

পেছনে ছুটলো গণ্ডার।

গতি বাড়ছে প্লেনের। কিন্তু জানোয়ারটার গতি আরও বেশি। প্রায় ধরে ধরে অবস্থা। আর খানিকটা এগোলেই গুঁতো মারতে পারবে। পারতো, যদি লেগে থাকতো। কিন্তু থেমে গেল আচমকা। জিম বুঝলো, প্লেনের এঞ্জিনের একজস্ট পাইপ থেকে বেরোনো ঝাঁঝালো বিষাক্ত ধোঁয়া সহ্য করতে পারছে না জানোয়ারটা। ছুটন্ত 'আজব জীবটার' দিকে চেয়ে কি ভাবলো গণ্ডার কে জানে, মুখ ফিরিয়ে ছুট লাগালো আবার মরুভূমির দিকে। এবার আর থামলো না। ছুটতে ছুটতে চোখের আড়াল হয়ে গেল।

ওড়ার দরকার হলো না। গণ্ডারটা চলে যেতেই প্লেনটাকে ঘুরিয়ে এনে আবার আগের জায়গায় রাখলো নাসের। নেমে, ঘামতে ঘামতে ফিরে এলো সেই মিমোসা গাছটার গোড়ায়।

গাছ থেকে নামলো জিম। 'সব দোষ আমার। আরেকটু হলেই

'না, সবটা তোমার দোষ নয়। গণ্ডারটার ব্যবহারে অবাকই হয়ে-

ছি। কেমন যেন অস্থির অস্থির ভাব। সাধারণত ওরকম করে না।'

'তাহলে ?'

'কোনো কারণে উত্তেজিত হয়ে আছে।'

'কি কারণ ?'

'চলো, খুঁজে দেখি।'

যেখান দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলো গণ্ডারটা, সেখানে চলে এলো দু'জনে। বনের ভেতরে ঢুকলো। কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালো নাসের। মাটির দিকে দেখিয়ে বললো, 'ওই দেখো।'

'রক্ত !'

'এ-জন্যেই অস্থির হয়ে আছে। আহত।'

'ডোভার।'

'জখম কেন করবে ? ও প্রফেশনাল শিকারী। গণ্ডারের শিঙের অনেক দাম। শিঙ বেচার জন্যে হলে মেরেই ফেলতো। ওর কাছে যে রাইফেল আছে, গণ্ডার মারা কিছুই না।'

প্রশ্নের জবাব মিললো না।

প্লেনের কাছে ফিরে এলো ওরা। পানির বোতল বের করলো নাসের।

'এখন কি করবো ?' জিজ্ঞেস করলো জিম।

'কি আবার ? যা প্ল্যান করেছি তা-ই। বসে থাকবো। রাত নামলে গিয়ে ঢুকবো দুর্গে।'

'ইস্ রাইফেল আনা উচিত ছিলো। যে পিস্তল আছে আমাদের কাছে, চিতাবাঘও মরবে না, থাক তো হাতি-গণ্ডার। ভুলই হয়ে গেল। আবার যদি ফিরে আসে গণ্ডারটা ?'

'এলে তখন দেখা যাবে।'

এক প্যাকেট বিস্কুট আর এক টিন ভাজা সার্ডিন মাছ বের করলো জিম। দু'জনে খেতে বসলো মিমোসার ছায়ায়।

খেতে খেতে আলোচনা চললো। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা।

দূরে দুর্গের দিক থেকে ভেসে এলো রাইফেলের শব্দ। একটি মাত্র গুলির আওয়াজ।

নাসেরের চোখে চোখে তাকালো জিম। 'কাকে মারলো? বারনারকে?'

'কি করে জানবো? বারনার হয়তো রয়েছে সেই রাবিশগুলোর তলায়।'

'তাহলে কাকে?'

'হতে পারে দাড়িওয়ালা বন্দিকে, যাকে তুমি দেখেছো। কিংবা চিতাটাকে। খাও এখন। রাতে গিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে।'

তেরো

গড়িয়ে গড়িয়ে চললো দিনটা। অসহ্য গরম। রোদের আগুনে যেন পুড়ছে মরুভূমি আর তার মাঝের ক্ষুদে ছায়া-ঢাকা একটুখানি বন। ওখানে গাছের আড়ালে থাকতে পারলেও অনেক আরাম হতো, কিন্তু নাসের আর জিম রয়েছে দুর্গের কাছাকাছি, একটা বড় পাথরের আড়ালে। পাথরের ছায়া আছে বটে, কিন্তু তাপ কম নেই। জায়গাটা যেন একটা অগ্নিকুণ্ড। বার বার বোতল থেকে পানি খেয়েও গলা ভেজা রাখা যাচ্ছে না।

দুর্গের ওপর চোখ রেখেছে ওরা। কেউ বেরোলে কিংবা ঢুকলে যাতে দেখতে পারে।

কাউকে চোখে পড়লো না। সেই দোতলার ঘরের জানালায়ও না। শূন্য মরুভূমি ছড়িয়ে গিয়ে মিশেছে যেন নীল দিগন্তের সংগে। বাতাস এতো গরম, অদ্ভুত এক ধরনের ঝিলিমিলি চোখে পড়ে দূরে তাকালে।

পশ্চিম গগনে ঢলে পড়ছে সূর্য। গরম যেন আরও বাড়ছে। জীব-

নের চিহ্নও নেই কোনোখানে।

'আর বাঁচবো না,' এক সময় বললো জিম। 'গায়ে ফোসকা পড়ে যাচ্ছে!'

জবাব দিলো না নাসের।

সময় যাচ্ছে। মস্ত একটা লাল বলের রূপ নিলো সূর্যটা, দিগন্ত-রেখার কাছে নেমে গেছে। ঠিক এই সময় কোথা থেকে ভেসে এলো ভারি গর্জন, মাটি কাঁপিয়ে দিলো।

'শুনলেন!' ফিসফিস করে বললো জিম।

'হ্যাঁ, সিংহ। ভয় নেই। বহুদূরে রয়েছে ওটা, কয়েক মাইল দূরে। তাছাড়া বিশেষ কারণ না ঘটলে সাধারণত মানুষ খায় না সিংহ।'

আবার নিরবতা। পশ্চিম আকাশকে লালে লাল করে দিয়ে বালির সমুদ্রে যেন ডুব দিলো সূর্য।

'এখনই যাবেন?' জিজ্ঞেস করলো জিম।

'না, চাঁদ উঠুক।'

আবার নিরবতা।

চাঁদ উঠলো। উঠে আসতে লাগলো দিগন্তের ওপরে। আবার ডেকে উঠলো সিংহটা, আরও এগিয়ে এসেছে। কেঁপে উঠলো শূন্য বালির প্রান্তর। বড় বড় তারা ফুটেছে আকাশে। চেয়ে চেয়ে দেখছে জিম। সূর্য ডোবার পর দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে হালকা বাতাস। ভালোই লাগছে তার।

'চলো, যাই,' বললো নাসের।

বালির সাগরকে রূপালি চাদর বানিয়ে দিয়েছে যেন উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। যেদিকে যত দূর চোখ যায়, শুধুই শূন্যতা, ছায়ার লেশ-

মাল নেই, শুধু দুর্গের কাছে ছাড়া। এই শাদা শূন্যতার মাঝে প্রকট হয়ে চোখে লাগছে বাড়িটা।

নিঃশব্দে মাঝের খালি জায়গাটা পার হয়ে দুর্গের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। এদিকটায় চাঁদের আলো এখনও পৌঁছায়নি, তাই অন্ধকার। গেট দিয়ে ঢোকা উচিত হবে না। এদিক দিয়েই বেয়ে-টেয়ে কোনোভাবে উঠে যেতে হবে।

ওপরে জানালার দিকে তাকালো নাসের। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বললো, 'এখানে এসে দাঁড়াও। তোমার কাঁধে উঠে দেখি কার্নিশটা ধরতে পারি কিনা।'

'আপনি? আমি যাই?'

'না। যা বলছি করো।'

দেয়ালের কাছে ঘেঁষার আগে হঠাৎ কি মনে করে মরুভূমির দিকে তাকালো জিম। থমকে গেল। 'বস্, ওটা কি!'

নাসেরও দেখলো। বনটা যেদিকে, সেদিক থেকে এগিয়ে আসছে একটা কালো জীব। চাঁদের আলোয় দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে। কিছু দূর এগিয়ে থামলো। মাটিতে ঝুঁকে বসে কি যেন দেখলো, তারপর সোজা হলো আবার। ওদিক থেকেই এসেছে নাসের আর জিম, তাদের পায়ের ছাপ পরীক্ষা করলো কিনা কে জানে? পাথুরে মাটি-তে ছাপ কতোখানি পড়েছে, খেয়াল করেনি ওরা। হয়তো পড়েছে খুব সামান্যই, ওদের চোখে হয়তো ধরা পড়বে না। কিন্তু বুনো জনোয়ার আর মানুষের দৃষ্টির মধ্যে তফাত অনেক।

নাক উঁচু করে বাতাসে গন্ধ শুঁকলো মনে হলো জীবটা।

'কী?' জিম প্রশ্ন করলো। 'গরিলা? না শিম্পাঞ্জী?'

'মনে হয় না। ওরা এতো উত্তরে আসে না। মনে হচ্ছে মানুষ ...বুশম্যান!'

'এতো ছোট?'

'বুশম্যানেরা ছোটই হয়।'

খুব সাবধানে দুর্গের কাছে পৌঁছে গেল মানুষটা। নাসের কিংবা জিমকে বোধহয় লক্ষ্য করলো না, মিশে গেল ছায়ায়।

'বুশম্যানই।'

'গেল কোথায়?'

'কি করে বলি? হয়তো দুর্গের ভেতরে। পানির খোঁজে এসে থাকতে পারে। আমার অবাক লাগছে, একা কেন? ওরা তো দল ছাড়া চলে না। পরিবারটাকে কি অন্য কোথাও রেখে এলো?'

'হয়তো। ডোভারের ভয়ে। লোকটাকে চেনে আরকি। এখন তো আমার মনে হচ্ছে, চাবুক দিয়ে শুধু চিতাবাঘকেই পেটায় না দৈত্যটা, মানুষও পেটায়!'

আর কোনো কথা হলো না। যে কাজে এসেছে ওরা তাতে মন দিলো। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালো জিম। তার কাঁধে উঠে হাত বাড়িয়ে কার্নিশটা ধরে ফেললো নাসের। ওখানে দাঁড়িয়ে নাগাল পেয়ে গেল জানালার। কিন্তু এমনভাবে গরাদ লাগানো, ঢোকা যাবে না। ছাতে উঠে কোনো একটা পথ খুঁজে বের করতে হবে।

গরাদ ধরে উঠে গেল নাসের। তারপর হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললো পুরনো আমলের নিচু ছাতের কার্নিশ। দু'হাতে ধরে বেয়ে সহজেই উঠে পড়লো ছাতের ওপর। খানিকটা সরে এসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকালো। কোনো নড়াচড়া চোখে পড়লো

না। কোনো শব্দ নেই। চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা জীপটা দেখতে পেলো। দিনের বেলা দুর্গ থেকে কাউকে বেরোতে দেখেনি। জীপ-টাও যখন রয়েছে, ভেতরেই আছে ডোভার।

নিচ থেকে ছাতে ওঠার সিঁড়ি নিশ্চয় আছে। আর সিঁড়ির মাথায় ট্র্যাপডোর। সেটা খুঁজতে শুরু করলো সে। নিচে, চত্বরে একটা নড়াচড়া চোখে পড়তেই থেমে গেল। লম্বা হয়ে শুয়ে হামা-গুড়ি দিয়ে ছাতের কিনারে এগোলো, কি নড়ছে দেখার জন্যে।

দুর্গের চত্বরে একদিকে চাঁদের আলো, আরেক দিকে ছায়া, ওখানে পৌঁছতে পারেনি এখনও জ্যোৎস্না। নড়াচড়াটা ওই ছায়ার কাছে। সেই মানুষটা, বনের দিক থেকে যে এসেছে, বুশম্যান। চিতাবাঘের ঘরটার কাছে। হ্যাঁ, পানির খোঁজেই এসেছে, ভাবলো নাসের। সে শুনেছে, দূর থেকেও নাকি পানির গন্ধ পায় বুশম্যানেরা।

আবার ছায়ায় হারিয়ে গেল মানুষটা।

কিছুক্ষণ একভাবে পড়ে থাকলো নাসের। আর দেখা গেল না মানুষটাকে। পিছিয়ে এসে উঠে আবার খুঁজতে লাগলো সিঁড়ির দরজা। খোলা ছাতে ছোট একটা জিনিস পড়ে থাকতে দেখলো। নিচু হয়ে তুলে নিলো। পুরনো বুলেটের খোসা। তারমানে এখান থেকে গুলি করা হয়েছিলো। আরও শিওর হলো নাসের, ছাতে ওঠার কোনো না কোনো পথ আছেই।

পাওয়া গেল। গোল একটা ফোকরমতো। চারকোনা। এককালে হয়তো ট্র্যাপডোর ছিলো ওখানে, এখন আর নেই, নষ্ট হয়ে ভেঙে পড়েছে পাল্লাটা। কাছে এসে উঁকি দিয়ে দেখলো নাসের, সিঁড়ি নেমে গেছে, আবছা দেখা যাচ্ছে চাঁদের আলোয়। পকেট থেকে

পেন্সিল টর্চ বের করে নামলো সিঁড়িতে।

দুই ধাপ নেমে থেমে গেল। দ্বিধা করছে। তার আগমন কি টের পেয়েছে ডোভার? রাইফেল হাতে বসে আছে লুকিয়ে? না, সে-রকম কোনো সম্ভাবনা নেই। ডোভার দেখেছে, প্লেন নিয়ে চলে গেছে ওরা। কিন্তু যদি ধরা পড়ে যায় এখন নাসের, চুরি করে ঢোকার কি কৈফিয়ত দেবে?

'দূর, যতো সব আবোল-তাবোল ভাবনা!' নিজেকে ধমক লাগালো নাসের। 'আগে ধরা পড়ুক তো, তারপর দেখা যাবে।'

টর্চের আলোয় দেখে দেখে নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে চললো সে। সে-কালে বিল্ডিঙের ভেতরেও এরকম কাঠের কিংবা লোহার সিঁড়ি বানানো হতো।

নাসেরের ভার সইতে পারলো না পুরনো সিঁড়ি, খানিকদূর নামতেই ভেঙে পড়লো হুড়মুড় করে।

চোদ্দ

ভাগ্য ভালো, বেশি নিচে পড়েনি, তাই হাড়গোড় সব আস্তই রইলো। বড়জোড় আট কি দশ ফুট নিচে পড়েছে। হাড় ভাঙেনি বটে, কিন্তু পাথুরে মেঝেতে পড়ে বেশ ব্যথা পেয়েছে।

নিরবতার মাঝে তার পতনের শব্দ অনেক জোরালো মনে হলো। তাড়াতাড়ি হাঁচড়ে-পাঁচড়ে সরে গেল এক ধারে। দেয়ালে পিঠ ঠেকতেই স্থির হয়ে গেল, পিস্তল বের করে তৈরি হয়ে বসে রইলো চুপচাপ।

অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেল। কেউ দেখতে এলো না।

ওপরের ফোকর দিয়ে চাঁদের আবছা আলো আসছে। ধীরে ধীরে তার চোখে সয়েএলো অন্ধকার। দেখতে পাচ্ছে ঘরের অনেকখানি, অস্পষ্টভাবে। কান পেতে রেখেছে। কোনো শব্দ নেই। চত্বরের দিকের জানালাটার দিকে তাকালো। এগোতে যাবে, এই সময় শোনা গেল শব্দ।

পায়ের আওয়াজ। পাথুরে চত্বরে বেশ শব্দ হচ্ছে। পালানোর

পথ খুঁজলো নাসের। আর এই প্রথম লক্ষ্য করলো, সিঁড়ির নিচের অর্ধেকটা ফ্রেমসহ পুরোপুরিই ভেঙেছে। ওপরের অংশটুকু লটকে রয়েছে কোনোমতে। নাড়া লাগলেই ধসে পড়বে, বোঝাই যায়। তারমানে ওপথে পালানো অসম্ভব। ওপরের আকাশে বড় একটা তারা যেন তার দিকে চেয়ে ব্যঙ্গ করে হাসছে।

জানালা দিয়ে বেরোনো যাবে না। মোটা শিক লাগানো। পথ একটাই খোলা আছে। নিচে নেমে যাওয়া। কিন্তু সিঁড়িটা কোথায়? পড়ার সময় হাত থেকে ছুটে গিয়েছিলো টর্চ, খুঁজে পাওয়া গেল না আর ওটা এখন। খোঁজার সময়ও নেই। এগিয়ে আসছে পায়ের শব্দ।

দেয়াল হাতড়াতে শুরু করলো নাসের। একটা দরজা লাগলো হাতে। ঠেলা দিতেই খুলে গেল। আরেকটা ঘর, প্রথমটার চেয়ে ছোট। নিশ্চয় এটা অফিসারস কোয়ার্টার ছিলো। পাল্লাটা আবার লাগিয়ে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

থামলো পায়ের শব্দ। কি করছে লোকটা? ভাঙা সিঁড়ি দেখছে? অবাক হয়ে ভাবছে বোধহয়, কি কারণে ভাঙলো। এখানে দাঁড়িয়ে শুধু কল্পনা করতে পারছে নাসের, সঠিক বুঝতে পারছে না কিছুই।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো, যখন আবার সরে যেতে শুরু করলো পায়ের শব্দ। আগের ঘরে ঢুকে জানালার কাছে এসে বাইরে তাকালো নাসের। চত্বরে হেঁটে যাওয়া লোকটাকে চিনতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলো না তার। ডোভার। হাতে রাইফেল।

কিন্তু এসে ফিরে গেল কেন? হয়তো ভেবেছে, পুরনো সিঁড়ি আপনা-আপনি ভেঙে পড়েছে। আর কিছু ভাবার, কিংবা সন্দেহ

করার কোনো কারণ নেই।

ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল পদশব্দ। হারিয়ে গেল ডোভার, কোনো একটা ঘরে ঢুকে পড়েছে বোধহয়।

টর্চটা কিছুতেই খুঁজে পেলো না নাসের। ভাঙা সিঁড়ির স্তূপের তলায় কোথাও পড়ে আছে হয়তো। টর্চের চেয়ে এখন বেশি জরুরী বেরিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে বের করা। দেয়ালে হাতড়ে আরেকটা দরজা আবিষ্কার করলো সে। দরজার বাইরে করিডর। শেষ মাথায় সিঁড়ি। এটা কাঠের নয়, পাথরের। ভেঙে পড়ার ভয় নেই।

নেমে এলো নিচে। ঘেরা দেয়ালের একমাত্র দরজাটার পাশে দাঁড়িয়ে আস্তে মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিলো চত্বরে। কেউ নেই। চাঁদের আলোর বন্যা বইছে শুধু। স্তব্ধ নিরবতা। বেরোবে?—ভাবলো নাসের। ঘাপটি মেরে বসে নেই তো কোথাও ডোভার?

কিন্তু ঝুঁকি নিতেই হবে। উপায় নেই। সাবধানে বেরিয়ে এলো দরজার বাইরে। দেয়াল ঘেঁষে এগোলো গেটের দিকে।

কিছুদূর এগোতেই বিচিত্র একটা শব্দ কানে এলো। ব্যাঞ্জোর তারে টোকা দিলো যেন কেউ, টুং করে উঠলো। পরক্ষণেই খুট করে একটা শব্দ, পাশের দেয়ালে, ছোট ঢিল পড়লে যেমন হয়, অনেকটা তেমনি।

থমকে দাঁড়ালো বটে নাসের, তবে মুহূর্তের জন্যে। আর কিছু ঘটলো না দেখে ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দিলো না। নিরাপদেই এসে পৌঁছলো গেটের কাছে। ফিরে তাকালো একবার। কাউকে দেখতে পেলো না। বেরিয়ে চলে এলো গেটের বাইরে।

ঢুকেছে, সিঁড়ি ভেঙে পড়ে ব্যথা পেয়েছে, তারপর প্রাণ নিয়ে

বেরিয়ে এসেছে। মাঝখান থেকে একটা টর্চ হারিয়ে এসেছে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। কাল সকালে আবার যদি সিঁড়ি ভাঙার কারণ পরীক্ষা করতে যায় ডোভার, আর টর্চটা দেখে ফেলে, কি ভাববে?

উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছে জিম। নাসেরকে দেখেই জিজ্ঞেস করলো, 'কাজ কিছু হলো?'

'না। খোঁজার সুযোগই পেলাম না। মাঝখান থেকে সতর্ক করে দিয়ে এলাম ডোভারকে। আজ রাতে আর ঢোকা যাবে না।' সব কথা খুলে বললো নাসের।

'বেঁচে যে ফিরেছেন, এই যথেষ্ট। ডোভার দেখতে পেলে শিওর গুলি করতো।' এক মুহূর্ত থামলো জিম। 'আরেক কাণ্ড হয়েছে এ-দিকে। সেই গণ্ডারটাকে দেখেছি আমি। বনের দিক থেকে এসে-ছিলো, আবার চলে গেছে···

'ওটাই, কি করে বুঝলে?'

'তাহলে আরেকটা হবে। তবে একই রকম বড়।'

'হুঁ,' চিন্তিত মনে হলো নাসেরকে।

। হওয়ার তো হয়েছে, এখন কি করবেন?

'ডোভার যতোক্ষণ ফোর্টে থাকবে, কিছুই করতে পারবো না। ফিরে যাবো। ও বেরিয়ে গেলে কাল ঢুকবো আবার। ওকে ভেতরে রেখে এভাবে ঝুঁকি নেয়ার কোনো মানে হয় না।'

'কাল যদি না যায়?'

'তাহলে যেদিন যায় সেদিনই ঢুকবো। দরকার হলে উইণ্ডহো-য়াকে গিয়ে খাবার আর পানি নিয়ে ফিরে আসবো!'

'এখন কি করা?'

'ফিরে যাবো প্লেনের কাছে।'

'গণ্ডারটা আছে জঙ্গলে।'

'হুঁশিয়ার থাকতে হবে। সাড়া পেলেই দৌড়ে গিয়ে গাছে উঠবো।'

'যদি মরুভূমিতে তাড়া করে?'

'এতো যদি যদি করো না তো! চলো। যা হয় হবে।'

বনের কাছে চলে এলো ওরা। গণ্ডারটাকে দেখা গেল না। আসার সময় বার বার পেছনে ফিরে তাকিয়েছে। কাউকে অনুসরণ করতে দেখেনি। তবু বাড়তি সতর্কতা হিশেবে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসে রইলো দু'জনে। দুর্গটা যেদিকে সেদিকে তাকিয়ে। কেউ যদি আসে মরুভূমির ওপর দিয়ে, স্পষ্ট দেখা যাবে তাকে। আর মরুভূমির ওপর দিয়ে ছাড়া আসার কোনো পথও নেই।

কেউ এলো না।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে প্লেনের কাছে ফিরে চললো দু'জনে। আগে হাঁটছে জিম। প্লেনটা দেখা গেল। আরও কিছু দূর এগিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল সে, খামচে ধরলো নাসেরের বাহু। 'বস!'

'কী?'

নিরবে প্লেনের দিকে হাত তুললো জিম।

নাসেরও দেখতে পেলো। চাঁদ এখন মাথার ওপরে। উজ্জ্বল আলো। প্লেনের নাকের নিচে শুয়ে থাকা গণ্ডারটাকে চিনতে কোনো ভুল হলো না নাসেরের। কাঁধ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। বাকি অংশটা ওপাশে, আড়ালে পড়েছে, এখান থেকে দেখা যায় না। মস্ত শিং। তার মনে হলো, দিনের বেলা ওটাকেই দেখেছিলো।

'প্লেনের প্রেমে পড়ে গেল নাকি ব্যাটা !' ফিসফিস করে বললো জিম। 'করি কি এখন ?'

'গাছ

গণ্ডারটার ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে নিঃশব্দে একটা বড় গাছের দিকে পিছাতে লাগলো দু'জনে। উঠে পড়লো গাছটায়। গণ্ডারের শিং থেকে ওরা আপাতত নিরাপদ, কিন্তু প্লেনটা ? মনে হচ্ছে এখন ঘুমিয়ে আছে জানোয়ারটা, জেগে ওঠার পর যদি কোনো কারণে প্লেনের ওপর রেগে যায় ? শত্রু ভেবে বসে ওটাকে ? ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার করে ফেলতে সময় লাগবে না।

সারাটা রাত গাছের ডালে বসে রইলো ওরা।

সারা রাত একইভাবে পড়ে রইলো গণ্ডারটাও। সামান্যতম নড়লো না। জিম ভাবলো, ওভাবেই বুঝি মরার মতো ঘুমায় গণ্ডারেরা। কিন্তু নাসেরের সন্দেহ হলো।

পুব দিগন্তে আলোর আভাস দেখা দিলো, ভোর আসছে। খুক করে কাশলো নাসের। আরেকবার, আরও জোরে। অনড় পড়ে রইলো গণ্ডার। জোরে জোরে চেঁচালো নাসের। তবুও নড়লো না জানোয়ারটা।

'জিম,' বললো সে, 'আমার মনে হচ্ছে, ওটা মরা। মরে পড়ে আছে তখন থেকেই।'

'কিন্তু যদি···বলা তো যায় না···'

জিমের কথা শেষ হলো না। নামতে শুরু করেছে নাসের।

গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়েই একটা পাথর তুলে নিলো নাসের। ছুঁড়ে মারলো গণ্ডারটাকে সই করে। তারপর আরেকটা বড় পাথর

তুলে নিয়ে ছুঁড়লো।

তেমনি পড়ে রইলো জানোয়ারটা। আর কোনো সন্দেহ নেই। মরেই গেছে।

কাছে গিয়ে দেখা গেল, গণ্ডারটার পেছনের অনেকখানি নেই। কেটে নেয়া হয়েছে মাংস। মাটিতে রক্ত পড়ে নেই তেমন।

'হুঁ, যা ভেবেছি,' বিড়বিড় করলো নাসের। 'বুশম্যান। পুরো একটা দল ঢুকেছিলো, হয়তো এখনও আছে। ওদের তীরের বিষেই মরেছে এটা। দুপুর বেলা অস্থির হয়ে ছিলো বিষের কারণেই। মাংস নিয়ে গেছে ওরাই। আর বুশম্যানরা আছে বলেই বনের ধারেকাছে ঘেঁষছে না আর কোনো প্রাণী।'

ভয়ে ভয়ে চার দিকে তাকালো জিম। তার মনে হলো, প্রতিটি ঝোপের আড়াল থেকে তাদের ওপর চোখ রাখছে ভয়াবহ জংলী শিকারীরা। আতংকিত কণ্ঠে বললো, 'চলুন, পালাই!'

'তেমন দরকার পড়লে পালানো তো যাবেই,' অভয় দিয়ে বললো নাসের। 'সকাল হোক আগে। দেখিই না।'

পনেরো

প্লেনের ভেতরে বসেই ঘুমিয়ে পড়লো নাসের। মনে ভয় থাকলেও সারা দিনের পরিশ্রম আর সারা রাতের অনিদ্রার ফলে ঢুলতে শুরু করলো জিম। হঠাৎ চমকে চোখ মেলে সোজা হয়ে বসলো। নাসেরের গায়ে আস্তে ঠেলা দিয়ে ডাকলো, 'বস!'

চোখ মেললো নাসের। দিগন্তে উঁকি দিয়েছে সূর্য। মরুর আকাশ, বালি, সব এখন সোনালি-লাল। 'কি?' ঘুম-জড়িত কণ্ঠে বললো সে। আওয়াজটা কানে ঢুকতেই পলকে পুরো সজাগ হয়ে গেল। এঞ্জিনের শব্দ।

'জীপ!' বললো জিম।

'নিশ্চয় ডোভার।' তাড়াতাড়ি বিনোকিউলার বের করে চোখে লাগালো নাসের।

দূরে দেখা গেল জীপটা। এদিকে আসছে না। এগিয়ে চলেছে মরা নদীর দিকে। মিলিয়ে গেল দূরে। পেছনে আস্তে আস্তে মাটিতে নেমে গেল আবার ধুলোর মেঘ।

'এইবার হয়েছে সুযোগ !' তুড়ি বাজালো নাসের। এঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার জন্যে হাত বাড়ালো।

'চা-টা কিছু খেয়ে নিলে হয় না ?'

'পরে। অনেক সময় পাওয়া যাবে। দুর্গে ঢোকার এই সুযোগ আর পাবো কিনা সন্দেহ।'

'যদি ডোভার ফিরে আসে ?'

'রিস্‌ক্ তো নিতেই হবে।'

দুর্গের গেটের সামনে আড়াআড়িভাবে প্লেনটা রাখলো নাসের। লাফ দিয়ে নামলো ককপিট থেকে। জিমও নামলো। ভেতরে ঢুকলো দু'জনে।

কিছুটা এগিয়ে দূর থেকেই দেখতে পেলো চিতাবাঘ বেঁধে রাখার শেকলটা পড়ে আছে ঘরের বাইরে, কলারটা খালি। জানোয়ারটা নেই।

'পাহারা দেয়ার জন্যে ছেড়ে রাখলো না তো ?' বললো জিম।

'মনে হয় না। পোষা নয়, পালাবে। অন্য কিছু করেছে ওটাকে। ...কোন্ জানালায় যেন লোকটাকে দেখেছিলে ?'

দেখিয়ে দিলো জিম।

সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়ানোর জন্যে সরাসরি চত্বরের ওপর দিয়ে না হেঁটে দেয়ালের ধার ঘেঁষে এগোলো ওরা।

চলতে চলতে নিচু হয়ে কি একটা জিনিস মাটি থেকে কুড়িয়ে নিলো জিম। নাসেরকে দেখালো।

চমকে উঠলো নাসের, 'ফেলো, ফেলো, জলদি ফেলো! আঁচড় লাগলেও মরবে !' ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার চেহারা। কাল রাতে

কতোবড় বাঁচা বেঁচেছে, বুঝতে পেরে বুক কেঁপে উঠলো তার। বুশম্যানের তীর। তাকে সই করেই ছুঁড়েছিলো। আবছা অন্ধকারে নিশানা ঠিক রাখতে পারেনি যে ছুঁড়েছে, কিংবা হয়তো বেশি দূর থেকে ছুঁড়েছে, তাই লাগাতে পারেনি। যা-ই ঘটুক, মস্ত ফাঁড়া কেটেছে নাসেরের।

'কি হলো আপনার?' নাসেরের চেহারার পরিবর্তন লক্ষ্য করলো জিম।

'কাল রাতে আমাকে সই করেই মেরেছিলো।'

'কেন? আপনাকে মারতে যাবে কেন?'

'কি জানি! হয়তো আমাকে ডোভার মনে করেছে।'

'ডোভার মনে করলেই বা মারবে কেন?'

'তোমার কথাই ঠিক মনে হচ্ছে এখন, জিম। ওই চাবুকটা শুধু চিতাবাঘের জন্যে নয়, বুশম্যানদের পিঠেও চালায় ডোভার। ওদেরই কেউ হয়তো কাল রাতে এসেছিলো···

চলার পথে একটা খোলা দরজার পাশেই চামড়াটা পড়ে থাকতে দেখলো ওরা। রক্তাক্ত।

'ওই যে তোমার চিতাবাঘ,' বললো নাসের। 'পাহারার জন্যে ছেড়ে রাখেনি ডোভার।'

লোকটার প্রতি ঘৃণায় তেতো হয়ে গেল জিমের মন। গুলি করে মেরে চামড়া ছিলে ফেলেছে ডোভার, শুকিয়ে রাখবে। তারপর নিয়ে গিয়ে বিক্রি করবে।

রাতে যে সিঁড়ি দিয়ে নেমেছিলো নাসের, সেটা দিয়েই আবার দোতলায় উঠলো দু'জনে। করিডরের আরেক মাথায় দরজা, বন্ধ।

ওটার সামনে এসে পাল্লায় থাবা দিলো নাসের। 'ভেতরে কেউ আছেন?'

'কে?' সাড়া এলো।

ভেজানো রয়েছে পাল্লা, ঠেলা দিতেই খুলে গেল।

প্রাচীন একটা লোহার আরমি-বেডের ওপর শুয়ে আছে একজন মানুষ। এক পায়ে ব্যাণ্ডেজ। দেখেই বোঝা যায়, অসুস্থ। লম্বা লম্বা চুল, ছাঁটা হয়নি অনেক দিন। গোঁফ-দাড়ি গজিয়েছে, ওগুলোও অনেক দিন কামানো হয়নি। কিন্তু তা-সত্ত্বেও লোকটাকে চিনতে কোনো অসুবিধে হলো না নাসেরের।

'আপনি জন বারনার,' বললো সে।

'হ্যাঁ। আপনি কে?'

'নাম বললে চিনবেন না। লণ্ডন থেকে এসেছি। পুলিশ।'

মলিন হাসি ফুটলো বারনারের ঠোঁটে। 'খুঁজে বের করলেন শেষ পর্যন্ত। কি জন্যে এসেছেন?'

'লর্ড কলিনসের অলংকারগুলো চাই। সেফ থেকে যেগুলো চুরি করে এনেছেন।'

মাথা নাড়লো বারনার। 'ভুল করছেন আপনি, মিস্টার...'

'নাসের। আলী নাসের।'

'...হ্যাঁ, মিস্টার নাসের। চুরি করিনি।...আপনার কাছে সিগারেট আছে?'

'সরি। সিগারেট খাই না।'

হতাশ হলো বারনার। 'তা বসুন না। ও, বসবেন কোথায়? চেয়ার-টেয়ার তো নেই। কিছু মনে না করলে আমার বিছানাতেই

বসুন।'

'চুরি করেননি মানে?' গম্ভীর হয়ে বললো নাসের। 'বণ্ড স্ট্রীটের জুয়েলারির দোকানে একটা আঙটি বিক্রি করে আসেননি?'

'করেছি। যার জিনিস সে-ই আমাকে বিক্রি করতে পাঠিয়েছিলো।'

'প্লেন কেনার টাকা পেলেন কোথায়?'

'সে-ই দিয়েছে।'

'এই সে-টা কে? কার কথা বলছেন?'

'আমার বোন। সৎ বোন।'

'নাম?'

'লেডি নিনলিনা কলিনস। ডাকনাম নিনা।'

চেয়ে রইলো নাসের। 'নিনা, মানে লর্ড উইলিয়াম কলিনসের···

'হ্যাঁ। তিনি আমারও বাবা।'

'ফারনডেলের লর্ড উইলিয়াম কলিনস?' বিশ্বাস করতে পারছে না জিম।

'হ্যাঁ।' শান্তকণ্ঠে জবাব দিলো বারনার।

'তাহলে কলিনস ম্যানরে চাকরের চাকরি নিয়েছিলেন কেন?' জিজ্ঞেস করলো নাসের।

'সে এক লম্বা কাহিনী। যদি শুনতে চান··

'শুনতে তো অবশ্যই চাই। কিন্তু ডোভার যদি ফিরে আসে?'

'মনে হয় না এতো তাড়াতাড়ি ফিরবে। হীরা খুঁড়তে গিয়েছে। আর এলে তার জীপের আওয়াজ শোনা যাবে।'

'আপনাকে কি বন্দি করে রেখেছে নাকি এখানে?'

'বন্দি করবে কি ? নিজেই তো বন্দি হয়ে আছি। অ্যাক্সিডেন্টে পা ভেঙেছি। এই মরুভূমিতে একশো গজও পেরোতে পারবো না। এখানে শুয়ে থাকা ছাড়া আর কি করার আছে ? খাবার আর পানির জন্যে ডোভারের ওপরই ভরসা করে আছি।'

'ভাঙলেন কিভাবে ? প্লেন ক্র্যাশে ?'

'হ্যাঁ।'

'কিভাবে ঘটলো ঘটনাটা ?'

'গোড়া থেকেই বলি,' চুপ করে দম নিলো বারনার। তারপর শুরু করলো তার কাহিনী, 'তিরিশ বছর আগে আমার মাকে বিয়ে করেছিলো লর্ড কলিনস। দক্ষিণ আফ্রিকায় শিকারে গিয়ে আমার মায়ের সংগে তার পরিচয় হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার খনির মালিক ছিলেন আমার নানা, মস্ত ধনী, তাঁরই একমাত্র মেয়ে ছিলো আমার মা। এখন আমি বুঝি, টাকার লোভেই আমার মা-কে বিয়ে করেছিলো লর্ড কলিনস। মা-কে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যায় কলিনস। সেখানে আমার জন্ম হয়। তারপর থেকে আমার মায়ের সংগে শুরু হয় কলিনসের দুর্ব্যবহার, মায়ের জীবনটাকে নরক বানিয়ে ছাড়ে। বছর তিনেক কোনোমতে সহ্য করেছিলো মা, তারপর আর পারেনি, আমাকে নিয়ে ফিরে আসে দক্ষিণ আফ্রিকায়। এখানেই বড় হয়েছি। অনেক বছর মায়ের সংগে বাবার দেখা-সাক্ষাৎ ছিলো না, একদিন হঠাৎ করে উকিলের নোটিশ এসে হাজির। মাকে তালাক দিতে চায় বাবা। খুশি হয়েই তালাকনামায় সই করে দিলো মা। ততোদিনে আমি বড় হয়ে গেছি, বুঝি ওসব।'

'তারপর লর্ড কলিনস আবার বিয়ে করলো,' বললো নাসের।

'হ্যাঁ, আরেক ধনীর মেয়েকে। আমার সৎ মায়ের ঘরে হলো এক মেয়ে। নিনা। দ্বিতীয় স্ত্রীর সংগেও আমার মায়ের মতোই দুর্ব্যবহার শুরু করলো কলিনস। সইতে পারেননি মহিলা, হার্টও ছিলো খারাপ, হার্টফেল করে মারা গেছেন। এসব কথা নিনা বলেছে আমাকে।

'যা-ই হোক, আমার মা-ও মারা গেল একদিন। কি করবো জানি না। সাফারিতে যাই, শিকারে যাই, ঘুরে বেড়াই সমস্ত মরুভূমিতে। শুনলাম, কালাহারির হারানো শহরের গুজব। বেরিয়ে পড়লাম একদিন খুঁজতে।'

'তখনই নিশ্চয় পরিচয় হয় ডোভারের সংগে?'

'হ্যাঁ। খুব বড় শিকারী সে। তবে তার আসল ব্যবসা পোচিং, আর প্রসপেকটিং। শুরুতে সম্পর্ক ভালোই ছিলো আমাদের। আমি গিয়েছিলাম হারানো শহর খুঁজতে, আর সে গিয়েছিলো হীরার খনির খোঁজে। দুর্গম অঞ্চল। বুশম্যানদের সাহায্য ছাড়া ওখানে যেতেও পারতাম না, ফিরেও আসতে পারতাম না।

'ডোভারকে খারাপ লোক বলা যাবে না। তবে খুব বেশি ড্রিংক করে, আর মাতাল হয়ে গেলে তার কোনো হুঁশজ্ঞান থাকে না, কি করে না করে নিজেই জানে না। মানুষ মনে হয় না তখন ওকে, শয়তান হয়ে যায়। তবে, ভালো অবস্থায়ও বুশম্যানদের মানুষ মনে করতো না সে। তাদের সংগে জানোয়ারের মতো ব্যবহার করতো। যখন-তখন ধরে চাবুক দিয়ে পেটাতো, যা খুশি করতো। তবে এ-ব্যাপারে শুধু ডোভারকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। অনেক শ্বেতাঙ্গই ওই ব্যবহার করেছে, সুযোগ পেলে এখনও করে। একটা সময় তো বুশ-

ম্যানদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ঢালাও সরকারী আদেশই ছিলো।

'যাকগে। যা বলছিলাম। ডোভারের ধারণা হলো, হীরা কোথায় আছে, জানে বুশম্যানেরা। তাদেরকে দিয়ে সেগুলো বের করানোর চেষ্টা শুরু করলো। ওর কাণ্ড-কারখানায় বিরক্ত হয়ে গেলাম আমি।'

'হীরা কি পেয়েছিলো?'

'তখন পায়নি। আমার সংগে একটা চুক্তি হয়েছিলো ওর। হীরা পেলে আধাআধি বখরা। চিতাবাঘ শিকার করে চামড়া বেচে পয়সা যা পেতো, খাওয়া-পরায়ই তা চলে যেতো। আমাকে ভাগ দিতে চাইলো, তার কারণ, হীরা খোঁজার সমস্ত খরচ আমি দেবো। কাজেই, বিরক্ত হয়ে মাঝপথেই আমি যখন বললাম, আমি চলে যেতে চাই, ডোভারের মতো লোক রাগ করবেই। তার রাগের তোয়াক্কা করলাম না। হাজার হোক, আমার শরীরে কলিনসের রক্ত। বেপরোয়া, বদমেজাজী তো হবোই, সব সময় না হোক, অন্তত মাঝে মাঝে তো বটেই। বুশম্যানরা আমাকে পছন্দ করতো। তাই আটকে রাখতে পারলো না আমাকে ডোভার। ওদের সহায়তায় চলে এলাম সভ্য জগতে। তারপর কি জানি কি হলো, হঠাৎ ঠিক করে ফেললাম, ইংল্যাণ্ডে চলে যাবো। চলে গেলামও একদিন। আর ভাগ্যের কি খেল, লণ্ডনে গিয়ে একদিন পত্রিকায় দেখলাম বিজ্ঞাপন, আমার বাবা একজন চাকর চায়। কতগুলো জাল রেফারেন্স কাগজপত্র বানিয়ে নিয়ে গিয়ে ঢুকলাম তার বাড়িতে, চাকরের চাকরি নিয়ে নিলাম। গিয়ে বললেই পারতাম, আমি তার ছেলে। কেন যে বললাম না, সেটা আমিও জানি না। বোধহয় কলিনস ফ্যামিলির রক্তের খাম-খেয়ালিপনার কারণেই।'

'আপনার বাবাকে জানানইনি কখনও ?'

'না। এখনও জানে না। ওখানে চাকরি নিলাম। নিনাকে জানালাম আমার পরিচয়। ওর মুখে বাপের কাহিনী শুনে মনটা আরও তেতো হয়ে গেল। বাপের কাছে ছেলে বলে পরিচয় দেয়ার যা-ও বা কিছুটা ইচ্ছে ছিলো, একেবারে উবে গেল। এমনকি নিনাও আমার সংগে পালিয়ে আফ্রিকায় চলে আসতে চাইলো। বাবাকে তারও পছন্দ না।

'আমাদের মেলামেশাটাকে কলিনস দেখলো অন্য চোখে। সে ভাবলো, তার মেয়ের সংগে প্রেম হয়েছে আমার। বাজে ব্যবহার শুরু করলো। ভাবলাম, এরকম বেশি দিন চলতে থাকলে, আমারও মেজাজ যাবে খারাপ হয়ে, কোন দিন কি করে বসবো ঠিক নেই। তার চেয়ে বেরিয়েই আসবো ওই বাড়ি থেকে। তবে নিনার জন্যে ভাবনা হলো আমার। কলিনসের তখন সময় খারাপ। বেহিসেবী খরচ করে, খামখেয়ালিভাবে চলে টাকাপয়সা সব উড়িয়েছে। জমি বাঁধা দিয়ে দিয়েছে ব্যাংকের কাছে। খাওয়া-পরা চালানোর জন্যে গাছ বিক্রি শুরু করেছে। শেষে একদিন হাত দিয়ে বসলো নিনার মায়ের গহনাগুলোতে। গোটা দুই গহনা নিয়ে বিক্রিও করে এলো। উদ্বিগ্ন হলো নিনা। ওগুলো ছাড়া তার আর কিছুই নেই। কলিনস যে কাণ্ড শুরু করেছে, সব বিক্রি করে মেয়েকে পথের ফকির করে রেখে যাবে।

'আমিই পরামর্শ দিলাম নিনাকে, গহনাগুলো সরিয়ে ফেলা দরকার। তাহলে অন্তত পথে বসতে হবে না তাকে। কলিনস মরুক গিয়ে, তার জন্যে পরোয়া করি না আমরা। তাকে বাবা বলতেও ঘৃণা

হয়।

'নিনা রাজি হলো। কিন্তু কাজটা করবো কিভাবে? আমার কাছেও তখন টাকাপয়সা নেই। মায়ের টাকা তো বাবাই সব শেষ করেছে, বাকি সামান্য যা ছিলো, খরচ করেছি আমি। আর একেবারে শেষ সম্বলগুলো বিক্রি করে জোগাড় করেছিলাম ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার খরচ। নিনা বললো, একটা আঙটি বিক্রি করে দিয়ে প্লেন কিনে বাকি সব গহনা নিয়ে আফ্রিকায় চলে আসতে। তারপর সময় করে সুযোগ বুঝে সে-ও চলে আসবে আমার কাছে।

'ইংল্যাণ্ডে গিয়ে প্লেন চালাতে শিখেছি আমি। ওটা অনেক-দিনের শখ ছিলো আমার। কাজেই, আঙটি বিক্রি করে, প্লেন কিনে নিনার মায়ের গহনাগুলো নিয়ে চলে আসতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয়নি আমাকে। নিনার যোগসাজশে একাজ করেছি, একথা জানলে তাকে আস্ত রাখবে না কলিনস। তাই তাকে বারবার অনুরোধ করে এসেছি, যা খুশি করুক কলিনস, আমাকে চোর ভেবে পুলিশে খবর দিক, যা ইচ্ছে করুক, সে যেন মুখ না খোলে। সে যেন নিজের দোষ স্বীকার না করে। বুঝতে পারছি, আমার অনুরোধ রেখেছে নিনা। নইলে আপনারা আসতেন না এখানে।'

'হ্যাঁ, আপনার বাবাই পাঠিয়েছেন। তবে একথাও বলে দিয়েছেন, জিনিসগুলো ফেরত পেলেই তিনি খুশি, চোরের ব্যাপারে তার কোনো মাথাব্যথা নেই।'

'স্ক্যাণ্ডালের ভয়ে, বুঝলেন, বদনাম। ভেবেছে, চোরকে ধরলে খবরের কাগজে বেরোবে, তার মেয়ের বদনাম ছড়াবে, সে-কারণে। তার তো দৃঢ় বিশ্বাস—শয়তান, লোক তো—তার মেয়ে চাকরের

প্রেমে পড়েছে। হারামী মানুষের হারামী ভাবনা।'

'বুঝলাম। গহনা নিয়ে পালালেন। তারপর এখানে কি করলেন? ডোভারের সংগে আবার দেখা হলো কিভাবে?'

'আমিই যেচে পড়ে তার সংগে দেখা করেছি। কিছুদিন নিরাপদে লুকিয়ে থাকার জন্যে। জানতাম, পুলিশ খোঁজ করবে আমার। ওদের চোখকে ফাঁকি দেয়ার একটাই উপায়, মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া। আর তার আশ্রয় চেয়েই ভুলটা করেছি। আসলে, আমার চলে যাওয়া উচিত ছিলো বুশম্যানদের কাছে।'

'কেন, ভুলটা কি করলেন?'

'আগের চেয়ে খারাপ হয়ে গেছে ডোভার। ড্রিংক করে অনেক বেশি। বুশম্যানরা তাকে সাহায্য করে না, তার ছায়া দেখলেও পালায়। এই দুর্গে এসে উঠলাম তার সংগে। একদিন, বোধহয় আমাকে দেখেই আমার সংগে দেখা করতে, কিংবা পানির খোঁজে ঢুকলো একজন বুশম্যান। লোকটাকে আমি ভালোমতো চিনতাম, অনেকবার শিকারে গিয়েছি ওর সংগে। তার কপাল খারাপ, ডোভার তখন ছিলো দুর্গে, পাঁড় মাতাল। লোকটাকে ঢুকতে দেখে রক্ত চড়ে গেল মাথায়। সংগে সংগে রাইফেল তুলে গুলি করে মেরে ফেললো।'

'মেরেই ফেললো!' ভুরু কোঁচকালো জিম।

'হ্যাঁ। তারপর যখন ওর হুঁশ হলো, অনেক বকাঝকা করলাম ওকে। টুঁ শব্দ করলো না, আমার কথার একটা জবাব দিলো না। লাশটার পাশে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর তাকে কবর দিলো। ওপরে বিছিয়ে দিলো ইট-পাথর, যাতে হায়ে-

নারা তুলে নিয়ে যেতে না পারে। অদ্ভুত এক চরিত্র!'

'হ্যাঁ, দেখেছি কবরটা,' নাসের বললো। 'আমি ভেবেছিলাম, আপনার কবর।'

আগের কথার খেই ধরে বলে গেল বারনার, 'বকাঝকা করেছি, তাতে কিছু মনে করেনি ডোভার। কিন্তু যখন বললাম, এরপর তার সংগে আমি আর থাকছি না, গেল রেগে। ভয় দেখালো, দরকার হলে আমাকেও গুলি করে মারবে। তার ভয় ছিলো, আমি গিয়ে পুলিশকে এই খুনের কথা বলে দেবো। তার শাসানিতে কান দিলাম না। গিয়ে উঠলাম প্লেনে। এঞ্জিন স্টার্ট দিলাম। আমাকে গুলি করলো না বটে সে, তবে প্লেনের ওপর গুলি চালাতে শুরু করলো। একটা এয়ারস্ক্রু গেল ভেঙে, সামলাতে পারলাম না, দেয়ালের সংগে ধাক্কা খেলো গিয়ে প্লেন। পা-টা ভাঙলাম তখনই। আমাকে বের করে আনলো ডোভার। খুব শান্তভাবে আমার পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধলো। কাঁধে করে বয়ে এনে রাখলো এই ঘরে। বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে এসে জানালো, আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে প্লেনটা। আমার বিশ্বাস, ধাক্কা খেয়ে আগুন লাগেনি, লাগলে সংগে সংগেই লাগতো। ডোভারই পুড়িয়ে দিয়েছে, যাতে আমি পালাতে না পারি।'

'শুধু পুলিশের ভয়েই আপনাকে আটকে রেখেছে?'

'সেটা অবশ্যই একটা কারণ। তার অনেক কুকর্মের সাক্ষি আমি। মানুষ খুন করেছে, পোচিং করে, খনি থেকে হীরা তুলে নিয়ে গিয়ে বেআইনীভাবে ব্ল্যাকমার্কেটে বিক্রি করে। তবে আসল কারণটা বোধহয় অন্যখানে···

'আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছে সে।'

'হ্যাঁ। মাতাল হলে শয়তান হয়ে যায়, কিন্তু সুস্থ অবস্থায় সে আরেক মানুষ। যে বুশম্যানদের দু'চোখে দেখতে পারে না, তাদের একজনের লাশের জন্যেও তার কতো মমতা। কবর দিলো, হায়েনা-রা যাতে তুলে নিতে না পারে··

'হ্যাঁ, মানুষের স্বভাব বড় বিচিত্র! একজনের মধ্যেই যে কতো-রকম জটিলতা থাকে···

'ডোভারের ওপর আমি বিরক্ত, ঠিক। তার কাজকর্ম আমার পছন্দ নয়। অনেক খারাপ কাজ সে করে। কিন্তু যা-ই বলুন, আমার বাবা লর্ড উইলিয়াম কলিনসের চেয়ে তাকে অনেক বেশি পছন্দ করি আমি, শ্রদ্ধা করি। কোনো মেয়ের সংগে কখনো তাকে সামান্যতম দুর্ব্যবহার করতে দেখিনি।'

'তো, আপনি এখন এখানেই থাকতে চান?'

'মাথা খারাপ। চলে যাবো আপনাদের সংগে।'

'চলুন তাহলে। উঠুন। গহনাগুলো কোথায় রেখেছেন?'

দেয়ালের একটা ফোকর দেখিয়ে দিলো বারনার।

ফোকরে হাত ঢুকিয়ে ছোট একটা পুঁটুলি বের করে আনলো জিম। কালো মখমলে বাঁধা।

নাসের আর জিমের কাঁধে ভর দিয়ে নিচে নামলো বারনার। এইটুকু পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে পড়েছে। সিঁড়ির গোড়ায় ভর দিয়ে জিরিয়ে নিলো কিছুক্ষণ। তারপর আবার দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে এগোলো গেটের দিকে।

একটা ঘরের ভেতর থেকে চত্বরে বেরিয়ে এলো ড্রেক ডোভার। মুখে মৃদু হাসি। হাতে রাইফেল। শান্তকণ্ঠে যেন কথার কথা বল-লো, 'কোথায় যাচ্ছো, জন?'

ষোল

ডোভারের এই হঠাৎ আবির্ভাবে চমকে গেল তিনজনেই। এলো কখন? এদিক ওদিক তাকালো নাসের।

'জীপটা খুঁজছেন তো?' নাসেরের মনের কথা পড়ে ফেললো যেন ডোভার। 'আনিনি। ফেলে রেখে পায়ে হেঁটে এসেছি। কাল আমাকে বোঝালেন, চলে গেছেন, যাননি যে খুব ভালো করেই জানতাম। রাতে এসেছিলেন, তা-ও বুঝেছি। আর তার প্রমাণও আছে,' বলতে বলতে পকেট থেকে পেন্সিল টর্চটা বের করে ছুঁড়ে দিলো নাসেরের দিকে।

খপ করে লুফে নিলো ওটা নাসের। 'থ্যাংকস। অন্ধকারে কোথায় যে হারিয়েছিলো···যাকগে, মিস্টার বারনারকে উইণ্ডহোয়া-কে নিয়ে যাচ্ছি আমি। ওঁর পায়ের যা অবস্থা, ডাক্তার দরকার।'

'সেটা আপনি ভাবছেন। আমার তা মনে হয় না।'

'আপনি কি আটকাতে চান আমাদের?'

'আরে না না, কি যে বলেন, আপনাদের আটকাবো কেন?···

উঁহু,' রাইফেল তুললো ডোভার, জিমের দিকে, 'পিস্তলে হাত দিও না, খোকা। ওটা খুলে আনারও সময় পাবে না··

ইশারায় জিমকে নিষেধ করলো নাসের। ডোভারের দিকে ফিরলো, 'তা ঠিক। তার আগেই ফুটো করে দেবেন ওর বুক। যা নিশানা আপনার। তো, সেদিন আমাদের প্লেনটাকে গুলি করেছিলেন কেন?'

হাসলো ডোভার। 'না, কিছু ভেবে করিনি। ছায়ায় বসে জিরাচ্ছিলাম। সংগে বোতল যেটা ছিলো, শেষ করে ফেলেছি। মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। তার ওপর আশেপাশে বুশম্যান ব্যাটাদের আনাগোনা টের পাচ্ছিলাম। ওদের একটাকে ধরে পেটাতে পারলে ঠিক হয়ে যেতো মেজাজটা। তারপর বিরক্ত করতে শুরু করলেন আপনারা। মাথার ওপর দিয়ে চক্কর, বিকট আওয়াজ·· ভাবলাম, ট্যুরিস্ট। একআধটা গুলিটুলি করলেই ভয় পেয়ে পালাবেন···সত্যি বলছি, আপনাদেরকে মারার কোনো ইচ্ছে ছিলো না··

'সে তো বুঝতেই পেরেছি। তা এখন আটকাচ্ছেন কেন?'

'অনেক কিছু জেনে ফেলেছেন আপনারা, কি করি বলুন··

সমস্যার সমাধান হয়ে গেল নিতান্ত অযাচিত ভাবেই। টুং করে একটা শব্দ হলো, ব্যাঞ্জোর তারে টোকা পড়লো যেন। আঁউক করে উঠলো ডোভার, চমকে উঠলো ভীষণভাবে। হাত চলে গেল ঘাড়ের পেছনে। চেঁচিয়ে উঠলো, 'ওহ্, মাই গড!'

চিতাবাঘটা যে ঘরে বাঁধা ছিলো, সে-ঘর থেকে লাফিয়ে বেরোলো ছোট একজন মানুষ, পেটটা ঢোলের মতো ফোলা। হাতে ধনুক। দৌড় দিলো গেটের দিকে।

ঝট করে রাইফেল তুললো ডোভার, তারপর ধীরে ধীরে নামিয়ে

নিলো আবার। গুলি করলো না। অস্ত্রটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, 'আর কোনো দিন ওটা দরকার হবে না আমার।'

গেট দিয়ে ছুটে বেরিয়ে চলে গেল বুশম্যান লোকটা।

ডোভারের ঘাড়ে বিঁধেছে ছোট্ট তীর, পেছনটা শুধু বেরিয়ে আছে।

বারনারকে মাটিতে বসিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল নাসের। 'দেখি, খুলে ফেলি।'

আস্তে মাথা নাড়লো ডোভার। 'কেন খামোখা কষ্ট দেবেন? খুলতে গেলে ব্যথা পাবো।'

'জলদি চলুন, উইণ্ডহোয়াকে নিয়ে যাবো আপনাকে। প্লেন তো আছেই...'

'কোনো লাভ হবে না।'

'ওখানে ডাক্তার আছে।'

ফ্যাকাশে হয়ে আছে ডোভারের চেহারা। 'বললাম তো, কোনো লাভ হবে না,' আশ্চর্য রকম শান্ত ডোভারের কণ্ঠ, অসাধারণ মনোবল লোকটার। 'দুনিয়ার আর কোনো ডাক্তারই ভালো করতে পারবে না আমাকে। বুশম্যানদের বিষের কোনো অ্যান্টিডোট নেই।'

'কিন্তু তবু...

'আর কোনো কিন্তু নেই। রক্তে ঢুকে গেছে বিষ, টের পাচ্ছি আমি। খুব বেশিক্ষণ লাগবে না। বিষটা তাজা হলে আর বড় জোর এক ঘণ্টা...তবে, উচিত সাজাই হয়েছে আমার, এই-ই হওয়ার কথা ছিলো...,' মৃত্যুপথযাত্রী একজন মানুষের এই স্বাভাবিক কথা-

বার্তা বিস্মিত করলো নাসেরকে। 'ওদের সংগে যে-রকম দুর্ব্যবহার করেছি! এতোদিন যে বাঁচিয়ে রেখেছে, এই-ই যথেষ্ট। যেটাকে মেরেছি, ওই হারামজাদাটার দোস্ত ছিলো নিশ্চয় এ-ব্যাটা···ওরা কখনও কিছু ভোলে না। ক্ষমা করে না।'

টলতে টলতে গিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলো ডোভার। পকেট থেকে ছোট একটা ফ্লাস্ক বের করে মুখ খুলে ভেতরের সবটা হুইস্কি ঢকঢক করে গিলে ফেললো। ছুঁড়ে ফেলে দিলো ফ্লাস্কটা। আবার বললো, 'মরা লোকটাকে খুঁজতেই এসেছিলো। কাল রাতে কবরটা খুঁড়েছে, শিওর হয়েছে, তারপর থেকেই নিশ্চয় তক্কে তক্কে ছিলো '

'তাহলে আরও আগেই মারলো না কেন আপনাকে? অনেক তো সুযোগ পেয়েছে।'

'এর আগে ওদের কাউকে খুন করিনি। শুধু পিটিয়েছি। তার বদলে খাবারও দিয়েছি অনেক, অনেক জানোয়ার শিকার করে দিয়েছি···কিন্তু এই হারামীটা নিশ্চয় খুব জেদি ছিলো। কে জানে, যেটাকে মেরেছি, হয়তো ভাইই ছিলো ওর···'

'আরও সাবধানে থাকা উচিত ছিলো আপনার,' ডোভারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো নাসের। 'দেখি, তীরটা খুলি···

'বললাম তো, অযথা কষ্ট দেবেন,' হাত নাড়লো ডোভার। 'কতো আর সাবধান থাকবো, বলুন? সারাটা জীবনই তো মৃত্যুর সংগে লড়াই করলাম, ভয়ানক শয়তান লোক বলেই বেঁচে থেকেছি এতোদিন···আরি, আবারও আসছেন তীর খুলতে! আপনি কী, সাহেব? জানেন, এই বিষ হাতি-গণ্ডারকে খতম করে দেয়? যান,

সরুন, আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরে বসলো নাসের।

পকেট থেকে চিতার চামড়ার তৈরি ছোট একটা ব্যাগ বের করলো ডোভার, তামাক রাখার পাউচের মতো। নাড়া দিলো। ভেতরে আওয়াজ হলো। বারনারের দিকে ছুঁড়ে দিলো সে, 'নাও, রেখে দাও, কাজে লাগবে। হীরা। আর জীপটা পাবে নদীর ওপারে, নিয়ে নিও। ওটাও তোমাকে দিয়ে গেলাম। আমি যেখানে যাচ্ছি, এগুলো আর কোনো কাজে লাগবে না আমার।' হাঁপাচ্ছে ডোভার, কপালে ঘাম। রক্ত আরও সরে গেছে মুখ থেকে। 'জন, আমার একটা কথা রেখো। আমাকে এখানেই কবর দিও। পাথর চাপা দিয়ে দিও ওপরে···অন্ধকারে হায়েনারা আসে তো···যদি কখনও দেখতে ইচ্ছে হয়···আমার মতো বাজে একটা মানুষকে তোমার মনে পড়ে···চলে এসো···আমি চিরকাল এখানেই অপেক্ষা করবো তোমার জন্যে···

'বস্,' চেঁচিয়ে উঠলো হঠাৎ জিম। 'আপনারও মাথা খারাপ হলো নাকি? ও যা বলে বলুক না! ওকে উইণ্ডহোয়াকে নিয়ে যেতেই হবে, হাসপাতালে···জলদি করুন।'

সংবিৎ ফিরলো যেন নাসেরের। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। সে আর জিম মিলে প্রায় বয়ে নিয়ে গিয়ে বারনারকে তুললো প্লেনে।

ফিরে এসে দেখলো, মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে ডোভার। বেহুঁশ। বয়ে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। দু'জনে ধরে তুললো তাকে। ভীষণ ভারি। ধরাধরি করে এনে প্লেনের কেবিনে তুললো অনেক কায়দা

কসরত করে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আকাশে উড়লো প্লেন। যতোটা সম্ভব তাড়াতাড়ি করছে নাসের। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। পথেই মারা গেল ডোভার।

'শেষ হয়ে গেল!' কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল, সামান্য সময়ের পরিচয়েই ডোভারকে পছন্দ করে ফেলেছিলো জিম।

'হ্যাঁ,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বললো নাসের। 'ও জানতো, বুশম্যানদের তীরের বিষ কি জিনিস! খামোকাই চেষ্টা করলাম আমরা।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটলো।

কেন যেন উসখুস করছে জিম, বারবার তাকাচ্ছে নাসেরের দিকে। শেষে বলেই ফেললো, 'বস্, একটা কথা ভাবছি। এই অ্যাসাইনমেন্টটা আমাদের ফেল করলে হয় না?'

'জিম, একেবারে আমার মনের কথাটা বলেছো। আমিও ঠিক এটাই ভাবছি। লর্ডকে গিয়ে জিনিসগুলো ফিরিয়ে দেয়ার কথা ভাবতেও খারাপ লাগছে আমার। তাছাড়া ওগুলো লর্ডেরও নয়, নিনার মায়ের।'

'বারনারের কাছে আছে, ওর কাছেই থাক তাহলে ওগুলো। বোনকে দিয়ে দেবে।'

'থাক।' বারনারের দিকে ফিরলো নাসের, 'দেখুন, আমাদের কথা আপনি শুনেছেন। কথা দিতে হবে...

'আপনাদের এই বদান্যতার কথা কাউকে কোনদিন বলবো না; বলবো না, অ্যাসাইনমেন্ট ফেল করেননি আপনারা, এই তো? যান, আপনাদের আলোচনাই শুনিনি আমি। ওকে!'

নিরবে মাথা ঝাঁকালো শুধু নাসের।

এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করলো প্লেন। নাসের বললো, 'আমি বসছি। জলদি গিয়ে পুলিশকে ফোন করো। অ্যামবুলেন্স আনতে বলো।'

লাশের পাশে বসে আছে বারনার। তার পাশে এসে বসলো নাসের।

'অনেকগুলো বছর একসাথে কাটিয়েছি আমরা,' আনমনে বিড়-বিড় করলো বারনার। 'কতো স্মৃতি...' ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো সে।

তার কাঁধে হাত রেখে নিরবে সান্ত্বনা দিলো শুধু নাসের। কথা নেই। কি বলবে?

জিম এসে প্লেনে ঢোকার কয়েক মিনিট পরই এলো পুলিশের গাড়ি। সংগে অ্যামবুলেন্স। গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামলো ডিলার জোনস, একজন পুলিশ সার্জেন্ট আর একজন মেডিক্যাল অফিসার।

প্লেনে ঢুকে ডোভারের ঘাড়ে বেঁধা তীরটা একনজর দেখলো জোনস। বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে বললো, 'এরকমই একটা কিছু ঘটবে, আমি জানতাম!'

দুই দিন পর।

ময়না তদন্ত শেষ করে ডোভারের লাশ ফেরত দিলো পুলিশ। সই করে লাশ নিলো বারনার। ডোভারের শেষ ইচ্ছে পূরণের জন্যে তাকে কবর দিতে নিয়ে চললো ফোর্ট শুয়ার্জে।

প্লেন চালাচ্ছে নাসের। জিম পাশে বসা। বারনার বসে আছে কফিনটার পাশে। সবার পেছনে বসে আছেন একজন পাদ্রী।

ভাঙা পা নিয়ে কিছু করতে পারলো না বারনার, শুধু কফিনটার পাশে বসে চেয়ে চেয়ে দেখলো জিম আর নাসেরের কবর খোঁড়া। কফিন নামানো হলো কবরে। পাদ্রী সাহেব তাঁর কাজ শেষ করলেন।

কবরের ওপর পাথর, ভাঙা ইঁট বিছিয়ে দিতে লাগলো জিম আর নাসের। এই কাজে তাদেরকে কিছুটা সাহায্য করতে পারলো বারনার।

কবর দেয়া শেষ। পশ্চিম দিগন্তে বালির সমুদ্রে ডুব দেয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে লাল টকটকে সূর্য। দূরে কোথাও হেসে উঠলো একটা হায়েনা।

'চলুন, যাই,' বারনারের কাঁধে হাত রাখলো নাসের।

'হ্যাঁ, চলুন,' ক্রাচে ভর দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো বারনার। দু'গালে অশ্রুর ধারা।

—: শেষ :—